

অন্য স্বর অন্য সুর

রমানাথ ভট্টাচার্য

১০৮ পাটে কলকাতা
১০৮ পাটে কলকাতা

১০৮ পাটে কলকাতা

১০৮ পাটে কলকাতা

১০৮ পাটে কলকাতা

১০৮ পাটে
১০৮ পাটে
১০৮ পাটে

১০৮ পাটে

১০৮ পাটে



৩৬ এ কলেজ রো কলকাতা ৭০০ ০০৯

ଅନ୍ୟ ମୁଦ୍ରଣ ମଳ୍ଲ ପାତାଳ

ଶୀରସ୍ତ ମାନମେହି

ANYA SWAR ANYA SUR
A Collection of Bengali Poems
by
RAMANATH BHATTACHERJEE

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ
୨୫ ବୈଶାଖ ୧୪୨୧ । ୯ ମେ ୨୦୧୪

ଏହୁମ୍ବତ୍
ଶ୍ୟାମଶିଶ ଡଟୋଚାର୍

ପ୍ରକାଶକ
ଶ୍ୱାତ୍ସଂଗିଲି ହାଜାରା
ପାଠକ । ୩୬୬ କଲେଜ ରୋ କଲକାତା ୭୦୦ ୦୦୯

ବର୍ଗସଂହାଗକ
ଆକ୍ଷରବୃଦ୍ଧ । କଲକାତା ୭୦୦ ୦୫୬

ମୁଦ୍ରକ
ନିଉ ରେନବୋ ଲ୍ୟାମିନେଶନ । କଲକାତା ୭୦୦ ୦୦୯

ପ୍ରଚ୍ଛଦ
ଦେବାଶିଶ ମାହା

୫୦୦ ୦୦୯ । ୧୫୦ ଟଙ୍କା

ଶ୍ରୀଦେବ ଶିବବରତ ଦେଉଯାନଜୀ
ଶ୍ରୀଦେବୀ ଡାଃ ଶ୍ରୀତି (ଅନିଲ) ଶର୍ମା
କଳ୍ପାଣୀଆ ସୁମିତା ଭଡ୍ଟାଚାର୍ୟ

প্রাক-কথন

কেন এই কাব্যগ্রন্থটির নাম রাখা হল ‘অন্য স্বর অন্য সুর’। এ-প্রসঙ্গে দু’চার কথা বলছি। বঙ্গ ও বহির্বঙ্গের বহু গুণিজন নানা পত্রিকায় আমার ‘নির্বাচিত কবিতা’ গ্রন্থটির আলোচনা করেছেন। কিছু পত্রিকায় আমার সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ ‘এবং অনন্ত ভালো’রও আলোচনা করেছেন গুণিজন। তাঁদের এসব লেখায় আলোচক-সমালোচক আমাকে মুখ্যত প্রেমের কবি রূপেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। বলি, প্রেমের কবিতা ছাড়াও আমার নানা ধরনের বহু কবিতা রয়েছে অহ দুটিতে; কিন্তু এ-সব কবিতা সম্পর্কে আলোচকরা প্রায় নীরব। আমার অন্যান্য কাব্যগ্রন্থেও ছড়িয়ে আছে অনেক কবিতা যেগুলির বিষয়বস্তু রঞ্জ-বৃঙ্গ, প্রকৃতি, দীর্ঘ, বিশ্বরহস্য, মৃত্যুভাবনা, সমাজচেতনা, মানবতাৰোধ, সামাজিক বিপর্যয়, বিশ্বপ্রেম, বিশ্বভাবনা ও গুণিজন বস্তুনাও। তাছাড়া কবি ও কবিতাকে বিষয় করে রচিত কবিতা, স্বপ্নের বিচিৰ রূপ, জ্যোতির্মণুল বিষয়ক কবিতা, দাশনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা জগৎ ও জীবন, মূল্যবোধ জনিত সংক্ষেপ, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, পারিবারিক ঐতিহ্যের অবক্ষয়, দেশভাগজনিত বেদনা ও বিপর্যয়, ঈশা-মুসা-ঘিণু, শ্রীচৈতন্য, মহাপুরুষ শঙ্কর দেব, নানক, নাগাসাকি, হিরোসিমা, রাষ্ট্রচিন্তা, বিশ্বব্যাপী ঠাণ্ডা যুদ্ধের আবহাওয়া, কলকাতা-মুম্বাই মহানগরী নিয়ে ভাবনা-চিন্তা, আসাম-বঙ্গভূমিৰ সঙ্গে আল্পিক গভীরতা, শহৰ শিলং-এৰ প্রতি আল্পস্থতা ইত্যাকাৰ বিষয়ও উঠে এসেছে আমার কবিতায়। এইসব বিষয়বস্তুৱই সম্পূর্ণসারিত বাণীৱৰ্ণণ আমাৰ এই গ্রন্থটি। সে-কাৱণে গ্রন্থটিৰ নামকৰণ কৰা হয়েছে ‘অন্য স্বর অন্য সুর’ (প্ৰথম খণ্ড)। গ্রন্থভূক্ত ২০০৯-এৰ কবিতাগুলি রচিত হয়েছে গুয়াহাটিতে বসে, পৰবৰ্তী প্ৰতিটি বছৰেৱ কবিতাগুলি লেখা হয়েছে মুদ্রাইয়ে বসে।

আসলে এ ধৰনেৰ সংকলন বেৰ কৰাৰ অভিপ্ৰায় দীৰ্ঘদিন ছিল। তাই প্ৰেমেৰ কবিতা ভিন্ন, বিচিৰ ধৰনেৰ অন্যান্য যে সব কবিতা আমি লিখেছি সেগুলিৰ সহাদয়-হৃদয়-সংবাদী পাঠকেৰ এজলাসে আনা হলো। প্ৰেমেৰ কবিতা বাদ দিয়ে বিচিৰ বিষয় নিয়ে লেখা আমাৰ কবিতাৰ প্ৰস্তাৱনা খণ্ড বেৰ কৰাৰ চিন্তাভাবনাও কৰা হচ্ছে।

আ

প্রেমের কবিতা ব্যতিরেকে আমার বিচ্ছিন্ন ধরনের অন্যান্য কবিতার সমাহারে এই যে সংকলনটি বেরচে সেটির পরিকল্পনা অনেকদিন ধরেই ছিল। এ-রকম পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপদান করা সম্ভুচিত কিনা এ-নিয়ে আমার বিশেষ বঙ্গু তথা উন্নত পূর্বাঞ্চলের বিশিষ্ট লেখক (যিনি আমার প্রায় প্রতিটি কবিতার সঙ্গে পরিচিত) মানিক দাসের সঙ্গে দূরভাবে কয়েকবার আলোচনা করেছিলাম। পরিকল্পনাটির রূপদানে তাঁর অশেষ আস্তরিক সমর্থন ছিল। তবুও আমি এ-ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছিলাম না। এক আগুপিচু মনোভাবে আমি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। পরিশেষে আমার আত্মজ শ্রীমান শ্যামাশিস ভট্টাচার্য পরিকল্পনাটি আশু রূপদানের জন্য আমাকে চেপে ধরলেন। তারই ফল এই গ্রন্থটি।

এই গ্রন্থভুক্ত অধিকাংশ কবিতা পশ্চিমবঙ্গের নানা পত্রিকায় বেরিয়েছে; কিছু কবিতা উন্নত পূর্বাঞ্চলের সাহিত্যপত্রেও বেরিয়েছে। এই সুযোগে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্পাদকদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আরেকটি কথা, প্রকাশিত কিছু রচনার ক্ষেত্রেও কবিতার অনুবঙ্গে শব্দ ও পঞ্জির পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

এ গ্রন্থটির একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন বাংলা ভাষার স্বর্ণপ্রসূ কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থটির ওপর আমার স্নেহাঙ্গপদ সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় লিখেছেন উন্নত কথা। গ্রন্থটির শেষের দিকে তা যুক্ত হল। ২০১৪-এর ৯ মার্চ উন্নত-পূর্বাঞ্চলের বিখ্যাত পত্রিকা ‘দৈনিক যুগশঙ্খ’-এ আমার একটি সাক্ষাৎকার বেরোয়। পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের অনুরূপতায় সেটিও সংযোজিত হলো গ্রন্থটির শেষের দিকে। পবিত্রবাবু ও সুধাংশুশেখর দুজনই আমার পরম আশীর্বাদ স্বরূপ। গ্রন্থটির গড়ে ওঠার প্রেক্ষিতে এঁদের অবদান অনেক। পবিত্রবাবুকে জানাই অতল ভালোবাসা—অশেষ শ্রদ্ধা। আমার আত্মজ সুধাংশুশেখরের অশেষ অবদান ব্যতিরেকে এই বয়সে আমার পক্ষে অনেক কষ্টকর হতো এ গ্রন্থটির রূপদান। হৃদয়ের অতল থেকে তাঁকে জানাই প্রাণভরা স্নেহাশিস।

গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হল শ্রদ্ধেয় শিবরত দেওয়ানজী, শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রতি (অনিল) শর্মা ও কল্যাণীয়া সুমিতা ভট্টাচার্যকে। দেওয়ানজী বহির্বঙ্গের খ্যাতনামা কবি। মূলত তাঁরই উদ্দোগে গড়ে উঠেছে ‘ভিলাই বঙ্গীয় সাহিত্য সংস্থাটি’। এই সংস্থাটির মাধ্যমেই হিন্দিলয়ে অবস্থিত ইস্পাতনগরী ভিলাইয়ে দীর্ঘদিন ধরে বইছে বাংলা সাহিত্যচর্চার মধ্যে হাতওয়া। তাঁরই সম্পাদনায় বেরোয় সংস্থাটির মুখ্যপত্র মধ্যবলয়। ডাঃ শর্মা মুসাইর ধৰ্মস্তরী তুল্য সুচিকিৎসক। উদারতা-মানবতাবোধ তাঁর মজ্জায়-মজ্জায়। তিনি এক মহীয়সী তুল্য মানবী। গুয়াহাটিস্থিত এ. জি. (এ এণ্ড ই) আসাম-এ কর্মরতা সুমিতা গুণবত্তী ও বিদুমী। তিনি বাংলা সাহিত্যে এম. এ। অঙ্গবয়সে স্বামীহারা হয়ে যাপন করছেন বেদনা-বিধুর জীবন। দেওয়ানজী ও সুমিতা আমার কবিতা পড়েন। আমার ‘নির্বাচিত কবিতা’ ও ‘এবং

অনন্ত ভালো' কাব্যগ্রন্থ দুটি দেওয়ানজীকে পাঠালে এ-দুটি গ্রন্থ সম্পর্কে পৃথক
পৃথকভাবে দুটি নাতি দীর্ঘ চিঠিতে তাঁর স্মৃতি পাঠপ্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।
গ্রন্থ দুটি পড়ে তিনি এত মুক্ষ হন যে, তাঁর চিঠি দুটো পড়ে আমার আনন্দাশ্রম
বরতে থাকে। এই তিন গুণী ব্যক্তিকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করতে পেরে আমি সত্যিই
আনন্দিত।

সহধর্মী রিজা, পুত্র শ্যামাশিস ও পুত্রবধূ নীলিমা আমাকে সংসারের যাবতীয়
কাজকর্ম থেকে বিরত রেখে শুধু সাহিত্যচর্চার অপার সুযোগ করে দিয়েছেন
বলেই এ বয়সে আমার পক্ষে গ্রন্থপ্রণয়ন সম্ভব হচ্ছে। তাঁদের জানাই অশেষ
আশীর্বাদ।

এ-গ্রন্থটি প্রকাশে পাঠক-এর অন্যতম কর্ণধার কবি শংকর চক্ৰবৰ্তীর উৎসাহ
মনের মণিকোঠায় স্মৃতিপোর মতো অবিৰাম ভুলছে। এই সুযোগে তাঁকে এবং
এই প্রকাশনার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ডি ১০৬, পাম কের্ট

মালাড ওয়েস্ট, মুম্বই-৬৪

২৫ বৈশাখ ১৪২১

৯ মে ২০১৪

রমানাথ ভট্টাচার্য

কবিকে নিয়ে কিছু কথা

রমনাথ ভট্টাচার্য বাংলা ভাষার একজন স্বীকৃত, প্রতিভাবান কবি। সুন্দর শিলং-এ তাঁর জন্মজীবন। অসমিয়া ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত; আবার নিজের কবিতাচর্চার ভাষা বাংলা। তিনি বলা যায় পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু। কিন্তু অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিবর্গের পরিবারের একজন। বিশ্ব অমণ্ডকারী রামনাথ বিশ্বাস ও পদ্মনাথের বৎশধর। অসমিয়া ভুবনে পদ্মনাথের অবদান আননক। তাঁর সুযোগ্য বৎশধর বলে পরিচিত এই কবি, প্রতিবছর আসামের গৌহাটিতে দুটো পুরস্কার প্রদান করে থাকেন। বাঙালির কাছে তিনি কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

তাঁর ‘নির্বাচিত কবিতা’ প্যাপিরাস থেকে কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হয় এবং প্রশংসিত হয় কবিতা প্রেমীদের দ্বারা। এই নতুন বইটি ‘অন্য স্বর, অন্য সূর’ পাঠক থেকে প্রকাশিত হলো। আমি ব্যক্তিগত ভাবে আনন্দিত।

২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত রচিত কবিতার নির্বাচিত সংকলন এই গ্রন্থটি।

২০০৯ এ লেখা বই-এর দ্বিতীয় কবিতাটিতে কবি আঞ্চার তাড়না প্রকাশ পেয়েছে এভাবে—

কবিতা আসে না, কবিতা আসে না

বুড়ি-বুড়ি-বুড়ি-বেদনা

মন-জ্ঞানামুখ: লাভার প্রবাহ সবখানে

মরি-মরি-মরি দূর অস্ত সবুজ সাভান।

রমনাথ ভট্টাচার্য সর্বক্ষণের কবি; তার মন, প্রাণ ও আঞ্চার কবিতায় নিবেদিত, তাই কবিতা আসে না বলে ঝুড়ি ঝুড়ি বেদনার দ্বারা ব্যথিত। অর্থাৎ প্রেরণা তাড়িত কবির প্রতীক্ষা একটি কবিতার জন্যে। সে আসবে বলে প্রতীক্ষা, আসে না বলে বেদনা।

একটি কবিতায় বলছেন—

জনি অমান্মু, তবু ভালোবাসি

জনি সে অসুর, তবু ভালোবাসি

ভালোবাসা আমার জীবন

ভালোবাসা আমার খনার বচন

ভালোবাসা আমার ওক্তারধনি

ভালোবাসা আমার স্বর্গ।

তিনি প্রকৃত অর্থেই ভালোবাসার কবি। আমি ব্যক্তি জীবনের শেষ পর্বে এসে যে কংজন বঙ্গুর অকৃত্রিম ভালোবাসা পেয়েছি, তাঁদের একজন অবশ্যই রমনাথ ভট্টাচার্য। তিনি ভালোবাসার অকৃত্রিম সাধনায় নিমজ্জিত।

কবিতার লিখিক চরিত্র, সনেট রীতি চর্চা ও অন্যান্য নানা গঠন শৈলীকে তিনি সহজ ভাবে ব্যবহার করেন। ইদানিংকালে বাংলা কবিতায় সহজভাবে ছন্দ চর্চায় তেমন মগ্ন হতে দেখি না সাধারণভাবে। অথচ কবিতা তো এমন শিল্প প্রবাদের মতন মনে রাখা যায়, তা এই ছন্দের পরিমিতির জন্যে। গদ্য কবিতায়ও যে ছন্দ থাকে আস্থাগোপন করে, সে সম্পর্কেও অনেকেরই ধারণা স্পষ্ট নয়। রমানাথ উত্তোচার্য ছন্দের ব্যবহারে একজন স্বাভাবিক কবির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন; শুধু ছন্দের জন্যে নয়, কবির গভীর অনুভবও তাঁর কবিতার বিশিষ্ট চরিত্র।

হে বিধাতা দয়া করে দৈনজনে দিয়াক্ষু দাও,
জেনে নেব কেন জগ, কেন মৃত্যু, কেন চরাচর,
কেন প্রাণী রূপবিশ্ব গিরিনী উমিল সাগর
আলোর জগতে কেন অক্ষকার রোজ বাইশ বাঁও।
পাথর-মূর্তির মতো প্রতিদিন নির্বাক দৈশ্বর
কেন-কেন জাময়ত্যু চরাচর? মেলে না উত্তর।

[কেন জম কেন মৃত্যু]

একটি চতুর্দশপদীর ফটক থেকে নেওয়া হয়েছে এই অপূর্ব প্রক্ষসনকীয় উচ্চ চেতনাগুলি।

সনেট রচনায় তাঁর দক্ষতা অপরিসীম। তিনি প্রতিটি সনেটের চরিত্র, অষ্টক ঘটকের বিভাজন, শেষ দুই চরণের সংহত অনুভব অন্তর্ভুক্ত সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে ভুলতে পারেন।

পেন নয়, হাতে চাই অস্ত্র আজ, চাই তলোয়ার
মন্ত্রী-মহামন্ত্রী গিলে হব শহিদ-প্রধান।
তলোয়ার সব পারে কুরক্ষে যুদ্ধ তার সাক্ষাৎ প্রমাণ,
নিমেষেই সপ্ত-ব্যাঘ-রক্ষ-নাশ হাজার হাজার।
তলোয়ার সব পারে মন্ত্রী সাহী করে ধূলিসাং
করে পড়ে দুরাচারী, খক্কাঘাতে কোটি মৃগাপাত।

[তলোয়ার সব পারে]

প্রথম চৌধুরীর সনেটের দুটি পঙ্ক্তি—

ভালোবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লাভে, অপারে ক্রম্ভন।

সনেটের নির্দিষ্ট পংক্তি ও পৰিবিন্যাস নির্ধারিত আছে। এই রূপবন্ধ সবার জন্যে নয়। এখানে শিল্পীর আস্থার মুক্তি (to unburden sad heart) (পেত্রার্ক) ঘটে, আর সে সহজভাবে, স্বত্বাবগত ভাবে খুবই লিখিক ধর্মী, তার এখানে কান্না ছড়া আর কিছুই করার থাকে না।

এই সনেট চর্চার সহজ অধিকার রমানাথবুর সহজাত ভাবে চরিত্র লক্ষণ, আবার এরই পাশে কি সুন্দর লিখিক দেখেন তিনি।

আমার দৃঢ়খের দিনে পাপিয়ার স্বর ভূমি
কবিতা সুন্দরী

স্বর্ণপুর-স্বর্ণপুর শাস্তিপুর মানস সুন্দরী
কড়া রোদে হিমবাহ জ্যোৎস্না তরল
জল-জল-জল।

আমার দুঃখের দিনে তুমি গাঢ় নীলাকাশ
কবিতা কামিনী।

(কবিতা সুন্দরী)

একটি প্রদত্ত জীবনত্রুণী তাঁর কবিতার ‘অঙ্গর্গত রক্ষের ভিতরে/ খেলা করে।
শাশ্বত ও সমকালীন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা মাস্তিত রস তাঁর কবিতাকে দিয়েছে
বহুমাত্রিকতা।

- ১। দীর্ঘদিন পৃথিবীতে বেঁচে আছি অথচ পৃথিবীকে চিনি না
- ২। মাঝে মাঝে মনে হয় এ জীবন এক তেতো ফল টক ফল বিষ ফল এক।
এরকম জীবন সম্পর্কিত বিষামৃত তাঁর কবিতায় শিল্পস্তরে উন্নীত হয়েছে। আমাদের
ভাবিত করছে, সমাহত করছে।

জীবন এক মায়ারী দীপ

তার আদি অস্ত কেউ জানে না

এই রকম অনুভব তো আমাদেরও তাড়িত করে। কবিতা তা-ই যা প্রাণিত করে,
উজ্জীবিত করে। রমানাথ ভট্টাচার্য নিরাসের খনন ক'রে চলেছেন নিজেকে, পরিপার্শকে,
অভিজ্ঞতাকে এবং তার মধ্য থেকে তুলে আনছেন গভীর সব অনুভব, যা পাঠককে মগ্ন
ক'রে রাখে।

এই অনুভবে মগ্ন, তাড়িত কবিকে বলি, আরো অনেক পথ বাকি আছে, আমরা আপনার
সঙ্গী হয়ে যেনো অবশিষ্ট জীবন থাকতে পারি। আপনি লিখুন, আমরাও জীবনের নানা
অর্থ তার মধ্য থেকে খুঁজতে থাকি।

২২ বি প্রতাপাদিত্য রোড

কলকাতা—৭০০ ০২৬

২৪.৮.২০১৪

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

কবিতাৰ সূচি

- টুনটুনি ১৯ কবিতা আসে না ১৯ গান্ধীবাদী ২০ ভালোবাসা ২০
কেন জন্ম কেন মৃত্যু ২১ একাধাৰে অশুভ সুন্দর ২২
সূর্যতারা হয়ে জুলো ২৩ তলোয়াৰ সব পারে ২৪ শান্তিৰ ধাম ২৪
মৃত্যুদণ্ড বিধান কৰুন ২৫ কবিতা সুন্দৱী ২৫ তুমি ২৬
উনিশে মে ২৬ গ্ৰহ-উম্মোচন ২৭ স্বৰ্গসুখ ২৭ মন্ত্ৰী হৰাৰ স্বপ্ন ২৮
নিসগেৰ উদ্দেশে ২৮ এখন আমি অন্য মানুষ ২৯
প্ৰকৃতি বাঁচলে বাঁচা ৩০ কুৱে-কুৱে খায় ৩১ সবুজ মেয়ে ৩২
ৱৰ্ম্মানি প্ৰথিবী ৩৩ নিপাত যাও ৩৩ পারেৱ কড়ি চাই ৩৪
ইন্দ্ৰপুৱী ৩৫ বুঁৰি না বুঁৰি না ৩৬ কবিবৰ বিষ্ণু দে, অনেক প্ৰণাম ৩৬
শীতেৱ রোদুৰ ৩৭ সূৰ্যদেৱ ৩৭ মেঘলা দিন ৩৮ পৱনাস ৩৮
আধুনিক ৩৮ সৱাবে ভূত ৩৯ মোদা কথা-১ ৩৯ নাৰ্স বোন ৪০
স্তৰ্পীকৃত পাঁক ৪১ বৃষ্টি ৪২ আগত বৃষ্টিৰ দিন ৪৩
সঞ্জীবিত কৱো কেউ ৪৪ অশুভ নিয়তি ৪৫ সুধী ৪৫
মায়াপুৱী মাটি-মাৰ দেশ ৪৬ সাধু সাৰধান ৪৬
সূৰ্য ওঠে ৪৭ পুজোৰ দিনে... ৪৭ সব ভাইবোন ৪৮
অনৃত পৱন ৪৮ পাথিৱ জীবন ভালো ৪৯ পশু-যুগ ৪৯
সন্তানেৱ মুখ দেখে ৫০ আলো চাই ৫০ দূৰে তমোনাশ ৫১
চিৰসুন্দৰ ৫১ সোনালি সংবাদ ৫২ মুৰাই চিত্ৰ-১ ৫২
গদ্যেৱ সময় ৫৩ অমানুষ ৫৩ মুৰাই চিত্ৰ-২ ৫৪
ছেট গেছে দূৰে ৫৪ জানে ব্ৰহ্মা... ৫৫ ভাৱতবৰ্ষ ৫৫
ভাৱতভাগ সৰ্বনাশ ৫৬ তবু ৫৬ আলো চাই ৫৬ অৱ দৈশ ৫৭
চৱণ-চুৰ্বন ৫৭ দুঃখে-দুঃখে দিন যায় ৫৭ এখন গ্ৰহণ ৫৮
তুমি আছো আমি আছি ৫৮ স্বপ্ন ৫৯ ভগু প্ৰেমিক ৬০ ঘূম-মৃতু ৬১

জলবান্দি ৬১ সমর্পণ ৬২ আইন বলে ৬৩
বাজে লোকে ছেয়ে গেছে দেশ ৬৪ স্বপ্ন ভঙ্গ ৬৫
জাগো-জাগো দেশ ৬৬ আয়চিত্র ৬৭ মৃত্যু ৬৭ কবিতা ৬৮
কালধর্মে ৬৮ ভয়কর ওলট-পালট ৬৯ আত্মপরিচয় ৬৯
অযোগ্যের সাথে প্রেম ৭০ সুজন ৭১ আমার কবিতা ৭১
পুজো-এল ৭২ ঘোর কলি ৭২ সুন্দর জীবন ৭৩ অমৃত কবিতা ৭৩
নারী-সঙ্গ ৭৪ বাসনা ৭৪ বয়েস হলে ৭৪ প্রকৃত মানুষ ৭৫
সঙ্গেপনে বিষ-নাড়ু ৭৫ গিরগিটি ৭৬ মুম্বাই চিত্র-৩ ৭৬ স্বার্থ ৭৭
শ্রেষ্ঠমেশ ৭৭ প্রেতলোক ৭৮ শহরে মানুষ-১ ৭৯ ঈশ্বর... ৭৯
মাথা কোটা ৮০ ভালোবাসা গোছে... ৮০ শহরে মানুষ-২ ৮১
ভাইফেঁটা ৮২ অনাদর ৮৩ লাঠ্য ঔষধি ৮৪ মুম্বাই চিত্র-৪ ৮৪
পদাঘাত ৮৫ ইন্দ্রপতন ৮৫ ইচ্ছা পূর্ণ হবে না ৮৬
আনাচে-কানাচে ৮৭ যার যে স্বভাব ৮৮ দহন ৮৮
প্লেন থেকে অস্তরাগ ৮৯ নষ্ট-অষ্টা ৮৯ এ মহাজীবন ও মহামরণ ৯০
খঞ্জ ৯০ গোলাপ ৯১ দুই গোলাপ ৯১ সরে পড়ো ৯২ খাড়া ৯২
সন্তুষ্ট নয় ৯৩ ঘোর কলি ৯৪ শুম ভাঙে ধৰ্মসের খবরে ৯৪
পুত্পন্নষ্টি ৯৫ নিজে হও সুচরিতা ৯৬ কোথা আছে... ৯৬
কবীশ পবিত্র ৯৭ বাবরের প্রার্থনা ৯৮ সত্যমিথ্যা সমাচার ৯৯
অভিশাপ ১০০ ডুবে গেছে দেশ ১০১ শহর শিলং ১০২
জীবন মরণ ১০২ সত্ত্বার্দ্ধ পূজা ১০৩ বিশ্বরূপা নও ১০৪
বিচারক সমীপেয় ১০৪ শাবাশ! শাবাশ! ১০৫ বিষগাছ ১০৫
স্থায়ী বাঢ়ি ১০৬ জাদুরাজ্য নয় ১০৬
গৌরী হাসে গৌরী কাঁদে ১০৭ সাংবাদিক ১০৭ হব ক্রীতদাস ১০৮
বিশ্ববিধান ১০৮ দেশ চলে বেশ চলে ১০৯
নামকাওয়াস্তে কাব্য ১০৯ হাজার-হাজার কবি ১১০
আশৰ্ব ১১০ শুনুন-শুনুন ১১১ মনে-মনে ১১১
একটি সাদাসিধে ছবি ১১২ প্রার্থনা ১১৩ বৈজয়স্তীধাম ১১৩
সঞ্জীবনীধারা ১১৪ অলকা নগর ১১৪ কেন ঘণ্টা ১১৫
মানুষ হও ১১৫ আমার কবিতা ১১৬ দেশভাগ ১১৭ অমানুষী ১১৮
মানুষপ্রজাতি আজ ১১৯ হাড়ে-হাড়ে বদমাস ১২০
এল শেষদিন ১২১ কৃষ্ণচূড়া ১২১ আধুনিক ১২২
ঘরে-ঘরে কবি ১২২ কবিবর নীলমণি ফুকন ১২৩
কবিবর নবকাস্ত বরক্যা ১২৪ সূর্যাস্ত ১২৫ মোহিনী কামিনী ১২৫

ধূর্ত কামিনী ১২৬ দেয়ালি ১২৭ গৌরাঙ্গ নই ১২৮
কঁচা আনারস ১২৮ প্রথমে মানুষী হও ১২৯ হে মহানগর ১৩০
ভাই হও বোন হও ১৩১ ভালো যদি বাসো বঙ্গ ১৩১ দুর্দিন ১৩২
আলোর সাগর ১৩২ অমানুষী ১৩৩ নিঃসঙ্গ ১৩৪
প্রবাস-বেদনা ১৩৫ বুদ্ধ ১৩৬ ইচ্ছা করে ১৩৬ ঈশ্বরচন্দ্র ১৩৬
নিয়তি-১ ১৩৭ চলমান প্লেন থেকে ১৩৭ কবি ১৩৮
তেতো ফল ১৩৮ নিয়তি-২ ১৩৯ প্রেমভূমি স্বর্গপুরী ১৩৯
প্রণয়-পাগল ১৪০ শীত এল ১৪০ প্রাঞ্জ জন ১৪১ প্রার্থনা ১৪১
সামান্য প্রভেদ ১৪১ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব ১৪২
আলো-জ্যোৎস্না-রোদ ১৪৩ হাদয়ে রাখো হাত ১৪৪ সাধ ১৪৫
ভায়া-ইম্ফল ১৪৬ ভালোবাসা বারে গেছে ১৪৭
বিয়মাণ ১৪৭ কান্না ১৪৮ কপোরাজ তরুরাজ ১৪৮ সুধা বারে ১৪৮
আমার পৃথিবী ১৪৯ স্বপ্নপুরী ১৪৯ রূপরানি ১৫০ মুক্তিসুখ ১৫০
মানব নিয়তি ১৫১ মন ১৫১ আসাম দেশের লোক ১৫২
মোদা কথা-২ ১৫২ ঝরো না ১৫৩ ভালোবাসা ১৫৩
দুই প্রকৃতি সন্তান ১৫৪ কবিতা পার্থিব নয় ১৫৫
ছিল-ছিল-ছিল ১৫৬ কপাল মল ১৫৭ গায় পুনরায় ১৫৭
ভালো থেকো-১ ১৫৮ ইচ্ছা করে ১৫৮ বিশ্ববিধান ১৫৯
প্রার্থনা-১ ১৫৯ নবকুমার শীল ১৫৯ মানুষ ১৬০
ছেলেটার মাথা খারাপ ১৬০ সেঁদলফুল চরাচর ১৬১
অলকানন্দের ১৬২ যথাশক্ত ১৬৩ প্রকৃতির বাড়িতে আছি... ১৬৩
রূপসী পৃথিবী ১৬৪ শুক্র করি ঘৃণা করি ১৬৫
আত্মাদীপ স্বণ্ডীপ ১৬৫ সূর্যদেবতা ১৬৬ আঁধার জগৎ ১৬৬
বন্দি ১৬৬ নিয়তি ১৬৭ প্রার্থনা-২ ১৬৭
অতি-অতি বিস্ময়কর ১৬৮ বড় শক্ত অবিশাস ১৬৯ অন্তরালে ১৭০
রোদন ১৭১ ক্ষমা সুন্দর-১ ১৭১ ভূতের রাজত্ব ১৭২
বিপ্রতীপ রূপ ১৭২ তুমি তো বঙ্গ... ১৭৩ চিরসঙ্গী ১৭৩
ক্ষমা সুন্দর-২ ১৭৪ কংস-জরাসন্ধের রাজত্ব ১৭৪ দুঃখ ১৭৫
করণা ১৭৫ মাণ্ডল ১৭৬ নচেৎ ১৭৬ শাসক ১৭৭
ভালো থেকো-২ ১৭৭ শান্তের ১৭৭ মধুর করণা ১৭৮ মানুষ ১৭৮
মেঘে ঢাকা ১৭৯ কেউ বীরেশ্বর হও ১৭৯
আলোর বর্তিকা ধরবে কে? ১৮০ মেঘালয় ১৮০ অমৃত ফল ১৮১
সুবুদ্ধি ১৮১ স্বর্গোপম দেশ ১৮২ বঙ্গ মানিক দাস ১৮২

আলো-অঁধারি ভাষা ১৮৩ আলেয়া-নগরী ১৮৩ জয়-জয়-জয় ১৮৪
আসাম-বাংলার মুখ ১৮৪ ভূগর্ভিক রামনাথ ১৮৫
সুপণ্ডি পদ্মনাথ ১৮৬ স্বপ্নের আবেশ ১৮৬ রাঙ্গজো ১৮৭
সূর্যমুখী লক্ষ নারী... ১৮৭ অঙ্গ পর্যটক ১৮৮ পুনর্বার আসি যেন ১৮৯
আলোকিত প্রেম ১৯০ সাহারা ১৯০ অঞ্চিশর্মা লোক ১৯১
শ্রেষ্ঠ প্রেমিক ১৯১ ভালো নারী, মন্দ নারী ১৯২ মুমুর্দু পথিকী ১৯২
রণচন্দ্রীর সঙ্গে প্রেম ১৯৩ মা গৃধঃ ১৯৪ উড়ন্ত ফড়ি ১৯৪
শুক্র বৃষ্টিপাত ১৯৫ একলব্য হও ১৯৫ বৃষ্টি ঝরা দিন ১৯৬
এক পরিবার ১৯৭ দেশ না দেখার বেদনা ১৯৮
একটি করণ কাহিনি ১৯৯ মুম্বাই শহর ২০০
গোড়া কুটি ২০১ স্বামী চিকিৎসন্দ ২০২ আসল আশ্রয় ২০৩
জয়বাত্রা ২০৪ মিস বোস সমীপেষু ২০৫ অনঙ্গ বিশ্বাস ২০৬
মাতৃরূপ শ্রেষ্ঠ রূপ ২০৬ প্রার্থনা ২০৭ ভালোবেসে যাও ২০৮
মানুষ হয়নি যন্ত্র ২০৯ কথা দিছি ২১০ অস্তিম আবাস ২১০
এ পৃথিবী স্বর্গ নয় ২১১ আমার আদর্শ বুদ্ধ ২১১ সঙ্গীহীন ২১২
ঝরাপাতা স্ফুটফুল সংলাপ ২১২ অলকার ফুল ২১২
ট্র্যাজিক নাটক ২১৩ অন্তহীন আলোর সাগর ২১৪ শতদল বিশ্ব ২১৫
নাও-নাও আমার প্রণাম ২১৬ মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব ২১৭
তোমার ইচ্ছায় ২১৮ মানসভ্রম ২১৯ উড়ে গেল ২১৯
আমার স্বদেশ ২২০ নব জাগরণ ২২১ সর্বনাশী খেলা ২২২ সব
পরিজন ২২২ লাজুক লতা ২২৩ জ্যোৎস্না রাত ২২৩
নরনারীবন্ধু সমীপেষু ২২৪ সুষমা বিদায় ২২৫ কালো পদ্ম ২২৫
হও মোহমুক্ত লোক ২২৬ মুম্বাই-বাহার ২২৬
ভালো যদি তুমি ২২৭ উড়ন্ত পাখি ২২৭
পরিভ্যাজ্য ২২৮ নতুন বছর ২২৯

উদ্ধর কথা ২৩০

পদ্মনাথ-রামনাথ-ই প্রেরণা ২৩৪

টুনটুনি

নীল রং টুনটুনি
লাল রং ফুলরেণু খেয়ে
কোথা থেকে কোথা উড়ে যায়

দোরে বসে কবি এক
শ্রোক লেখে তাহার উদ্দেশে
টুনটুনি পাখি ব'লে তার ছোট ভাই।

১৪.১.২০০৯

কবিতা আসে না
কেন-কেন কাহারে কৈ কৈ
কবিতা আসে না কবিতা আসে না
কুড়ি-কুড়ি-কুড়ি বেদনা
মন-জ্বালামুখ; সাভার প্রবাহ সবখানে
মরি-মরি-মরি দূর-অস্ত্ৰ সবুজ সাভানা।

কবিতা আসে না কবিতা আসে না
বাজে না বাজে না বেহালা
সব পাখি আজ উড়ে গেছে দূর পাহাড়ে
চৰাচৰ-জুড়ে ঝঁঝা।

কবিতা আসে না কবিতা আসে না
মাথার ওপরে আঁধার-কালো মেঘের মিছিল
সমৃহ স্বপ্ন এলোমেলো হাঁটে
মিয়মান চাঁদ, কোনখানে যেন ডুবে গেছে উবার সবিতা।

১৯.১.২০০৯

গান্ধীবাদী

ভালোবাসা-বাসি উড়ে গেছে আজ
মন্দ-বাসার যুগ
আমি কী করি আমি কী করি
আমি যে এখনো জন্ম হইনি
মন্দ-বাসি না লোক।

নরকের দিকে যাত্রা এখন
এখন মিছিল নরকের দিকে
অঙ্ককার এখন প্রিয়

আমি কী করি আমি কী করি
আমি যে এখনো গান্ধীবাদী
মন্দ-বাসি না লোক।

৩০.১.২০০৯

ভালোবাসা

জানি অমানুষ, তবু ভালোবাসি
জানি সে অসুর, তবু ভালোবাসি
ভালোবাসা আমার জীবনযাপন
ভালোবাসা আমার খনার বচন
ভালোবাসা আমার ওকারধ্বনি
ভালোবাসা আমার স্বর্গ।

৩০.১.২০০৯

কেন জন্ম কেন মৃত্যু

কেন জন্ম ? কেন মৃত্যু ? কেন-কেন বিশ্বচরাচর ?
কেন-কেন নরনারী ? কেন প্রাণী সূর্যচল্লতারা ?
কেন আলো অঙ্ককার ? কেন-কেন রূপবতী ধরা ?
জন্মভর প্রশ্ন করে ক্লান্ত-আন্ত। মেলেনি উত্তর।
কুয়াশা-আবৃত বিশ্ব, মায়া-মায়া, মায়া-মহাদেশ;
চর্মচোখে দৃশ্য তার বহুবর্ণ ঝলমল রূপ।
আমি তো জন্মাঙ্ক এক, সম্পূর্ণত অচেনা স্বরূপ,
আলোকের রূপ ধরে আন্তিমান আঁধার অশেষ।

হে বিধাতা দয়া করে দীনজনে দিব্যচক্ষু দাও,
জেনে নেব কেন জন্ম, কেন মৃত্যু, কেন চরাচর,
কেন প্রাণী রূপবিশ্ব গিরিনদী উর্মিল সাগর
আলোর জগতে কেন অঙ্ককার রোজ বাইশ বাঁও।
পাথর-মূর্তির মতো প্রতিদিন নির্বাক ঈশ্বর
কেন-কেন জন্মমৃত্যু, চরাচর ? মেলে না উত্তর।

৯.৩.২০০৯

একাধারে অশুভ সুন্দর

প্রকৃতি-মা একাধারে দেবাসুর অশুভ সুন্দর।

সূর্য জুলে চন্দ্ৰ জুলে মহাকাশে জুলে তারাবলি,

বায়ু-ভৱে গাছে দোলে ফুল-ফল, দোলে পাতাগুলি,

শিরোপারে নীলাকাশ ঝলমল নীলার সাগর;

বাড়ে ভাঙে ঘরদোর গ্রামাঞ্চল, দোলে চৰাচৰ।

পাগলা জল গ্রাস করে বাড়িয়ার বিশাল অঞ্চল।

সুনামিৰ ত্রাসে পড়ে দ্বীপদেশ যায় রসাতল।

ভূমিকম্প পৃথী ভেঙে সৃষ্টি করে ত্রাস ভয়ঙ্কর।

প্রকৃতি-মা একাধারে দেবাসুর অশুভ সুন্দর।

কখনো বৰদা-দেবী, কখনো বা দুর্বিসার শাপ,

কখনো শান্তিৰ নীড়, কখনো বা দুর্নিৰার তাপ

কখনো দৈশ্বরী যেন, কখনো রাক্ষসী ভয়কর।

প্রকৃতি-মা, একাধারে দেবাসুর অশুভ সুন্দর

এক হাতে সূর্যচন্দ্ৰ, অন্য হাতে আঁধার দুর্মৰ।

১৪.৩.২০০৯

সূর্যতারা হয়ে জলো

পার্শ্বের ফণিবাজ, অনুচ্চর নীরব দালাল
প্রীতিহীন পরিজন, মুখ্যা পরে গঞ্জ করে লোক;
পথে-পথে ফাঁসুড়ের দল হাঁটে, এই হালচাল।
আঁধার শাসক আজ, বরপাতা আলোক-পুলক,
প্রেমপ্রীতি ভালোবাসা আজকাল স্বপ্নে মেলা ভার।
স্বার্থ ভিন্ন আজকাল অন্য কিছু বোবে না মানুষ।
কেন্দ্রবিন্দু পরিবার, ভির লোক এখন ফানুস
হাটে বাটে লোকবেশে সাপ হাঁটে। শুন্ধ অঙ্ককার।

ভূভারত দাউ-দাউ জতুগৃহ, আলো জ্যোৎস্নাহীন।
মন্দ দেশ। আবির্ভূত হও আজ রাজীবি অশোক।
যুগন্ধর মহারাজ হও আজ অগ্নির্বাপক।
ডুবে গেছে ভূভারত, দেশ আজ অঙ্ককারে লীন।
আলো করো দেশ আজ, জতুগৃহ সমস্ত ভারত
সূর্যতারা হয়ে জলো, করো রোজ দীপাঘিতা পথ।

২১.৩.২০০৯

তলোয়ার সব পারে

ভূভারতে শতকরা শতজন জন্মদণ্ড আজ।
সর্পকুল তেড়ে আসে মুখে-মুখে শব্দ ফোস-ফোস,
তেড়ে আসে ব্যাঘকুল, সংখ্যাহীন রাক্ষস-রোক্স,
বিনা মেঘে লাখে শিরে ঝারে রোজ ভয়ঙ্কর বাজ।
সন্ত্রাস-বলাংকার নেতাগণ থাকে চুপচাপ।
ভূভারতে সাংসদ বিধায়ক কত পকেটমার।
সেনা ও পুলিশ করে শান্তি রক্ষা; ভারত উদ্ধার।
বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী, নারী-পাচার বিশুদ্ধ অপাপ।

পেন নয়, হাতে চাই অন্ত্র আজ, চাই তলোয়ার
মন্ত্রী-মহামন্ত্রী গিলে হব শহিদ-প্রধান।
তলোয়ার সব পারে কুরক্ষেত্র যুদ্ধ তার সাক্ষাৎ প্রমাণ,
নিমেষেই সর্প-ব্যাঘ রক্ষ-নাশ হাজার-হাজার।
তলোয়ার সব পারে মন্ত্রী সান্ত্ব করে ধূলিসাং
বারে পড়ে দুরাচারী, খড়গাঘাতে কোটি মুণ্ডপাত।

২৬.৩.২০০৯

শান্তির ধার

আজকাল তার দূর নীলিমায় বাস
সুস্থান স্বজন অভাবে তার কাঁদে বারোমাস
বার-বার ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস

কেউ যদি যায় চির পরবাসে
দশজন কাঁদে অভাবে তার
তালোবেসে কান্না শান্তির ধার।

৭.৪.২০০৯

মৃত্যুদণ্ড বিধান করুন

রমণী-ধৰ্ষণ করে সংখ্যাহীন বেজন্মা পুরুষ,
মাননীয় বিচারক তাহাদের মৃত্যুদণ্ড বিধান করুন।
আপনিও মা-বোনসহ মহাজ্ঞানী সংসারী মানুষ,
কমিশনীর অপমানে বিদ্ধ হয়ে ব্ৰহ্মাণ্ড ছাড়ুন।
ঘরে-ঘরে নারী মাতা, ভগ্নীকল্পা এবং গৃহিণী,
অন্ধকারে দীপ যেন দেবদৃতী সমান আধাৱ,
যে-সব পাষণ্ড খুশি করে বলাংকাৱ, তাৰা মহাখুনি।
মহামান্য বিচারক প্রাণদণ্ড কৰুন অৰ্ডাৱ।
জনগণ দ্ৰেছী হোন, উচ্চকঠে জানান ধিককাৱ,
মুৰ্দাবাদ ধৰনি তুলে ত্ৰিভুবন কৰুন তোলপাড়।

১৪.৮.২০০৯

কবিতা সুন্দরী

আমাৰ দৃঢ়খেৰ দিনে পাপিয়াৰ স্বৰ তুমি
কবিতা সুন্দরী
স্বৰ্গপুৱ-স্বৰ্গপুৱ-শান্তিপুৱ মানস সুন্দরী
কড়া রোদে হিমবাহ জ্যোৎস্না তৱল
জল-জল-জল।

আমাৰ দৃঢ়খেৰ দিনে তুমি গাঢ় নীলাকাশ
কবিতা কামিনী
বনজ্যোৎস্না জলজ্যোৎস্না সাতৱৎ রামধনু
মেঘায়া মেঘমায়া দেবদৃতী রোজ
শান্তিনীড় লক্ষ্মীবাসা সোনালি রোদুৱ।

২০.৫.২০০৯

তুমি

মন্তব্য মানুষী প্রয়োগ

বেদনার দিনে তুমি
সুবাস সুধাধারা বিশল্যকরণী
ঝটিকার দিনে তুমি গোল চাঁদ
তারার মিনার।

দৃঢ়খের গভীরে রেখে সোনাখারা হাত
তুমি রোজ হাস্তুহানা গঞ্জারাজ চন্দন সুবাস
ছায়াতরং রোজ
গ্রীষ্মদাহে তুমি মিথ্বা ধারাসার
বেদনার দিনে তুমি
নব জলধারা রোজ নীলিম আকাশ
হিমাদ্রির মতো তুমি রক্ষক আমার
অভয় অপার।

২৫.৫.২০০৯

উনিশে মে

উনিশে মে রক্তে আমার ছলাঁ ছলাঁ বাজে
তখন আমি ছাত্র ছিলাম, ছিলাম স্বেচ্ছাসেবী
ভাষার জন্য শহিদ হবার ছিল প্রতিক্রিয়া
কপাল-দোষে বেঁচে গেলাম ছিলাম হাইলাকার্ডি
শহিদ হবার স্থপ্ত আমার পড়লো গাড়ি চাপা
দশটি সোদর-সহ কমলা শহিদ হলেন শহর শিলচরে
বরাক রক্তরাঙ্গ
এগারো প্রাণ বারিয়ে বরাক ভুবন পেলো ভাষা।

২৭.৫.২০০৯

গ্রন্থ-উন্মোচন

বড় কবিরে ডেকে করে
ছোট কবি গ্রন্থ-উন্মোচন
স্পার্শে তাঁহার
গ্রহণ্যানি স্পর্শমণি
প্রেরণা বা প্রতিভার
হয় না প্রয়োজন।

ঘটা করে গ্রন্থ-প্রকাশ
দারূণ খবর পত্রপত্রিকায়
ছোট কবি রাতারাতি
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

৩১.৫.২০০৯

স্বর্গসুখ

জন্ম থেকে সাম্যবাদী
তবে কিনা
বড় ঘর বড় বাড়ি পছন্দ আমার
এবং প্রাসাদে বাস স্বপ্ন আমার

জীবন তো একটাই
চাই রোজ স্বর্গসুখে বাস।

১৫.৬.২০০৯

মন্ত্রী হ্বার স্বপ্ন

আম-জনতা প্রিয় নয় আমার
গান্ধী-বাদ আমার প্রিয়
আম-জনতা প্রিয় নয় আমার
সাম্যবাদ আমার প্রিয়

আম-জনতা প্রিয় নয় আমার
রাজনীতি আমার প্রিয়
শিরায়-শিরায় প্রবাহিত
মন্ত্রী হ্বার স্বপ্ন।

১৭.৭.২০০৯

নিসর্গের উদ্দেশ্যে

এক
রৌদ্রালোকে নেচে-নেচে
লক্ষাফুল থেকে রেণু খায় টুন্টুনি
এই দৃশ্য দেখে সুখে মূর্ছা যায় আণ
নিসর্গ প্রণাম।

দুই
শেফালি ফুলের ঘাণে রাত্রি যেন মাতাল তরণী
সে তরণী চড়ে ঘোরে অসীমের দেশে-দেশে কবি।

তিনি
ভালে বসে কাক শুধু কা-কা স্বরে ডাকে
মনে হয় কথা কয় অসীমের সাথে।

১৯.৭.২০০৯

এখন আমি অন্য মানুষ

এখন আমি অন্য মানুষ
ডলার-ডলার, ডলার-ডবন
করতলে
ঠাঁদের দেশে বাড়ি করব
মঙ্গল প্রাহে অমগ করব
ডলার আমার সহোদর ভাই
সহচর

এখন আমি অন্য মানুষ
ডলার হাতে হাসব খেলব
ডলার চুমে নিদ্রা যাব
ডলার আমার মা-জননী
বঙ্গু স্বজন
ডলার আমার ভবতারণ
এখন আমি অন্য মানুষ।

১৫.৮.২০০৯

প্রকৃতি বাঁচলে বাঁচা

প্রকৃতির অঙ্গছেদ করে রোজ কৃতঘ সন্তান
মহামোদে মৃত্যু করে, হাতে তার পাপজ কুঠার;
এ পাপ যাবে না যাবে পরশুরাম কুণ্ডে করে স্নান,
এই সব লোভী লোক, যাবে-যাবে ধর্ম-অবতার
রক্ষ দীজের মতো প্রতিদিন ক্রমবর্ধমান;
প্রকৃতিকে ধ্বংস করে তারা করে সোন্নাসে গান,
দণ্ডাতা, তাহাদের দিন আপনি ফাঁসির আর্ডার।

দণ্ডাতা, রামাশ্যামা সর্বজন প্রকৃতি-সন্তান।
প্রকৃতির গায়ে যারা হাত দেয় তারা তো ধর্ষক,
বিচারক তাহাদের প্রাণদণ্ড করুন বিধান।
প্রকৃতি বাঁচলে বাঁচা, সূর্যচান্দ উঠবে সবার
প্রকৃতির মৃত্যু হলে চরাচরে নামবে অঙ্ককার।

২৫.৮.২০০৯

কুরে-কুরে খায়

নাস্তি আমাকে কুরে-কুরে খায়

· রাত্রিদিন

কার কাছে থাই কাহারে জানাই

বেদনা

রমণীর চোখ মুহূর্ত নীল

সাগরের নীল ছলনা

আকাশের নীল নিয়ত ধোয়াশা

প্রকৃতির খেলা বুঝি না

নাস্তি আমায় কুরে-কুরে খায়

মরি-মরি-মরি বেদনা

জীবনের হাটে স্বপ্নের ঘোর

সাতশতসাত ছলনা

কী আছে আমার? কী আছে পাবার?

জবাব: অশ্বিন্দি।

নাস্তি আমায় কুরে-কুরে খায়

প্রগাঢ় আঁধারে হাট-করা আমার নিয়তি।

২৬.৮.২০০৯

সবুজ মেয়ে

পথে-পথে

সবুজ মেয়ে হাতছানি দেয়
শিরে দোলে ফুল
জ্যোৎস্নালোকে হাস্যে তাহার
হাদয় ভরপূর
অরুণ-আলোয় রূপ খোলে তার
মন ভরে যায় রোজ।

পথে-পথে

সবুজ মেয়ে হাতছানি দেয়
কঢ়ে দোলে ফুলের মালা
গঢ়ে ডোলায় রোজ
হাওয়ায় দোলে অঙ্গ তাহার
পুলক জাগে রোজ
সবুজ মেয়ে হাতছানি দেয়
কাছে স্বর্গপূর।

২৭.৮.২০০৯

ରମ୍ୟାନି ପୃଥିବୀ

ମାବୋ-ମାବୋ କରାଲୀର ରାପ ଧରେ ପ୍ରକୃତି ଜନନୀ,
ତବୁଓ ଉଦ୍‌ବ୍ୟାପ କଷେ ତାହାର ବନ୍ଦନା କରି ରୋଜ;
କେନନା ତାହାର ସ୍ପର୍ଶେ ମୁହଁମୁହଁ ପୃଥିବୀ ସବୁଜ;
ନିଶ୍ଚାସେ-ପ୍ରଶ୍ନାସେ ତାର ପ୍ରତିକଷଣ ରମ୍ୟାନି ଧରଣୀ ।
ବିଶ୍ଵପ୍ରସୁ ପ୍ରକୃତି-ମା ଜେନେ ଗେଛି ଦୈଶ୍ୱରୀ ସାକ୍ଷାତ
ଆଲୋ-ଜ୍ୟୋତିଶ୍ଵର ଜଳବାୟୁ ସେ ତୋ ଦାନ ପ୍ରକୃତି ମାତାର;
ତାହାର ଇଶ୍ପିତେ ଚଲେ ଚାରଚର ଜଗଂମ୍ସାର;
ଜଗତେର କେନ୍ଦ୍ରମୂଳେ ନିତ୍ୟ ତାର ଶୁଭକର ହାତ ।

ମାବୋ-ମାବୋ କରାଲୀର ରାପ ଧରେ ପ୍ରକୃତି ଜନନୀ
ତବୁଓ ଉଦ୍‌ବ୍ୟାପ କଷେ ତାହାର ବନ୍ଦନା କରି ରୋଜ;
କେନନା ପ୍ରକୃତି ମାତା ଏ-ପୃଥିବୀ କରେଛେ ସବୁଜ;
ତାହାର ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶେ ନିତ୍ୟଦିନ ରାନି ଏ ଧରଣୀ ।
ଚାରଚର ଜୁଡ଼େ ଆଲୋ, ଅଫୁରାନ ଆଲୋ ଜ୍ୟୋତିଶ୍ଵର-ବାନ
ସ୍ପର୍ଶେ ତାର ନିତ୍ୟଦିନ ବସୁନ୍ଧରା ଅଲକା-ସମାନ ।

୨୮.୮.୨୦୦୯

ନିପାତ ଯାଓ

ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟେର ଶିକାର ହୟେ ତୁମି ଆସୋ
ତୋମାର ଚଲନେ ବଲନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସଂପର୍କ
ସହଜ ସରଲ ଜୀବନେ ତୋମାର ଏକରଣ୍ଟିଓ ନେଇ ଆସ୍ତା

ତୁମି ଡିମରଙ୍ଗଳ
ପ୍ରତିଦିନ ଘିଲୁତେ ଫୋଟୋଓ ହୂଲ
ସେକାରଣେ ନିପାତ ଯାଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରୋଜ ।

୧୭.୯.୨୦୦୯

পারের কড়ি চাহ

ଅହଂକାରେ ମାତାଳ ଥିଲେ
ଗେଲ ରେ ଦିନ ଗେଲ
ବିଯଯ-ମଦେ ଆନ କରେ ରୋଜ
ଦିନ ଗେଲ ଦିନ ଗେଲ
ସାମନେ ନଦୀ ବୈତରଣୀ
ହାତେ ନାଇ ରେ ପାରେର କଡ଼ି
କୋଥାଯାଏ ଧେନୁ ପାବ

জীবন গেল মরণ এলো
বিশ্ব-তালোবাসার নদে
শান করিনি ভাই
অঙ্ক-ধারায় সিঞ্চ হয়ে
বিশ্বজনের কাছে এখন
পারের কড়ি চাই।

୧୭.୯.୨୦୦୯

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ପୃଥ୍ବୀ ଆମାର ରାନିର ରାନି
 ସ୍ଵର୍ଗପୁରୀ ସ୍ଵପ୍ନପୁରୀ
 ଅଙ୍ଗନେ ତାର ଭୋରେର ରୋଦ
 ଜ୍ଞାନ କରେ ରୋଜ ଶାନ୍ତି
 ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଲୋକେ ଜ୍ଞାନ କରେ ରୋଜ
 ମୁଦ୍ରିତି ।

ପୃଥ୍ବୀ ଆମାର ଦେବୀର ଦେବୀ
ସ୍ଵର୍ଗପୁରୀ ସ୍ଵପ୍ନପୁରୀ
ଚରଣେ ତାର ମାଥା ରୋଥେ
ମୁକ୍ତି ଅମଲ ମୁକ୍ତି
ପୃଥ୍ବୀ ଆମାର ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ।

۱۲.۱۰.۲۰۰۹

বুঝি না বুঝি না

বুঝি না বুঝি না জীবনের মতি
আজকাল প্রেম-সুধায় অরুচি
কোনো কিছু মিঠে লাগে না
কী এক আঁধার প্রাস করে নিল চেতনা।

ঘটনা-প্রবাহ ছায়া-ছায়া লাগে
বুঝি না কিছু বুঝি না
সবকিছু যেন ডুবে গেছে অপার আঁধারে
ডুবে গেছি আমি ডুবে গেছে চেতনা আঁধারে

বুঝি না বুঝি না জীবনের মতি
কী এক ধোঁয়াশা প্রাস করে নিল চেতনা।

২২.১০.২০০৯

কবিবর বিষ্ণু দে, অনেক প্রণাম
(শতবর্ষে শ্রদ্ধার্থ)

কাব্যভূমে আপনি অতি দক্ষ জাদুকর
কী মধুর চিত্রকল্প ব্যবহার করেন আপনি।
স্বয়ং কল্পনা যেন নিজ হাতে তুলে দেন
অনবদ্য চিত্রকল্প আপনার কলামে;
কাব্যগুণ যার অসীম অশেষ।
আপনার চিত্রকল্প সহাদয়-হাদয়-সংবেদী
জয় করে সংখ্যাহীন বাঞ্ছিলির মন।
কবিবর বিষ্ণু দে অনেক প্রণাম।

২৩.১০.২০০৯

শীতের রোদুর

শীতের রোদুর যেন ঈশ্বরের হাত
স্পর্শে তার
সারা গায় অমৃত করণ
বুড়ো হয় নিমেষে তরুণ
যুবাজন
শৌর্যবান কার্তিক সমান।

৪.১২.২০০৯

কবি প্রবীর

সূর্যদেব

সূর্যদেব
আলোর আলয় তুমি
অগ্নির আলয়
তোমার কৃপায় পৃথিবী সুন্দর
এ ব্ৰহ্মাও ব্ৰহ্মকমল
শত কোটি প্ৰণাম জানাই।

৪.১২.২০০৯

কবি প্রবীর প্রবীর

কৃষ্ণ কৃষ্ণ

কৃষ্ণকৃষ্ণ কৃষ্ণ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ

কৃষ্ণ

মেঘলা দিন

মেঘলা দিন
প্রকৃতির মুখ থেকে উড়ে গেছে হাসি
হিমেল বাতাস
মন মুখ সমুহ গাছ-গাছালি
আশমানে ধূসর মোয়ের মতো খণ্ড-খণ্ড মেঘ
দিন যেন রাত ।

৬.১২.২০০৯

পরবাস

অস্তিমের জন্য জীবনযাপন
পায়ে তার ঝরে-পড়া অঙ্গলির প্রায়
তমসার দেশে বাঢ়ি—অস্তিমই ঠিকানা
এ পৃথিবী চির পরবাস ।

১৫.১.২০১০

আধুনিক

মাছের দোকানে বসে
সিগারেট ফৌকে
বাঙালি আকট্রেন
এই দৃশ্য খুব আধুনিক

মাছের দোকানে এসে
হল্লা করে বাঙালি তরণী
এই দৃশ্য খুব আধুনিক

মুসাই শহর তুমি আধুনিক
আধুনিক বড়ো আধুনিক ।

২৪.৮.২০১০

সরষে ভূত

সরষে ভূত
 কমরেডগণ
 মুনাফাখোর
 শ্রিয়মান সংগ্রাম

আঁধারে ডেকে
 করে করমদন
 কমরেড করে
 কমরেড খুন

গোমুখির জলে
 হাদয়টা ধুয়ে
 কমরেডগণ
 সংগ্রাম করন
 নিশ্চিত জয়
 স্বায়ত্ত্বাসন।

৬.৫.২০১০

মোদা কথা-১

গাছের গোড়ায় জল দাওনি
 ফুল ফোটেনি ফল ধরেনি
 এখন কেন কামা

মোদা কথা
 একটি গাছের দাঁড়াতে হলে
 খুব প্রয়োজন হাজার পরিচর্যা।

২৩.৫.২০১০

ନାର୍ସ ବୋନ, ହେ ଆମାର ନାର୍ସ ବୋନ
 ଆଞ୍ଚୁଳ ବୁଲିଯେ ଦିସ କପାଳେ ଆମାର
 ବାହ୍-ଶାଖା ମେଲେ ଦିସ ଓୟାକେ ଆମାର
 ତୁଇ ଭାଲୋ, ତୁଇ ସାତ ଜନ୍ମେର ବୋନ
 ଏ ଶରୀର ଜେଗେ ଓଡ଼ଠେ ସେବାଙ୍ଗେ ତୋର
 ମନ ଭାଲୋ ଥାକେ ବୋନ ସେବାଙ୍ଗେ ତୋର ।

ନାର୍ସ ବୋନ, ହେ ଆମାର ନାର୍ସ ବୋନ
 ରାତ ଯାଯ ଦିନ ଯାଯ ପାଶେ ବସେ ତୁଇ
 ଆଞ୍ଚୁଳ ବୁଲିଯେ ଦିସ କପାଳେ ଆମାର
 ଜଲେର ପ୍ରଲେପ ଦିସ କପାଳେ ଆମାର
 ତନ୍ଦ୍ରାତ୍ମର ଚୋଖେ ତୁଇ ସାତ ଜନ୍ମେର ବୋନ
 ନାର୍ସ ବୋନ, ହେ ଆମାର ନାର୍ସ ବୋନ ଦିଦିଭାଇ ତୁଇ ।

୨୬.୨୦୧୦

ପ୍ରାଚ୍ଯ ନାମକ

ପ୍ରାଚ୍ଯ ନାମକ ନାମକ ନାମକ
 ପ୍ରାଚ୍ଯ ନାମକ ନାମକ ନାମକ
 ପ୍ରାଚ୍ଯ ନାମକ ନାମକ

ପ୍ରାଚ୍ଯ ନାମକ

ପ୍ରାଚ୍ଯ ନାମକ ନାମକ ନାମକ
 ପ୍ରାଚ୍ଯ ନାମକ ନାମକ ନାମକ

স্তুপীকৃত পাঁক

প্রতিটি পুরুষ যেন ধোয়া তুলসী পাতা;
সীতা-তুল্য সতী করে রোজ অঘেবণ;
যদিচ স্বয়ং প্রায় বরাহনন্দন,
পাত্রী চাই গুণে বাচী, কাপে লক্ষ্মী থথা।
প্রতিটি পুরুষ যেন গুণে নারায়ণ,
তার তুল্য পুণ্যবান যেন বা বিরল,
গঙ্গা-গঙ্গা দোষ করে পুরুষ অমল;
ঘরে-ঘরে নারী চাই সতীসাধীজন।

পুরুষ কুকাজ করে সাজে শিরোমণি;
তার দোষ দেখে নাকো ভগ্ন সমাজ;
ভালো-ভালো বলে তার শত অপকাজ
পান থেকে চুন খসলে কুলটা কামিনী।
রাতারাতি এ সমাজ জাহানামে যাক
ভেতরে-ভেতরে যার স্তুপীকৃত পাঁক।

৮.৭.২০১০

বৃষ্টি

কাজল আকাশ থেকে বৃষ্টি বারে শেফালির বেশে
করণার ধারা যেন বারবর শব্দ করে বারে,
শুক্র হেন সুধাধারা পৃথিবীর গর্ভে বারে পড়ে,
জননী গর্ভিনী হন ফুল ফলে দেশে-দেশে
বৃষ্টি রাপে করণার ধারা যেন বারে ঘরে-ঘরে
আকাশে বাতাসে শান্তি, সুখ-ধারা বারে সবখানে,
শহরে নগরে শান্তি, সুখোদয় প্রামে সবস্থানে,
সর্বজন শান্তি ! শান্তি ! উচ্চারণ করে স্মিন্ধ স্বরে ।

বৃষ্টি তুমি সুধাধারা, স্পর্শে সুখী জগৎসংসার
তোমার সোনালি স্পর্শে সব দেশে প্রাণের প্রকাশ
শহর নগর প্রাম সবস্থানে সোনালি উল্লাস,
বৃষ্টি তুমি সভ্যতার প্রাণদাতা সৃষ্টি-মূলাধার ।
সর্বদা করণাধারা সুধাধারা জয়-জয়-জয়
তোমার সোনালি স্পর্শে এ পৃথিবী চির প্রাণময় ।

১০.৭.২০১০

স্বাগত বৃষ্টির দিন

স্বাগত বৃষ্টির দিন
তোমার হিমেল স্পর্শে আগিদাহ দূর
জ্যোৎস্না যেন সর্ব অঙ্গে আঙুল বোলায়
ঘূম-ঘূম মন
ঘূম-ঘূম দেহতর
ঘূম-ঘূম প্রাণ

স্পর্শে তোমার
দুপা ঝারে সোনা ঝারে হিরা ঝারে
শহরে-বন্দরে-গাঁয় পথে-পথে
পৃথিবীর দেশে

স্বাগত বৃষ্টির দিন
স্পর্শে তোমার
সোনাবতী হিরাবতী পাঢ়াগাঁ-নগরী
ফুলে ভরা ফুলে ভরা দেশ মহাদেশ
এ পৃথিবী সোনালি সবুজ

প্রতিদিন-প্রতিদিন
স্বাগত বৃষ্টির দিন
লক্ষ কোটি বর্ষ তুমি হও আযুধান্ত।

১১.৭.২০১০

সঞ্জীবিত করো কেউ

শিয়মাণ আঘাতে-আঘাতে
বেদনায় মরি-মরি নিবে যাবে দীপ
থেমে যাবে প্রাণ
হাত ধরো
কেউ হও সুহাদ স্বজন
সুজনের মতো কেউ কাছে টেনে নাও
প্রেমের ভিথিরি আমি
কেউ হও সুহাদ স্বজন।

দু'হাত বাড়িয়ে দাও
আঘাতের গায়ে দাও জলের প্লেপ
আঘাতের মুখে দাও শিশির-প্লেপ
ঝরে যাক সমৃহ বেদনা
সেরে যাক হাজার অসুখ
কেউ হও সুহাদ স্বজন।

শিয়মাণ আঘাতে-আঘাতে
সঞ্জীবিত করো হাত ধরে।

১৬.৭.২০১০

অশুভ নিয়তি

ডানে বাঁয়ে অনুচর হাজার অসুখ
পার্শ্বের রাক্ষস-খোক্স
দিনে দুঃখ রাতে দুঃখের সাগরে করি বাস
তরঙ্গিত দুঃখগুলি সবকিছু করে নিল প্রাস
মরুদাহ আমার নিয়তি।

বিষাদের কেনা দাস
রাত্রিদিন চারপাশে অমর অসুখ
অসুখে-অসুখে ভুগে দিন যায় রাত যায়
দাবদাহে পড়ে কাঁদে আমার নিয়তি
সুখপাখি উড়ে গেছে দূর দেশে আজ।

ডানে বাঁয়ে অনুচর হাজার অসুখ
মরি-মরি জন্মভর অশ্রেষ্ঠ নিয়তি।

১৭.৭.২০১০

সুখী

ডানে লোভ বাঁয়ে লোভ সবখানে লোভের আবাস
ঘরে-ঘরে লোভগুলি ফুটে আছে ফুলের মতন
সে-ফুল চয়ন করে দিখিজয়ী রাজবেশে
যত্নত্ব বসে আছে লোক।

লোভে-লোভে বাগড়া বাধে বাপে-ছেলে রণ
স্বামী-স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি ভাইয়ে-ভাইয়ে মারামারি সুহৃদ বর্জন
দলে-দলে রক্ষারক্ষি খুনোখুনি রোজ
জাতে-জাতে যুদ্ধ বাধে যখন-তখন।

লোভ দুরারোগ্য রোগ, পৃথিবীর প্রাচীন অসুখ।
সম্যাসীর মতো সুবী নির্লোভ মানুষ।

১৮.৭.২০১০

ମାୟାପୁରୀ ମାଟି-ମା'ର ଦେଶ

নীলিমার দেশে তারা পরি ভাই-বোন
হাতছানি দিয়ে ডাকে এসো দাদা ভাই

খুব কাছে শুয়ী বাড়ি অলকা নগর

ମାୟା-ମାୟା, ମାୟାପୁରୀ ମାଟି-ମାର ଦେଶ ।

२२.१.२०२०

সাধু সাবধান

କାହେ ଏଲେ ମତି-ଭର୍ମ ଦେବିଜ୍ଞାନେ ସୁବ ।

ନାରୀ ଦେଯ ଧାରାସାର ଉପଦେଶ

প্রভু-ভক্ত সারমেয়-প্রায় থেকো বশিংবদ রোজ

কখনো দেখাও যদি সিংহের বিক্রম

ଦୁଶୋ ଘାୟ ଚିର-ବିସର୍ଜନ ।

ରାୟବାଧିନୀ ଆମ୍ବି

পিতৃতন্ত্রে লাথি-মারা আমার স্বভাব।

সাধু সাবধান ।

9.10.2020

সূর্য ওঠে

জবা রঞ্জ রশ্মি ছাড়িয়ে
লাল গোল সূর্য ওঠে পশ্চিম ঘাট পর্বত চূড়ায়
এই দৃশ্য এত অনুপম, বর্ণন না যায়
পক্ষেন্দ্রিয় করে অনুভব
উচ্ছ্বসিত সন্তা বলে স্বর্গীয়! স্বর্গীয়!

সূর্য ওঠে পশ্চিম ঘাট পর্বতচূড়ায়।

১০.১০.২০১০

পুজোর দিনে...

পুজোর দিনে দূর প্রবাসে
মনের ভিতর দুর্গাপুজো
লক্ষ্মী-সরস্বতী
সেনাপতি কার্তিক ভায়া এবং গণপতি।

সানাই বাজে ঢোলক বাজে
জনজোয়ার পথে-পথে
হাজার লোক মণ্ডপে মণ্ডপে
মনের ভিতর আলাপাচারী বন্ধুসজন
সপ্তমী অষ্টমী নাচে—নাচে নবমী।
ঘরে-বাইরে বৃক্ষ-ছায়ার চায়ের স্টলে রেস্তোরাঁয়
আড়তারত বন্ধুসজন
মনের ভিতর সপ্তমী অষ্টমী নাচে—নাচে নবমী।

পুজোর দিনে দূর প্রবাসে
মনের ভিতর দুর্গাপুজো
মনের গাঁও দুর্গা বিসের্জন
অশ্রুসজল চক্ষু দুটি অশ্রুসজল মন।

১০.১০.২০১০

সব ভাইবোন

হিন্দু বা মুসলিম নয়, প্রিস্টান বৌদ্ধ নয়
মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম, আমরা মানুষ

সব ভাইবোন

হিংসাদেশে লাখি মারো
দণ্ডযুদ্ধ থেকে থাকো দূর
ভালোবাসো ভালোবাসা-বাসি
ভালোবাসা সঙ্গীবনী মন্ত্র স্বরূপ।

এ জগতে কেউ নয় পর, সর্বজন আঘায় স্বজন
অনুজ-অঞ্জ কেউ, কেউ-কেউ বক্ষুজন আঘাজ সমান
হাতে-হাতে ভালোবাসা-দীপ।
মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম, আমরা মানুষ
সব ভাইবোন।

১০.১০.২০১০

অনৃত পরম

স্বামীন্ত্রীর প্রেমে আজ স্বার্থের সৌরভ
যাবতীয় প্রেমে আজ স্বার্থের সৌরভ
মানুষের রূপ ধরে পথচারী হাঙর-কুমির
সৃষ্টি জুড়ে অনাসৃষ্টি, অপার আঁধার
ব্ৰহ্মা নয়, শয়তান বিশ্ব-কাৱিগৰ
অমৃত উধাও আজ—অনৃত পরম।

২৩.১০.২০১০

পাখির জীবন ভালো

পাখির জীবন ভালো
 মাটিতে চরব আমি আকাশে উড়ব
 সন্তুষ্যে লেগে থাকবে অসীমের ঘাণ
 চরণ-ক্ষেত্র হবে সৌমের হাট
 মাটি-মাটি-মাটি-মা'র দেশ।

পাখির জীবন ভালো
 মাটিতে চরব আমি—উড়ব আকাশে।

২৪.১০.২০১০

পশু-যুগ

এই মৃহুর্তে যার সাথে কথা বললাম
 সে কি মানুষ নাকি অসুর নাকি রোবট
 নাকি চলত ওঠের মূর্তি—
 নরমুখী সারমেয় ?

এখন আমি অধ্বেষণ করে যাচ্ছি
 কোথায় আছে সত্যিকার মানুষ
 হিমালয়ের পথে ভাস্যমাণ এক সন্তকে
 এ ব্যাপারে জিগ্যেস করলাম;
 তিনি বললেন :
 পিরামিডে রক্ষিত মিহি সর্বশেষ মানুষ।
 এখন পশুযুগ।

২৭.১০.২০১০

সন্তানের মুখ দেখে...

স্বামীটির সঙ্গে থাকি
ঘর করি
জেনে গেছি
পুরুষটি ভালো না
ব্যভিচার ভালোবাসে
ভালো কথা শোনে না
বউ তার জীবনদাসী
অন্য নারী প্রিয়া
মনোকষ্টে দিন কাটে
সন্তানের মুখ দেখে পড়ে আছি ঘরে।

৩০.১০.২০১০

আলো চাই

এঁদো গলি এঁদো বাড়ি কী এঁদো পুকুর
হাটে বাটে অঙ্ককার আলো চাই রোজ
সূর্যতারাচন্দ্র ওঠে
আলো করো আলো করো এঁদো বাড়ি ঘর।

৮.১১.২০১০

শ্রেষ্ঠতা নথিটি ছাপা

শ্রেষ্ঠতা নথিটি ছাপা
সুন্দর প্রাণমুণ্ড দিয়ে তার হাতীয়ে
বাহু নিখোঁজ আই পাই পাই কানের
কানের পাই পাই কানের

শ্রেষ্ঠতা নথিটি ছাপা

শ্রেষ্ঠতা নথিটি—শ্রেষ্ঠতা নথিটি

শ্রেষ্ঠতা নথিটি ছাপা
সুন্দর প্রাণমুণ্ড দিয়ে তার হাতীয়ে
বাহু নিখোঁজ আই পাই পাই কানের
কানের পাই পাই কানের

দূরে তমোনাশ

এ জগৎ বর্ণচোরা, সবখানে গাঢ় অঙ্ককার
পূজনীয় গুরুজন নিমেষেই খুনি-চূড়ামণি
অচিরাত্ বস্তুজন হয়ে যান রাহকেতুশনি
অগণন নারী করে অঙ্ককারে শত অভিসার।
সম্যাচীর সঙ্গে কত তরণীর অস্তরস ভাব
অনালোকে নারী সঙ্গ করে রোজ কত সন্তুজন
সঙ্গেগনে কেউ যায় শুঁড়িবাড়ি কেউ করে কিশোরী-ভজন
এ জগৎ বর্ণচোরা চালচিত্র বোৰা দায়—লোকজন বিচিৰিষ্বত্বাৰ
জন্মভৱ অঙ্ককার-মোড়া দেশে লোক করে বাস
চৰাচৰে এত আলো তবু কত দূরে তমোনাশ।

১৩.১১.২০১০

চিৰসুন্দৱ

সূর্যোদয় চন্দ্ৰোদয় পুৱনো হয় না
চিৰ সুন্দৱ
প্ৰস্থুটি ফুল শিশুৰ হাসি পুৱনো হয় না
চিৰ সুন্দৱ
তৰুণীৰ রূপ পাখিৰ ওড়া পুৱনো হয় না
চিৰ সুন্দৱ
বাৰা-মাৰ মুখ পুৱনো হয় না
চিৰ সুন্দৱ
ঊপৱাজ সাগৱ-পাহাড় পুৱনো হয় না
চিৰ সুন্দৱ
ঝলমলঝল নৈশ আকাশ পুৱনো হয় না
চিৰ সুন্দৱ
জগতেৰ সমুহ সুযমা পুৱনো হয় না
চিৰ সুন্দৱ।

১৪.১১.২০১০

সোনালি সংবাদ

রমণী জননী হলে ঘরে শুভ সোনালি সংবাদ
হর্ষ-নদে আঞ্চলিক-স্বজন করে স্নান
দিনা-দানু দিনে দেখে পূর্ণিমার ঠাঁচ
মা ও বাবা রাতে দেখে উষার সবিতা
কুহ-প্রায় মধুভাষী পড়োশি মানুষ
নিমেষে পৃথিবী এই অলকা-সমান।

রমণী জননী হলে পুষ্পবৃষ্টিপাত
ঘরে শুভ সোনালি সংবাদ
রূপালি গোলাপি বৃষ্টি বরে চরাচরে
নিমেষে পৃথিবী যেন বৈজয়ন্তী ধাম।

১৫.১২.২০১০

মুম্বাই চিত্র-১

কী যে মজা কী যে মজা !
পার্কের দোলনায় দোল খায় শিশু তার
দোল খায় মা
পাশে ওড়ে এক ঝাঁক পায়রা।

কী যে মজা কী যে মজা !
পার্কের প্রাসেগে শিশু তার দৌড়ায়
দৌড়ায় মা
পাশে ওড়ে এক ঝাঁক পায়রা।

১৫.১২.২০১০

গদ্যের সময়

কী আর কবিতা পড়ব!

কবিতার নামে আজ লেখা হচ্ছে ছাইভস্য অসংখ্য রচনা,
কবিতার মতো করে নিকৃষ্ট গদ্য লেখে হাজার অ-কবি;
লেখে তারা সংখ্যাধীন ব্যঙ্গনাবিহীন নীরস্ত কবিতা।
তাহাদের বাড়-বাড়িতের মূলে অজস্র লিটল ম্যাগ দায়ী,
দায়ী ভও প্রকাশক।
বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী। স্পর্শ পেতে তার
অ-কবিকে বড়ো কবি বলে তারা চালায় প্রচার;
অ-কবি খুশিতে বুঁদ চপ্পাহত শিশুর মতন।

কী আর কবিতা পড়ব!

অ-খাদ্য কবিতা পড়ে মুঝ হয় রসিক হৃদয় ?
দুঃখ-স্বাদ ঘোলে মিটে ? সুধা-স্বাদ গুড়ে ?
অতএব, রসসিক্ত গদ্য পড়ো সমৃহ রসিক;
শরৎ-বক্রিম পড়ো, গদ্য পড়ো রবীন্দ্রনাথের।
যাবতীয় উৎকৃষ্ট গদ্য পড়ো বিশ্ব-সাহিত্যের।
এখন কবিতা নয়, গদ্যের সময়।

১৫.১২.২০১০

অমানুষ

তাকে আমি ভালোবাসতাম না
ঘৃণা করতাম
যখন থেকে সে আমার অনুগত
তখন থেকে সে আমার সুপ্রিয়
এখন তার মুখ পূর্ণিমার চাঁদ
সে এখন আমার চন্দন গাছ
আসলে সবাই অমানুষ
আমিও প্রয়োজনে অতি ছোটলোক।

১৯.১২.২০১০

মুস্তাই চিত্র-২

অসম চৰকাৰ

পাৰ্কেৰ দোলনায়
শিশু কোলে দোল খায় মা
কী মজা কী মজা
গোল ঠাঁদ দোল খায় তরণীৰ কোলে
কী মজা কী মজা
স্বপ্ন দোল খায় আনাচে-কানাচে।

২২.১২.২০১০

ছোট গেছে দূৰে

আণন লেগেছে মনে ছোট গেছে অস্তহীন দূৰে
আণন লেগেছে প্রাণে ছোট গেছে নীলিমাৰ দেশে
মিৱি-মিৱি অগ্ৰিবৃষ্টি আকাশে-বাতাসে
চৰাচৰে

কী যে কৱি কী যে কৱি একাকাৰ জীৱন মৱণ
উদ্বেলিত শোক-সিঙ্গু গৰ্জে প্ৰতিক্ষণ
শান্তি-নদী বৈতৱী কাছে এসো সাঁতৱে হব পাৰ
নিবে ঘাবে অপাৰ আণন

আণন লেগেছে ঘৱে চৰাচৰে ছোট গেছে চলে
বৈতৱী কাছে এসো সাঁতৱে হব পাৰ
তুমি চিৰ শান্তিৰ আধাৰ
শান্তি-পাৱাৰ।

৩১.১২.২০১০

জানে ব্রহ্মা...

শুভ প্রতিক্রিয়া

যুম-ঘোরে স্বপ্ন দেখি চার পাশে জল-জল-জল
ছলাং-ছলাং জলে মাঝি এক নৌকো বেয়ে যায়।
পাগলা এক চিৎকার করে বলে নৌকোখানি কোন দিকে যায়
জীবনের দিকে নাকি বৈতরণী তাটিনীর দিকে?
কেবা যেন গর্জে বলে : চুপ-চুপ, নৌকো চলে ভূমধ্যসাগরে
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যদেশ নৌকোর ঠিকানা
জন্ম-অঙ্গ, এতাধিক কিছুই জানি না
কাহিনির বাকিটুক জানে ব্রহ্মা, জানে যম-রাজ।

৬.১.২০১১

ভারতবর্ষ

তোমার প্রিয়া আমার প্রিয়া
আমার প্রিয়া তোমার প্রিয়া
হ্যাণ্ডেক করো বন্ধু।

বাঁদির সাথে প্রেম করে রোজ
আমরা দুজন কমবেড
হ্যাণ্ডেক করো বন্ধু।

কীচক ভালো দুর্যোধন ভালো
অর্জুন ভালো শিখগুৰু ভালো
হ্যাণ্ডেক করো বন্ধু।

শান্তি ভালো যুদ্ধ ভালো
আলোক ভালো আঁধার ভালো
হ্যাণ্ডেক করো বন্ধু।

চিন ভালো রাশিয়া ভালো
আমেরিকা ভালো আরব ভালো
হ্যাণ্ডেক করো বন্ধু।

৭.১.২০১১

ভারতভাগ সর্বনাশ

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ

ভারতভাগ সর্বনাশ

সর্বনাশের চূড়ায় বসে

উপমহাদেশ কাঁদে

বধ্যভূমে শান্তি আছে

শান্তি মেলে শাশানে

ভারতভাগ সর্বনাশ

শোক-কালিন্দী উপমহাদেশ।

৭.১.২০১১

বাহির প্রকাশ করা হচ্ছে এই প্রকাশনা করা

বাহির হচ্ছে এই প্রকাশনা করা হচ্ছে এই প্রকাশনা করা

বাহির প্রকাশ করা হচ্ছে এই প্রকাশনা করা হচ্ছে এই প্রকাশনা করা

বাহির প্রকাশ করা হচ্ছে এই প্রকাশনা করা হচ্ছে এই প্রকাশনা করা

বাহির প্রকাশ করা হচ্ছে এই প্রকাশনা করা হচ্ছে এই প্রকাশনা করা

বাহির প্রকাশ করা হচ্ছে এই প্রকাশনা করা হচ্ছে এই প্রকাশনা করা

বাহির প্রকাশ করা হচ্ছে এই প্রকাশনা করা হচ্ছে এই প্রকাশনা করা

তবু

জেনে গেছি

কুয়াশা-আবৃত এক ধূসর জগৎ

কিংবা এক অঙ্ককার বাড়ি আমার ঠিকানা

তবু এই মর্তৃমি আমার স্বদেশ

ভালোবাসি বাড়িঘর, বন্ধুজন, আঘায় স্বজন

রূপালি গোলাপি নীল হাজার বন্ধন।

২৬.১.২০১১

আলো চাই

মৃত নদী চেতনা আমার

আলো চাই আলো চাই রোজ

থেমে গেছে আমার উথান

আলো চাই আলো চাই রোজ

অঙ্ককারে বন্দি আমি

সূর্যোদয় প্রার্থনা আমার।

১২.২.২০১১

অন্ত পৃষ্ঠা

ଅନ୍ଧ ଦୈଶ—ଅନ୍ଧଇ ଜୀବନ
ଅନ୍ଧର ଜନ୍ୟ କତ କାଠ-ଖଡ଼ ପୋଡ଼ାନୋ
ଅନ୍ଧର ଜନ୍ୟ କତ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନରାତ
ଅନ୍ଧ ଦୈଶ—ଜୀବନ ଜଗଣ୍ଠ ।

۲۶.۵.۲۰۲۴

চৰণ-চৰ্মণ

খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলে দিন
দুর্বিষহ জীবন ধাপন
শেষ দিন মধুর সুন্দর
পরমের চরণ চম্পন।

2.6.2021

ଦୁଃଖେ-ଦୁଃଖେ ଦିନ ଯାଇ

দুঃখে-দুঃখে দিন যায়
কে আর খবর নেয়
আজকাল আছে কার এতটা সময়
বন্ধুগণ মৃতজন
কিম্বা যেন সর্বসাধারণ
ভাইবোন পর
দুঃখস্থপ্রে ঘৰ করে এখন সময়
আনাচে-কানাচে ঘোরে শুধু দুসময়
শাস্তিহীন এখন যাপন
কী যে করি কী যে করি দূয়ারে শমন
অঙ্কুরে বন্দি যেন নিশ্চিত ক্ষরণ
প্রতিক্ষণ দুঃখজ্বর
বিশ্বদেশে প্রতিজন পর
চাবপাশে অঙ্কুর অমোহ পতন।

६८२०१९

এখন গ্রহণ

ভালোবাসা বারে গেছে প্রেমহীন এখন জীবন;
বঙ্গু বলে ডেকে উঠি হেন লোক দুর্নত এখন;
মনে হয় মরে গেছে বারে গেছে সব প্রিয়জন;
আলো-আৰ্ধি একাকার তুল্যমূল্য জীবনমরণ।
এখন জীবন যেন মৃত নদী অসুখের হাট;
মরে গেছে বারে গেছে স্বর্ণ-শস্য—খাঁ-খাঁ করে মাঠ,
আদিগন্ত মহাশূন্য, মহামরু এখন জীবন;
নাই-নাই ধৰনি শুধু, সবখানে এখন গ্রহণ।

১৫.৫.২০১১

তুমি আছো আমি আছি

কে কার কে কার আজ? কেউ নয় বিশ্বাসভাজন;
প্রতিটি পুরুষ-নারী নিজ স্বার্থে হাসে কাঁদে রোজ;
পরম্পর থেকে দূর, কেউ কারো রাখে নাকো খোঁজ।

জেনে গেছি তুমি ভিন্ন কেবা আছে আমার আপন,
তোমার বিশাল পায়ে প্রতিক্ষণ আমার শরণ
বাল্যবন্ধুর মতো তুমি-তুমি প্রিয়তম রোজ।

ফন্দিবাজ বিশ্বজন, কেউ কারো রাখে নাকো খোঁজ
তুমি আছো, আমি আছি হে আমার তিমির-হনন।

২২.৬.২০১১

স্বপ্ন

ঘুমের ভেতর থেকে প্রতি রাতে কে এক পূর্ণ
 স্বপ্নের মূলুকে ঘোরে; দেখে কত বিচ্ছি জিনিস,
 কদাকার বন্ধ জান্ত জানোয়ার; দেখে কত মৃত প্রিয়জন
 বাড়ি ফেরে জীবিতের মতো তারা করে আচরণ;
 দেখে কত নীল গিরি নীল নদী মোহন অঞ্চল,
 মারামারি কাটাকাটি, প্রেমশ্রীতি, মালার বদল,
 ঝগড়া করে শিরচ্ছেদ, কারাবাস; মৃত-তরে শোক।
 প্রতিদিন কী এক আশ্চর্য দেশ স্বপ্নের জগৎ।

জেনে গেছি জীবনেরই অনুরাপ স্বপ্নের জগৎ;
 লৌকিক ভাবনা সব পাখা মেলে স্বপ্নের মূলুকে
 জেনে গেছি মনেরই দর্পণ এক স্বপ্নের জগৎ;
 পৃথিবীর প্রতিরূপ আরেক পৃথিবী যেন স্বপ্নের জগৎ;
 যা-যা ভাবে নরনারী তারই এক প্রতিবিম্ব স্বপ্নের ভূবন; চাঁচ-কাঁচ প্রক্ষেপণ সমস্যা
 জীবনেরই প্রতিরূপি, প্রতিরূপ স্বপ্নের জগৎ।

১২৭.২০১১

ভগু প্রেমিক

আজকাল শতকরা একশোজন ভগু প্রেমিক; বল্বল মন তুই কোথা যাবি, যাবি কার কাছে; দেখি না সুজন পাশে, ভুই-ফোড় আনাচে-কানাচে; অভিনয়-পটু তারা, আমি চাই প্রেমিক-মানিক।

কোথা যাই কোথা গেলে পাব আমি মনের মানুষ, ধারে-দূরে অমানুষ বাস করে, শুধু অপ্রেমিক মানুষের রূপ ধরে হাটে ঘাটে হাঁটে তারা ঠিক; তবে কিনা এইসব লোকজন সোনালি কলুষ।

আজকাল শতকরা একশো জন ভগু প্রেমিক;
কাকে ভালোবাসি বলো, প্রেমামৃত বারে গেছে জলে,
প্রাপাধিক বলে ডাকি হেন লোক দুর্বল ভূতলে;
আজকাল লোকজন ঝাঁক-ঝাঁক পায়রা-শালিক।
মনে হয় জীবনের চেয়ে আজ মৃত্যু চের ভালো
ঘুটঘুটে অঙ্ককারণ মন্দ নয়, আলো-আলো-আলো।

১৫.৭.২০১১

ঘূম-মৃত্যু

ঘূমের ভিতরে ডোবে প্রতিরাতে সমস্ত শরীর,
ডোবে মন, ডুবে যায় পঞ্চেন্দ্রিয় এবং চেতনা;
ঘূমের ভিতরে ডুবে পায় তারা মরণের স্বাদ,
অবলীলাক্রমে করে অনুভব মৃত্যু কী জিনিস;
কেবল জীবিত থেকে দেহরক্ষী প্রাণ নেয় শ্বাস,
ঘোরায় জীবন-কাঠি, ওঠে-পড়ে নিষ্কাস-প্রশ্বাস।
মৃত্যু মানে চিরনিদ্রা, ঘূম মানে সান্ত্বনা সংজ্ঞা লোপ,
দুটির-ই প্রকৃতি এক, পরম্পর ছইঝি তফাত।

মৃত্যু আর ঘূম যেন মুদ্রার এপিট-ওপিট;
মৃত্যু ঘূম, ঘূম মৃত্যু—শাস্তিনীড়, সামান্য তকাত।
ঘূম শাস্তি, মৃত্যু শাস্তি, ঘূম-মৃত্যু শাস্তির আবাস;
দীর্ঘ ঘূমে, ছেট ঘূমে অনুভূত যেমন তকাত,
মৃত্যু আর দীর্ঘ ঘূমে অনুভূত তেমনি তকাত।
ঘূম শাস্তি, মৃত্যু শাস্তি, মৃত্যু-ঘূম শাস্তির আবাস।

২০.৭.২০১১

জলবন্দি

জলের গভীরে মাছ, চারপাশে জল-জল-জল;
চন্দসূর্যতারাদীপ ভুলক্রমে জুলে না এখানে;
আঁধার শাসন করে প্রতিক্ষণ সমৃহ আধল;
জলবন্দি মাছ আমি, যাত্রী শুভ আলোর সন্ধানে।
আলো চাই, আলো চাই, প্রতিক্ষণ আঁধার মূলুক;
দিনরাত অঙ্ককূপে বন্দি আমি, মুক্তিকামী রোজ
জলবন্দি মাছ আমি, চাই রোজ প্রোজ্জল আলোক;
চন্দ্র ওঠো, সূর্য ওঠো, পৃথী করো সোনালি সবুজ।

৬.৮.২০১১

সমর্পণ

ভালো-ভালো, স্বয়ংবরা হও নারী, এ তো অধিকার,
প্রতিদিন হেসে-নেচে-খেলে চলা কে করে বারণ?
প্রেমরাজ্যে প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী অসহ্য আমার,
আমি চাই পরম্পর অঙ্গ প্রীতি সর্ব সমর্পণ।
এ জগতে কেবা আছে কানে তোলে আমার বচন;
জনমত : “সমর্পণ অপ্রচল, স্বামীস্ত্রী সমান।”
রামসীতা প্রেম-কথা কেবা মানে? অচল এখন।”
পতিপত্নী তুল্যমূল্য। মন্দ লাগে দূর-অস্ত্র কল্যাণ।

ভালো-ভালো, স্বয়ংবরা হও নারী, এ তো অধিকার;
দুঃখ শুধু লক্ষ ঘরে ঝাগড়াখাটি, রণ-মহারণ;
ছাড়াছাড়ি; মারামারি-কাটাকাটি মাসে দুশ্শো বার;
সম্বৎসর লক্ষ্মী নয়, অলক্ষ্মীর ভজন পূজন।
সারকথা : ‘ভালোবেসে নারী করো আঞ্চনিবেদন,
হে পুরুষ! ভালোবেসে করো তুমি সর্বস্ব অর্পণ।’

১৭.৮.২০১১

আইন বলে

আইন বলে : সর্বজন সমান-সমান;
বিধবা-বিবাহ সিদ্ধ; দোষী পাবে সাজা।
কার্যক্ষেত্রে ভূভারতে ধনীগণ রাজা;
একশো গঙ্গা জাতপাতে দেশ ছত্রখান;
দেশাচার মেনে চলে সমৃহ জনতা;
বিধবা-বিবাহ হলে উদ্বিগ্ন সমাজ,
চোখে দেখে সবরয়ে ফুল, ভালে পড়ে ভাঁজ
ভুলেও বোঝে না কেউ বিধবার ব্যথা।

আইন বলে : সর্বজন সমান-সমান;
বিধবা-বিবাহ সিদ্ধ; দোষী পাবে সাজা।
নথিপত্রে আইন রেখে আইন হয় ভাজা;
জনতা শ্রেণীগান দেয় : ভারত মহান।
কার্যক্ষেত্রে ভূভারতে ধনীগণ রাজা;
নিযিন্দ্ব বিধবা বিয়ে; খুনি দেখে মজা।

১৯.৮.২০১১

ବାଜେ ଲୋକେ ଛେଯେ ଗେଛେ ଦେଶ

ମହାନ୍ତିର

ବାଜେ ଲୋକେ ଛେଯେ ଗେଛେ ଦେଶ ଆଜ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ପୁରୁଷ, ଚାରପାଶେ ଧିନ୍ଦିବାଜ-ଫନ୍ଦିବାଜ-ଧାପାବାଜ ହାଁଟେ; ଅନ୍ଧକାରେ ପଦସେବା କରେ ଆଜ ସ୍ଵାର୍ଥଦିନ୍ଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମନୁଷ୍ୟମୁଖେଷ ପରେ ନୟିଦିନ୍ତି ଚଲେ ହାଟେ-ବାଟେ; କେବା ଜାନେ କେ କଥନ କାର କାହେ ହବେ ନାଜାହାଲ, ଘୁନାକ୍ଷରେ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ପୂର୍ବାଭାସ ପାବେ ନା ତୋ ତାର। ପଥେ-ପଥେ ଧିନ୍ଦିବାଜ-ଫନ୍ଦିବାଜ ଫେଲେ ତାର ଜାଲ, ନାଜାହାଲ କରେ ଲୋକ ହେସେ ବଲେ : ଦେଶେ ଅନାଚାର।

ବାଜେ ଲୋକେ ଦେଶ ଆଜ ଛେଯେ ଗେଛେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ପୁରୁଷ, ସାବିଶ୍ୱେତ ଅନୁରୋଧ ସଂଲୋକ ସାବଧାନେ ଥାକୁନ; ହାଟେ-ବାଟେ ଧିନ୍ଦିବାଜ-ଫନ୍ଦିବାଜ ସାବଧାନେ ଚଲୁନ; ଧାରେ-ଦୂରେ ଧାପାବାଜ, ତିନ ଲାଖେ ତିନଟି ମାନ୍ୟ | କାହେ-ଦୂରେ ଦେଶଜୁଡ଼େ ମୂଲ୍ୟବୋଧ-ଜନିତ ଆଧାର ଘରେ-ଘରେ ଜୟ ନିକ ଶୁଦ୍ଧସ୍ତ୍ର ଲୋକ; ଭାରତ ଉଦ୍ଧାର।

୨୩.୮.୨୦୧୧

স্বপ্ন ভঙ্গ

অন্ত সূর্য দেখি রোজ। সূর্যোদয় দেখিনি জীবনে।
প্রতিদিন অঙ্ককারে বাস।
অঙ্ককারে পড়ে রোজ নিষ্ঠাস-প্রশ্নাস।
উদয়-ভানুর গল্প বলে গোল বহু মহাজনে।
কবীশ বাল্মীকি থেকে পরবর্তী হাজার কবীল্ল
কত সূর্য-উদয়ের দেখেছেন স্বপ্ন।
সূর্য-ওষ্ঠা-স্বপ্ন কত দেখেছেন বাংলারও রবীন্দ্র;
যুগে-যুগে স্বপ্ন ভঙ্গ, ফলেনি কখনো।

সূর্য নয়, শয়তান পৃথিবীর মুখ্য উপদেষ্টা।
অঙ্ককারে পড়ে রোজ নিষ্ঠাস-প্রশ্নাস।
পুতুনা-কংসের মতো ঘরে-ঘরে বাড়ে রোজ নষ্টের শ্রষ্টা।
অঙ্ককারে ঘোরফেরা। অঙ্ককারে বাস।
অন্ত সূর্য দেখি রোজ। রাতদিন দেখি শুধু সমূহ বিনাশ।
আঁধার নরকে হাঁটি। অঙ্ককারে পড়ে রোজ নিষ্ঠাস-প্রশ্নাস।

২৫.৮.২০১১

জাগো-জাগো দেশ

যুমে কেন জনগণ, বিদ্রোহের সময় এখন।
প্রজা-রঞ্জনের নামে রাম করে সীতা বহিষ্কার,
পথে-পথে প্রলয়ের ঝড় তুলে নাচে দুর্যোধন;
হাটে-বাটে মৃত্যু ফাঁদ পেতে রাখে কংসের চর;
ভাতাসহ মুধিষ্ঠির বহিষ্কৃত, ধর্মাশোক মৃত;
রাত্রিদিন দিকে-দিকে পরিদৃশ্য আঁধার নরক;
পাতকের দেশে বসে গান করবে, কে হেন জাতক ?
পুষ্প আজ গঞ্জহীন, ক্ষীরমধু মেল নষ্ট ঘৃত।

নরকের দেশে বাস। কেন যুমে জনগণ ? জাগো এইবার,
অন্যায়ের কঠ চেপে করো তার প্রত্যি-উন্মোচন;
করো ন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মহারণ।
বিদ্রোহের জন্য জানি, রাজা বাদশা করবে অত্যাচার,
তা-ও ভালো, পরিগামে দেশ হবে ন্যায়রাজ্য এক;
কোগে-কোগে গান করবে সোনালি গোলাপি দিন হাজার শতক।

২৬.৮.২০১১

প্রায়শিক্ষণ

দুর্বিতি মারীর মতো ছড়িয়েছে ভারত-অঙ্গনে;
ছড়িয়েছে যত্নত্ব হত্তাকের মতো;
দুর্বিতি লক্ষ্মীর ঘাঁপি জনে-জনে মুদ্রা গোনে আলো-অঙ্ককারে।
সেনামূর্ধী দুর্বিতির ধারকবাহক আজ দেশের চালক।
রাজা-বাদশা চুরি করে কাকে বলবে চোর?
যত্নত্ব পায়-পায় ধড়িবাজ-ফন্দিবাজ হাঁটে,
এ-দেশ ধ্বৎসের জন্য পথে-পথে ফাঁদ পেতে রাখে।

ভারতের মৃত্যু দিন দূরে নয়, আগামী বৈশাখে।
'আহি-আহি' করো যদি শালিকের দল, আমি টুটি চেপে ধরব।
এদেশ নষ্টের মূলে সব শালা দায়ী। কে বানাল দেশ জাহানাম?
একদিনে দেশ হল নভস্পৃক পাপের পাহাড়? কে ভাঙবে এখন?
আমি-শালা তুমি-শালা, সব-শালা মিলে ভগুদল
এসো আজ গঙ্গাবক্ষে ডুবে করি তার প্রায়শিক্ষণ।

২৭.৮.২০১১

মৃত্যু

এক

পরম বন্ধুর মতো মৃত্যুর দেবতা ধরো হাত
আঙ্গুল বুলিয়ে দাও সর্বাঙ্গে আমার
তুমি-তুমি শান্তির আসার
চিরস্থা, সুবন্ধু আমার
জীবন দুঃখের ঘাঁটি—মাটি—গোড়া মাটি
স্পর্শে করো উপশম নভস্পৃক বেদনা আমার।

দুই

দুয়ারে দাঁড়ানো গাঢ়ি যাব নীল দেশে
নীল দেশ শান্তির মূলুক
যে যায় সেখানে, তার
সমৃহ লৌকিক দুঃখ অনন্তে বিলীন।

৫.৯.২০১১

কবিতা

যেদিন কবিতা আসে, ফুলবরা দিন
আসে না যেদিন কী মহা দুর্দিন !
হাদয় ক্রম্বন করে দুঃখে যায় দিন,
রক্ত ঝরে টপ-টপ অপার বিরহে
কবিতা কঞ্জনা-লতা স্বর্গের কামিনী
সে আমার সুন্দরীতমা ।

৮.৯.২০১১

কালধর্মে

কালধর্মে লোকজন অশীতি তরণ
তরণ ফুলের মতো জনতার প্রিয়
অশীতি বিষ্ঠার মতো জনতা বর্জিত ।

যে জন তরণ আজ কাল সে প্রবীণ
নতুনে প্রবীণে ভেদ ধূর্তের বিচার
প্রবীণ বুদ্ধির খনি সর্বদা শরণ্য ।

১২.৯.২০১১

ভয়ঙ্কর ওলট-পালট

ঈশ্বর তোমার রাজ্য ভয়ঙ্কর ওলটপালট;
আজকাল ধারে দূরে দৃশ্য নয় একটি মানুষ,
হাটে-ঘাটে বিক্রি হয় কেজি দরে কালিমা-কলুষ,
ভানে-বাঁয়ে আস্ত সব অমানুষ অসুরের হাট।
দুহাজার মাইল দূরে বাস করে একটি প্রহৃষ্ট;
রাত্রিদিন যত্নত্ব প্রবাহিত দুর্নীতির শ্রেত,
মানুষ আকারে হাঁটে পথেঘাটে লক্ষ প্রেতভূত,
আলোহীন জ্যোৎস্নাহীন জগৎসংসার আজ ফাঁদ।

ঈশ্বর তোমার রাজ্য ভয়ঙ্কর ওলটপালট;
ঘরে বাইরে সবখানে মিথ্যাচারী লোক করে বাস,
ধারে দূরে ফন্দিবাজ ফঁড়ে ফেলে নিশাস প্রশ্বাস,
বক্ষ কেউ খুলে ফেল জগন্দল পাথরের জট
বাজাও-বাজাও কেউ অঙ্গকারে সুমঙ্গল শাঁখ;
ফুটুক গুলঞ্চ বেলি গঞ্জরাজ, পাশে থাক পাঁক।

১৪.৯.২০১১

আত্মপরিচয়

ভূ-বনে সিংহ নেই
এ জগৎ গরু আর গাধার বাজার
তাদের পড়োশি আমি
আস্ত গরু মন্ত এক গাধা
কাল থেকে গরু দাস গাধা দাস
বলে দেব আত্মপরিচয়
তারজন্য একরণ্তি মনোকষ্ট হবে না আমার
কাল থেকে হাঙ্গা ডাক ছাড়ব আমি
ডাকব চিহি-চিহি
সাত সত্য এ জগৎ গরু আর গাধার বাজার।

১৫.৯.২০১১

অযোগ্যের সাথে প্রেম

অযোগ্যের সাথে প্রেম, দিনরাত লাথি খাই রোজ;
কশাঘাত করে রোজ একটু যদি স্বার্থে ধরে ঘুন;
গর্জে বলে : আর যদি ভুল করো তবে হবে খুন;
চৃপচাপ পড়ে থাকো চুলে বেঁধে সোনালি সরোজ।
দাসী-বাঁদি চাই আমি, কাম্য নয় রাণি-মহারাণি;
আমার আলরে আমি অধিরাজ, সম্রাট আকবর;
উল্টাপাল্টা বকো যদি ঘুসি দেব নাক বরাবর;
আমার চলার পথে ভুলক্রমে দেবে নাকো বাণী।

ଅଯୋଗେର ସାଥେ ପ୍ରେମ, ପରିଗାମେ ଲାଥି ଥାଇ ରୋଜ;
ଜୀବନ ଚୌତିର ମାଠ, ପଥେ-ପଥେ ଖାନାଖନ୍ଦ ବିଲ;
ଚିଟି ସ୍ଵରେ କାନ୍ଦି ରୋଜ ଯେଣ ଆମି ଦୁଃଖୀ ଏକ ଚିଲ;
ଚିରତରେ ଅନାନ୍ଦାତ ଥିକେ ଗେଲ ସୋନାଲି ସବୁଜ ।
ଅଯୋଗେର ସାଥେ ପ୍ରେମ, ଦିନରାତ ଲାଥି ଥାଇ ରୋଜ
ମହିତର ଜନ୍ୟ ହାୟ, ଏ ଜୀବନେ ଫୋଟେନି ସରୋଜ ।

२५.९.२०११

সুজন

লিখ. ১৪৩২

এক
সুজন পথিক তুমি
ছায়াতর-শান্তির ঠিকানা
লাখে এক দেবতাসমান
হাজার প্রণাম।

দুই
আমি বলি আমি সুজন
তুমি বল তুমি সুজন
সুজন পথিক দূর;

সুজন-বন্ধু ডুমুর-ফুল
খুঁজে পাবে কুল?
ঠিকানা তার ভুল।

২৬.৯.২০১১

আমার কবিতা

নারী-গঙ্কে মাটি-গঙ্কে ম-ম গঙ্কী আমার কবিতা,
রসিক পথিক জন দয়া করে গন্ধ নাও তার;
মুহূর্তের জন্য জানি, ভুলে যাবে পার্থিব বেদনা।
ফুল-গঙ্কে মধু-গঙ্কে ম-ম গঙ্কী আমার কবিতা,
রসিক পথিকজন দয়া করে গন্ধ নাও তার;
মুহূর্তের জন্য জানি, হাতে পাবে পার্থিব অমরা।

আমার কবিতা রচে ছল্পসুরে মধুর সঙ্গীত,
দয়া করে শোন-শোন সুজন রসিক;
ছায়াতর মেলে দেবে তার সব শাখা;
সুধাপানে সেরে যাবে সমৃহ অসুখ,
ভুলে যাবে অখিল বেদনা
হাতে পাবে পার্থিব অমরা।

২৬.৯.২০১১

পুজো এল

আকাশে-বাতাসে আজ সুবমার হাসি
কড়ামিঠে সকালের রোদ
চন্দ্রালোকে চন্দনের গন্ধ আজ
হসি-খুশি প্রকৃতির মুখ
সূর ধরে কী মধুর কথা কয় লোক !
নুতন কাপড় পরে লোকজন আনন্দে মশগুল ।

পুজো এল

আকাশে-বাতাসে আজ খুশির খবর ।

২৭.৯.২০১১

ঘোর কলি

ঘোর কলি
হিরা-জিরা একদরে বাজারে বিকোয়
কবি ও সবজিতে আজ সামান্য তফাত
ভূভাবতে বঙ্গভাষ্য কবি ফলে কাতারে-কাতারে
মরশুম চলে গেলে মরশুম ফেরে
কবিতার ভূতগুলি মশকের রূপ ধরে
প্যান-প্যান শব্দবাগে অবিরত বিদ্র করে কান
ঝাঁঝাঁ করে প্রাণ
শোনো বঙ্গ শোনো চাষী ভাই
বঙ্গ করে কবিতার চাষ
কবিতার জন্য তুমি করো রক্ষণাত
তবে-তবে মা-ভারতী প্রতি হাতে তুলে দেবে সোনার কলম
তা না হলে প্রতিদিন কাব্যভূমে হাঁস তার করবে প্যাক-প্যাক
ছি-ছি করবে রসিকসমাজ
সাধনা-সাধনা চাই, কবিতার জন্য বঙ্গ চাই রক্ষণাত
তবে-তবে বাজিমাত কাব্যরাজ্যে হবে তুমি কবীশ-সমান ।

১৪.১০.২০১১

সুন্দর জীবন

যত কম লোকের সংস্পর্শে যাওয়া যায়
ততেই ভালো
সেক্ষেত্রে বামেলা কম
সুন্দর জীবন।
অত্যধিক লোকের সংস্পর্শে যাওয়া মানেই
নানা মুনির নানা মত
দিনরাত মুগুপাত
অশান্তির আগুন সেঁকা দিনরাত।

স্বল্প লোকের সংস্পর্শে যাওয়াই ভালো
সেক্ষেত্রে জীবন হয় না বিপজ্জনক
বেশি লোকের সংস্পর্শে যাওয়া মানেই
হাজারদুয়ারি হাটে জীবনযাপন
অবিরত হৈ ছল্পোড়—নানা মুনির নানা মত।

২০.১০.২০১১

অমৃত কবিতা

গণ-কবি থেকে দূরে থেকো রমানাথ
রিলকে তোমার পিয়, কবীশ প্রধান
তাঁর মতো লেখো তুমি মহৎ এলিজি
আমৃত্যু পড়বে সুবী গাবে যশোগান।
পৃথিবী শাসন করে মৃত্যুর দেবতা
রসোভীর্ণ শোকগাথা অমৃত কবিতা।

২২.১০.২০১১

ନାରୀ-ସଙ୍ଗ

ବହୁରା ବିଶ୍වସ୍ତ ନଯ, ଈଶ୍ଵରରେ ଅଦୃଶ୍ୟ
ଚାର୍ବିକ ଚରମପଥ୍ମୀ, ଦୂର ଶାନ୍ତି-ନୀଡ଼ ।
ଚୋଖ ତୁଲେ ନାରୀ କରେ ମଧୁର ଆଲାପ
ବସ୍ତ୍ରତ ଓ ଖାନେ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ଆବାସ;
ତାଇଜନ୍ୟ ଆଉଲ-ବାଉଲ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧକ
ନାରୀସଙ୍ଗ ସୁଧା ଖେଯେ ଭଜେନ ଈଶ୍ଵର ।

୨୫.୧୦.୨୦୧୧

ବାସନା

ବିଶ୍ୱବାସୀ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ
ଅନୃତ ଜଗନ୍ତ ଥେକେ ଥାକି ବହ ଦୂର
ବୃକ୍ଷ-ସଙ୍ଗେ କଥା ବଲି, ବିହଙ୍ଗ-ପ୍ରେମିକ
ଦିନ ଯାଇ ଭାଲୋ ।
ପରାଜନ୍ମେ
ବୃକ୍ଷ କିଂବା ପାପି ହୟେ ଯେନ ଜନ୍ମ ନିଇ ।

୯.୧୧.୨୦୧୧

ବର୍ଯେସ ହଲେ

ବର୍ଯେସ ହୟେଛେ
ପାଶେ ସୁନ୍ଦରୀ କାମିଳୀ ବସେ ଥାକଲେଓ
ମନେ ହୟ ପୁରୁଷ ମାନୁଷେଇ ବସା
ଏମନ କି କମ୍ପୀ ଯୁବତୀର ହାତ ଧରେ ଚଲଲେଓ
ମନେ ହୟ ପୁରୁଷେଇ ହାତ ଧରେ ଚଲଛି
ବର୍ଯେସ ହଲେ
ସବ ପୁରୁଷେଇ ପରମ-ହସ ହୟେ ଯାଇ ନାକି !

୧୨୧୧.୨୦୧୧

প্রকৃত মানুষ

মানুষের প্রতি ভালোবাসা
 এবং ঘৃণা দুটিই প্রয়োজন
 প্রয়োজনে জুড়িয়ে সিধে করে দিন মুখ
 উপহার দিন সুগাঙ্গি চন্দন
 ইস্পাত কঠিন হন, হন নবনীর মতো নরম
 আমাদের অধিষ্ঠিত প্রকৃত মানুষ।

১৫.১১.২০১১

সঙ্গেপনে বিষ-নাড়ু

প্রেম নয়, অভিনয় করিস সুন্দরী
 সঙ্গেপনে বিষ-নাড়ু খাওয়াব তোমায়
 ক্ষাণাত করব অহনিশ
 শহরে রঞ্জিয়ে দেব মন্দ তুমি, নিখুঁত বান্দরী
 তুমি নষ্ট নারী
 এম. এ ডিপি হয়ে যাবে এম-ই-র সমান
 কেঁদে-কেঁদে যাবে দিন রাত
 নাচব আমি, হাততালি দেব পাঁচশোবার।

প্রেম নয়, অভিনয় করিস সুন্দরী
 সঙ্গেপনে বিষ-নাড়ু খাওয়াব তোমায়।

১৫.১১.২০১১

গিরগিটি

মেয়ে-মানুষের হাসি
রামধনু এক
রামধনুকে ভালোবেসে
পুরুষ তুমি কেঁদো না

ছলাংছল নদীর মতন
মেয়ে-মানুষের চলা
সেই চলা দেখে মুঝ পুরুষ
নদীতে ডুবে মরো না

মেয়ে-মানুষ সতত চালাক-চূড়ামণি
পুরুষ তুমি তার কাছে চিরবৃদ্ধ
জেনে রেখো তুমি, সতত নারী রং বদলায়
চিরকাল সে গিরগিটি।

২৬.১১.২০১১

মুসাই চিত্র-৩

বুলন্ত টবের গায খেলা করে লজ্জাভী লতা
বাতাস চুম্বন করলে হয়ে যায হাওয়া
শান্ত হলে সমীরণ জেগে উঠে লতা
লতাটিকে মনে হয় শ্যামবর্ণ টিয়া।

২৭.১১.২০১১

স্বার্থ

শহরে নগরে থামে স্বার্থদাস লোক
স্বার্থে পড়ে লোকজন ভাই করে খুন
স্বার্থে পড়ে লোকজন বাপ করে খুন
অঙ্গকারে চুরি করে প্রতিবেশী বউ
স্বার্থে পড়ে রাষ্ট্র-রাষ্ট্র যুদ্ধ বাঁধে
এক দেশ শক্তি রাষ্ট্র মিত্র অন্য দেশ।

১৬.১২.২০১১

শেষমেশ

আমি বাঙালি
অবাঙালি আন্তর্জাতিক

শেষমেশ আমি বাঙালি
আমার অন্তরাঘার
আচ্ছে-পৃষ্ঠে বাঁধা
বাঙালিয়ানা।

৬.১.২০১২

প্রেতলোক

চারপাশে প্রেতলোক, দাউ-দাউ আগুনের জিব
ভুলক্রমে সূর্যচন্দ্র তারাবলি ওঠে না এখানে;
প্রেতের উল্লাসধৰনি প্রতিষ্কৃণ ওঠে দিকে দিকে;
কত দূরে কোনথানে গেলে পাব মানুষের দেশ।
জরাসঙ্ক, কংসদল চারপাশে ফেলছে নিশ্চাস।
এ জগতে কোথা আছে কোথা আছে শাস্তির আবাস?
কোথা আছে কোথা আছে শাস্তিনীড় শাস্তির ভগৎ?
চারপাশে প্রেতলোক কোথা আছে বাসযোগ্য দেশ ?

প্রেতলোকে বসবাস ধারে-কাছে জুলছে নরক,
দাউ-দাউ ঝাড়ে পড়ে সর্বস্বাস্ত সর্বসাধারণ,
মনপ্রাণ পুড়ে খাক পুড়ে খাক হাদয়শরীর,
উদ্ধারণ করো কেউ যেতে চাই মানুষের দেশ।
চিরতরে অঙ্গখণ্ড দৃষ্টিহীন দেখি না তো পথ;
প্রেতলোকে পড়ে আছি সূর্যলোকে তুলে নাও কেউ।

৮.১.২০১২

শহরে মানুষ-১

শহরে মানুষ তুমি, সব জান্তা বলাই বাহল্য;
খই ফোটে কথার বাহারে;
মানুষ শাসন করো বৃদ্ধির প্রহারে;
বাহারে বাহারে তুমি মানিক অমূল্য !
শহরে মানুষ তুমি ফুল ফোটে কথার বাহারে;
ঝাড়ফুঁক জানো তুমি সর্বজন নিমেয়ে আপন;
ধারে-কাছে বহু বৰ্ণ, করে কত কেকিল কুজন;
দাসখন লিখে দেয় লোকজন কাতারে-কাতারে।

শহরে মানুষ তুমি বলিহারি সর্বগুণধর;
কথনো সৰ্দার তুমি, কথনো মার্জার;
কথনো সেঁদাল গাছ, কথনো তাগাড়;
কথনো অমৃত নদী, কথনো বা গরল সাগর।
শহরে মানুষ তুমি, আহরহ বহুরূপী জন;
কথনো বায়স তুমি, কথনো বা পাখি হিরামন।

১২.১.২০১১

ঈশ্বর...

জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে
যেগুলোর কোনো ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়
সেসব ঘটনার আড়ালে থাকে অদৃশ্য এক হাত
সেই হাত কারো কাছে ঈশ্বর
কারো কাছে আল্লাহ
কারো কাছে গড়।

১৫.১.২০১২

ମାଥା କୋଟି

କେଉ ବଲେ : ପ୍ରକୃତି-ମା ଚାଲାନ ଜଗନ୍
କେଉ ବଲେ : ଏ ଜଗନ୍ ଈଶ୍ଵରର ରଥ
ଜାନୀ ଜନ ଏ ବ୍ୟାପାରେ ପ୍ରାୟଶ ନୀରବ ।
କେବା ନାଡ଼ାଚଡ଼ା କରେ ବ୍ରଦ୍ଧାଣ୍ ପୁତୁଳ ?
ଖାରି ବଲେ : ଆଞ୍ଜାତ ତା ମୃତ୍ୟୁର ମତନ
ପାଥରେତେ ମାଥା କୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ସୁଜନ ।

୨୦.୧.୨୦୧୨

ଭାଲୋବାସା ଗେଛେ...

ଭାଲୋବାସା ଗେଛେ ଦୂର ଦେଶେ ଆଜ
ଏ ପ୍ରାହେ ନୟ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାହେ ତା'ର ବାସ
ପୃଥିବୀ ଆଜ ମର୍ମଭୂମି
କୋନୋଥାନେ ଖୁଜେ ପାବେ ନାକୋ ପ୍ରେମ
ଫୁଲେରା ଫୁଟିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବେ କବେ

ଭାଲୋବାସା ଗେଛେ ଦୂର ଦେଶେ ଆଜ
ବେଦନ ବେହାଗେ ପୃଥିବୀ କରେ ଗାନ
ଚାରପାଶେ ମରକ, ଓସେପିସ ବହ ଦୂରେ
ଜୀବନ-ପ୍ରବାହ ଶୁକିଯେ ଗିଯେଛେ
ଫୁଲେରା ଫୁଟିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବେ କବେ ।

ଭାଲୋବାସା ଗେଛେ ଦୂର ଦେଶେ ଆଜ
ଜନଗନ କରେ ବେଦନ ବେହାଗେ ଗାନ ।

୨୧.୧.୨୦୧୨

শহরে মানুষ-২

শহরে মানুষ তুমি, চোখে মুখে ফুলবূরি ফোটে;
ছলাকলা ভালো জানো, ভালোবাসা হুল;
কথায় অমৃত বারে, হদয়ে গরল;
আলোর মুখোশ পরে অঙ্ককার অতি ঘূটঘুটে;
এককাজ করে তুমি, দশ কাজ হয়ে গেছ বলো অনায়াসে;
মুখে তুমি সব-জনতা, কার্যক্ষেত্রে নিষ্ঠামার টেঁকি
জেনে গেছি এক-আনা খাঁটি তুমি, যোলো-আনা মেকি
তবে কিনা দিনপাত করো তুমি অপার উল্লাসে।

শহরে মানুষ তুমি, অবিরাম জয়-জয় মুখে,
পৃথীকে পৃতুল জ্ঞান করো অনায়াসে,
স্বাথসিদ্ধি ভালো জানো, লোকজন নিমেষে স্বজন
মধু-মিঠা কথা বলো, জনগণ গিলে খায় সুধে।
তোমার আদেশে লোক অবিরত নাচে গায় হাসে;
শংসাপত্র দেয় লোকে তুমি নাকি প্রকৃত সুজন।

২২.১.২০১২

ভাইফেঁটা

দূরভাষে বলেছিল অন্নপূর্ণা বোন:

জীবনের মতো যেন তোর সঙ্গে শেষ দেখা হয় বুনু ভাই

আমিও বলেছি তাকে : হবে-হবে দেখা হবে নিশ্চিত থাকিস

বলেছিল : বারাসতে থাকবি তুই সন্তুর বাসাৰ

আধ ঘণ্টা বাসে চেপে ছুটে যাব দেখা করতে ভাই

বলেওছিলাম : আদি বাড়ি বাংলাদেশে যেমন দিতিস ফেঁটা

এবাব কলকাতা গেলে ভাইফেঁটা-দিনে

যমদুয়ারে দিয়ে কঁটা মন্ত্র পড়ে দিস ফেঁটা

একবুড়ি মিষ্টিসহ জামদানি শাড়ি দেব প্রাতি-উপহার।

বলেছিল : মন্ত্র পড়ে ফেঁটা দেব কপালে তোমার

মিষ্টিমুখ করে তোকে নববন্ধু উপহার দেব চাঁদ ভাই।

আচমকা চলে গেলি। এই দৃঢ়থ দিনরাত কুরে-কুরে খায়।

প্রার্থনা আমার :

ভাইবোন হয়ে যেন পুনর্বার জন্মি আমরা এই বাংলায়

ভাইফেঁটা-দিনে তুই চন্দনের টিপ দিস কপালে আমার

মিষ্টিমুখ করে দেব লাল পেড়ে শাড়ি উপহার

তুই দিস মনোহর কমপ্লিট আমায়।

৩০.১.২০১২

অনাদর

নষ্ট-ভষ্ট ছলাকলা পটিয়সী খুব
মিথ্যে বলা তোমার স্বভাব
একশো খুনে হাত রাখো দুশো দোষে দোষী
তবু তুমি শুণী সাজো সাজো তুমি নির্দেশ সুন্দরী
ইচ্ছ করে ডাঙা মেরে ঠাঙা করি
মুখে করি হিসি।

মিথ্যার পূজারি তুমি, তাই ঘৃণা করি
ভালো আমি বাসি না সুন্দরী
সে-কারণে কুকুর-বেড়াল জানে
উল্লুক-শুগাল জানে করি অনাদর
জাহানামে যেতে বলি রোজ
উদ্দেশে তোমার দিই একশো মুর্দাবাদ।

১.২.২০১২

ଲାଠ୍ୟ ଓସଥି

ବାନୀର ମତୋ ତୁମି କରୋ ଆଚରଣ
କୁକୁରୀର ମତୋ କରୋ ସେଉ-ଘେଉ-ଘେଉ
ବରାହନଦିନୀ ବଲେ ଡାକେ ଜନଗଣ;
ବିଜ୍ଯିନୀ
ଚଢ଼ାମଣି ବଲେ ତବୁ ଦାବି କରୋ ରୋଜ;
ଚେଟିଯେ ପ୍ରାଚାର କରୋ ଦାସଖତ ଲିଖେ ଦିଲ ପ୍ରତିଟି ପୂର୍ବ |
ଆମି ତୋ ସୁଭଦ୍ର ଜନ କୀ କାରିତେ ପାରି
ମନେ-ମନେ ପଦାଘାତ
ମନେ-ମନେ କଶାଘାତ
ମନେ-ମନେ ଲୋଟ୍ଟାଘାତ କରି ହେ ସୁନ୍ଦରୀ ।
ଜାନି-ଜାନି ଏ-ସବେ ହବେ ନା କାଜ
ତୋମାର ଓସଥ ଲାଠି, ପିଟୁନି-ପିଟୁନି
ସେ-ରୋଗେର ସେ ଓସଥ
ଲାଠ୍ୟ ଓସଥି ।

୨୭.୨.୨୦୧୨

ମୁସ୍ବାଇ ଚିତ୍ର-୪

ସଞ୍ଚୟାର କାର୍ନିସେ
ବକ୍ବକମ ସ୍ଵରେ କପୋତ ଦସ୍ପତି କରେ
ପ୍ରଣୟ-ଆଲାପ
ପରମ୍ପର ଠୋଟ ସଙ୍ଗେ ଗାୟ
ପାଲକେ-ପାଲକେ ମେଥେ ସୂର୍ଯ୍ୟଭେତର ଆଲୋ ତାରା
ରୋମାଞ୍ଚ ଛଡ଼ାଯ
ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ମନେ ହୟ : ସ୍ଵପ୍ନଲୋକେ ବାସ
ଅଳକାନଗର ନଯ ଦୂର ।

୨୯.୨.୨୦୧୨

ପଦାଘାତ

ଏକଶୋ ଦୋଷେ ଦୋଷୀ ତୁମି କେନ ଦେବୋ ପ୍ରେମ
ବରଂ ଜୀବନଭର ଥାକବ ଆମି କାର୍ତ୍ତିକ ଠାକୁର
ଦୋଷୀ ଜନେ କଣ୍ଠାଘାତ ଆମାର ସଭାବ
ପ୍ରେମ ନୟ, ପଦାଘାତ ସୁନ୍ଦରୀ ତୋମାୟ ।

ଏକଶୋ ଦୋଷ କରେ ତୁମି ଶୁଣି ସାଜୋ ରୋଜ
ଜାହାଙ୍ଗମେ ଯାଓ ତୁମି, ଶତ ଲୋକ୍ତାଘାତ ।

୨୯.୨.୨୦୧୨

ଇନ୍ଦ୍ରପତନ

କେଉ-କେଉ ଚଲେ ଗେଲେ ପାତା ବାରେ
ନିର୍ବିକ ଭବନ
କେଉ-କେଉ ବାରେ ଗେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପତନ
ସସାଗରା ପୃଥ୍ବୀ କୀନ୍ଦେ ବିଶ୍ଵଜନ ବେଦନାବିଧୁର
ଶୋକ-ଶୋକ, ଶୋକବୃଷ୍ଟି
ନିର୍ବିକ ଜଗଂ ।

୧.୩.୨୦୧୨

ইচ্ছা পূর্ণ হবে না

জানি-জানি ইচ্ছা পূর্ণ হবে না আমার
রয়ীপ্রসঙ্গীত কেউ শেষদিনে শোনাবে না হয়।
চারললতা দেখাবে না কেউ
এক আকাশ দৃঃশ্যে জানি ভরে যাবে বিদায়ের দিন
ব্যথার আগুনে পুড়ে হব আমি শেষ
হব আমি ভস্ম-অবশেষ।

৬৩.২০১২

মাত্র কুটুম্ব

মাত্র কুটুম্ব

মাত্র কুটুম্ব মাত্র কুটুম্ব

মাত্র কুটুম্ব মাত্র কুটুম্ব

মাত্র কুটুম্ব মাত্র কুটুম্ব

মাত্র কুটুম্ব মাত্র কুটুম্ব

মাত্র কুটুম্ব মাত্র কুটুম্ব

মাত্র কুটুম্ব মাত্র কুটুম্ব

মাত্র কুটুম্ব মাত্র কুটুম্ব

মাত্র কুটুম্ব মাত্র কুটুম্ব

মাত্র কুটুম্ব মাত্র কুটুম্ব

মাত্র কুটুম্ব মাত্র কুটুম্ব

মাত্র কুটুম্ব মাত্র কুটুম্ব

মাত্র কুটুম্ব মাত্র কুটুম্ব

ଆନାଚେ-କାନାଚେ

ଆନାଚେ-କାନାଚେ
ମିଉ-ମିଉ ଡାକେ
ବେଡ଼ାଳ ନୟ
ହାଜାର ମାନୁସ

ଘେଉ-ଘେଉ ଡାକେ
କୁକୁର ନୟ
ହାଜାର ମାନୁସ

ହୋକା-ହୋଯା ଡାକେ
ଶୈୟାଳ ନୟ
ହାଜାର ମାନୁସ

ଘୌଁତ-ଘୌଁତ କରେ
ଶୁଯୋର ନୟ
ହାଜାର ମାନୁସ

କୋଟ ଗର୍ଜନ କରେ ନା
ହାଲୁମ ଡାକେ ନା
ଆନାଚେ-କାନାଚେ
ଲକ୍ଷ ନପୁଂସକ ।

୭.୩.୨୦୧୨

যার যে স্বত্ত্বাব

ভালো কথা
ভেড়াটাকে ভালোবাসো
ভেড়াটার হাত ধরে নাচানাচি করো
তবে ভেড়াটা কখনো মানুষ হবে না
ঘাস খাওয়া বন্ধ করে ভাত খাবে না
মানুষের মতো তার মগজ গজাবে না
আজীবন ঘাস খাবে
ভাত ও ঝুটিতে তার ভীষণ অর্ণচি
যার যে স্বত্ত্বাব
ভেড়াটা ভেড়াই থাকবে
মানুষ হবে না।

৭.৩.২০১২

দহন

ভালো-ভালো-ভালো আশীর্বিষে দংশন
মুহূর্তে মরণ
স্বজন কঁটার বিষ আজীবন
মুহূর্মুহূ প্রাণাঞ্জ দহন।

১০.৩.২০১২

প্লেন থেকে অস্তরাগ

প্লেন থেকে অস্তরাগ দেখছি আমি পশ্চিম আকাশে
বিছুরিত লাল আলো যেন এক দীর্ঘ রাঙা পথ
প্রকৃতির হাতে আঁকা চিত্রলেখা এক
মরি মরি সুবিমা অশেষ
বর্ণনা সন্তুষ্ট নয় শব্দশক্তি যোগে
প্লেন থেকে অস্তরাগ দেখছি আমি পশ্চিম আকাশে।

৩০.৬.২০১২

নষ্ট-নষ্টা

নষ্ট নষ্টা চিৎকার করে বলে :
হারামি পুরুষ শোনো : আমি শ্রেষ্ঠ নারী
গাঁজী মৈত্রীয়ী সীতা আমার আদর্শ
পুরুষ কেশের বেড়ে গর্জে বলে :
উব্রী স্বর্গের বেশ্যা
মর্ত-বেশ্যা নষ্ট-নষ্টা তুই।

৭.৪.২০১২

ଏ ମହାଜୀବନ ଓ ମହାମରଣ

ମୁହଁରୁହୁ କଡ଼ା ନାଡ଼େ ଏ ମହାଜୀବନ
ଓ ମହାମରଣ
ସୁତରାଂ ସୋନା ମାଟି
ମାଟି ସୋନା
ସୁଖାସୁଖ ସହୋଦର ଭାଇ
ଏକଇ ସ୍ଵାଦ ତିତା-ମିଠା ଫଳ
ଡରାଭୟ
ତକ୍ଷାର ଏପିଠ-ଓପିଠ

ଏ ମହାଜୀବନ ଓ ମହାମରଣ
ପାଶାପାଶି ହାଁଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିଙ୍ଗ ।

୯.୪.୨୦୧୨ (ମଧ୍ୟରାତ)

ଖଣ୍ଡ

କାଲିଦାସ ବାଗ୍ଦେବୀର ବରଦ ସଞ୍ଚାନ ।
ଭାଗ୍ୟଦୋସେ ରମାନାଥ ଖଣ୍ଡପୁତ୍ର ତାଁର ॥

୧୪.୪.୨୦୧୨

গোলাপ

বাতাসে মধুর গঞ্জ দোলে মন আণ
গোলাপ সুন্দরী তুমি হও আয়ুষ্যান্
খুশি করো মন তুমি খুশি করো আণ
বাতাসে ছড়াও রোজ সুমধুর ঘাণ।

১৮.৪.২০১২

দুই গোলাপ

মহিলা-গোলাপ দেখে প্রস্ফুট গোলাপ

পাশ থেকে আমি

গোলাপ সুন্দরী দেখি, দেখি মহিলা গোলাপ

মহিলা-গোলাপ বলে : দেখো-দেখো লাবণ্য আমার

প্রস্ফুট গোলাপ বলে : দেখো-দেখো সুবর্মা আমার

আমি মহিলা গোলাপ দেখে

দেখে প্রস্ফুট গোলাপ

মনে-মনে বলি :

মহিলা গোলাপ তুমি সুন্দর-সুন্দর

গোলাপ-কামিনী তুমি সুন্দর সুন্দর।

১৯.৪.২০১২

সরে পড়ো

সরে পড়ো ফিরে যাও ধূর্ত স্বজন
অঙ্ককারে ছুরি মারা তোমার স্বত্বাব
দিনরাত নিন্দাবাদ তোমার অভ্যাস
সাহিত্যসঙ্গীত শুনলে মাথা ব্যথা রোজ
কাব্য পাঠ করলে কেউ করো খুব রাগ
বিষকৃত পরোমুখ ভালোবাসা কাকে কয় বোধনি জীবনে
হিংসাবিষে বেড়ে ওঠা মন্ত এক গাছ
ফিরে যাও সরে পড়ো নিষ্ঠুর স্বজন।

সরে পড়ো ফিরে যাও ধূর্ত স্বজন
নিজ বউ শিরোমণি, আঘায়স্বজন সব কুকুর-বেড়াল
ভীষণ বদমাস তুমি টাকা দেখলে উল্লুকের মতো দাও লাফ
স্বার্থসিদ্ধি হলে করো একশো সুরে গান
ভীষণ নিষ্ঠুর তুমি মুখে পদাঘাত
ফিরে যাও সরে পড়ো ঘৃণ্য পামর
তোমার নামেতে পুঁয়বো কুকুর-বেড়াল
ফিরি যাও সরে পড়ো ধূর্ত স্বজন।

২২.৪.২০১২

খাড়া

একদিন তোকে ভালোবাসতাম
আজ ঘুণা করি
তুইও জানিস
আমিও জানি
দীঘনিন ছিলি খাড়া
আজকাল তুই মড়া।

২৪.৪.২০১২

সন্তুষ্ট নয়

যে ধরনের পরিবারে জগ্নেছিস তুই
তোর পক্ষে সত্য বলা সন্তুষ্ট নয়
কথা রাখা বড়ই মুশকিল
তোর কাছে হিরাজিরা পাপগুণ্ঠ তুল্যমূল্য রোজ
কারু পক্ষে মানুষ বানানো তোকে সন্তুষ্ট নয়
রঙ্গের ভিতরে তোর সাগ করে বাস
বাস করে অসভ্য মানুষ—অসংখ্য অসুব।

যে ধরনের পরিবারে জগ্নেছিস তুই
মানুষ বানানো তোকে সন্তুষ্ট নয়
মানুষ বানাতে গেলে লোকে ডাকবে পাগল-ছাগল
মূর্খ বলে ডাকবে লোকজন।

২৪.৪.২০১২

জ্যোতি জ্যোতি শুভ রাত্ৰি

জ্যোতি জ্যোতি মনিতী

জ্যোতি জ্যোতি কীর্তনাম মনোচৃতী ইন্দ্ৰ-পুত্ৰ
জ্যোতি জ্যোতি কীর্তনাম মনোচৃতী ইন্দ্ৰ-পুত্ৰ

জ্যোতি জ্যোতি

জ্যোতি জ্যোতি কীর্তনাম-মনোচৃতী ইন্দ্ৰ-পুত্ৰ
জ্যোতি জ্যোতি কীর্তনাম-মনোচৃতী ইন্দ্ৰ-পুত্ৰ

ঘোর কলি

বরাবর হাসি মুখে লোকটা করে ফোন
দিদিভাই দাদাভাই কেমন আছিস
বাড়ি গেলে আঝীয় স্বজন করে দূর-দূর
একদিন বাড়িতে তার রাত্রিবাস করেছিল বড়দাদা তার
পরদিনই গর্জে বলে : পরিজন পরিচর্যা করে-করে বউ যাবে মারা
পুনরায় এসো যদি দাদা
সঙ্গে কিষ্ট নিয়ে আসবে কাজের-মানুষ
নচেৎ এসো না
তবে কিনা আকর্ণ ছাড়িয়ে হাসি একদিন বলল লোকটা :
সুসংবাদ ছোট ভাগে বড় লোক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমায়
মেয়ের বিয়েতে দেবে ঘাট লাখ টাকা
ভালো হোক ভালো হোক তার হোক আযুশ্মান্
আর-আর আঝীয় স্বজন
মরো-বাঁচো একরত্নি মাথা ব্যথা নেই
ঘোর কলি
চাচা তুই নিজ প্রাণ বাঁচা ।

৩০.৪.২০১২

ঘুম ভাঙ্গে ধ্বংসের খবরে

প্রতিদিন ঘুম ভাঙ্গে
নয়া-নয়া হিরোশিমা নাগাসাকি ধ্বংসের খবরে
কানের ভিতর দিয়ে মর্মে পৌছে পাণ্পত বাগ
খান-খান প্রাণ ।
নয়া-নয়া হিরোশিমা-নাগাসাকি ধ্বংস হচ্ছে রোজ
মানুষ-প্রজাপতি শোনো সময় ফুরাল ।

১.৫.২০১২

ପୁଞ୍ଜବୃଷ୍ଟି

ଏକଳା ସରେ ସନ୍ତୀ ଛିଲେ
ପଞ୍ଚ ରଜନୀ ସୁନ୍ଦରୀ
ଭୁଲେଓ ତୋମାୟ ଟାଚ କରିନି
ସତୀର ଚଢ଼ାମଣି ତୁମି
ଆନ କରେଓ ଚାଲ ଭିଜେନି
ସ୍ଵର୍ଗ ଥିକେ ପୁଞ୍ଜ ବୃଷ୍ଟି ।

ବାସେର କାହେ ଛାଗୀ ବାଗୀ
ମାରୋ-ମାରୋ ବାଘ ହୟ
ନିରାମିଶାଶି ସମ୍ଯାସୀ
ସତୀର ଚଢ଼ାମଣି ତୁମି
ଆନ କରେଓ ଚାଲ ଭିଜେନି
ସ୍ଵର୍ଗ ଥିକେ ପୁଞ୍ଜ ବୃଷ୍ଟି ।

୩.୫.୨୦୧୨

ପୁଞ୍ଜବୃଷ୍ଟି ପାତ୍ର

(ପ୍ରକାଶ) ପ୍ରକାଶକ

ପ୍ରାତି ପାତ୍ର

ନିଜ ଭୌଲୁ କାହିଁ ନିଜାଜୟକଣେ
ନିଜାଜୟକଣେ ନିଜ ଭୌଲୁ କାହିଁ ନିଜାଜୟକଣେ
ନିଜାଜୟ ନାହିଁ ତାହାର ନାହିଁ ନିଜାଜୟ
ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ
ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ

୧୯୦୧୨

নিজে হও সুচরিতা

একশো প্রেম করে নারী গর্জে বলে
কবিগণ বিশ্বাস ভাজন নয়, স্বভাব প্রেমিক
নারী দেখলে উল্টোপাল্টা কথা বলে, উচ্চাদ-উচ্চাদ
তাহাদের শিরোমণি রবীন্দ্র ঠাকুর
তাঁরও ছিল চরিত্র খারাপ
যদিচ কবিতা তাঁর রসোভীর্ণ
লোকটা ছিল না কিন্তু স্বভাবসুন্দর।
শোনো শোনো বহুপ্রিয়া—অনেকবল্লভা
প্রথমত নিজে হও সুচরিতা—সতী সাধী সীতা
তারপর করিব স্বভাব নিয়ে করবে আলোচনা
জেনে রাখো বহুপ্রিয়া
আগনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।

৫.৫.২০১২ (মুঘাই)

কোথা আছে...

বিশ্বাসভাজন লোক দুর্লভ এখন
জ্ঞানীজনও আজকাল আট-আনা বিশ্বাস-ভাজন।
আজকাল দিনে রাতে সমান আঁধার
পথচলা কঠিন এখন
কারাবাস যেন এ জীবন
কোথা আছে পৃণ্যতীর্থ শাস্তির ভূবন?

৭.৫.২০১২

কবীশ পরিত্ব

জেনে গোছি ভালো-দেবতার মতো মহৎ হৃদয়,

আলোক-পিগাসু জনে ভালোবাসো খুব।

সাধারণ কবি আমি, সহচর তোমার, কবীশ;

আলো-পথযাত্রী জেনে অবলীলাক্ষমে তুমি করেছ প্রহণ।

‘তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ’,

নমস্কার, নমস্কার তোমাকে কবীশ।

শব্দযাত্রা বৃষ্টিভেজা পুষ্পের মিছিল;

ঈশ্বরীয় অন্যায়ের জুলজ্যাণ্ড প্রতিবাদ তোমার ইবলিশ;

বিযুক্তির স্থেদরক্ত শিঙ্গিত সাম্যের মহাগান;

নায়ীর সূপক্ষে তোমার পরশুরাম ধরে ধনুর্বাণ;

তোমার অলর্ক বলে : টাকা মাটি, রাজ্যরাজা সব ধূলোবালি।

জেনে গোছি, তোমার অনেক সৃষ্টি অজর-অমর;

নমস্কার, নমস্কার তোমাকে কবীশ।

সাধারণ কবি আমি, সহগামী তোমার, কবীশ।

৯.৫.২০১২

বাবরের প্রার্থনা

মন জুড়ে মেষ ঝাড়ো মেষ
সন্তানের ভীষণ অসুখ
অহরহ কী যে ব্যথা কুরে-কুরে থায়
একমাত্র জানেন ঈশ্বর
অহরহ চোখ দিয়ে দরদর বেয়ে পড়ে জল
জল নয়, ফুলকি আঙুনের
মরি-মরি বেদনা অপার
ঈশ্বর প্রার্থনা শুধু সৃষ্টি রাখো সন্তান আমার
বিনিময়ে নিয়ে যাও আমার এ প্রাণ
শোনো শোনো প্রার্থনা আমার
চিরতরে চুরি করো বেদনা অপার
সন্তানের ভীষণ অসুখ।

৯.৫.২০১২

সত্যমিথ্যা সমাচার

মিথ্যার কী বাহারে চেহারা আন্তরে আটখানা রোজ
কারণ-কারণ আছে সত্যের সে প্রতিদ্বন্দ্বী পল-অনুপল
প্রহরে-প্রহরে সত্য মুখে তার হিসি করে গায় ফেলে খুতু
এইসব দৃশ্য দেখে অসম্ভূত মিথ্যা প্রতিক্ষণ চলে
রূপকথায় বর্ণিত রাজপুত্রের মতো
সত্য সন্ধাটের মতো চলে সবখানে তার জয়-জয়কার
সত্যের স্বরূপ দেখে মিথ্যারও জেদ চাপে ঘাড়ে
বলে ওঠে আমি রাজার চেয়েও বেশি সম্মানিত
কত রাজা মহারাজা মহামন্ত্রী আমাকে কুর্নিশ করে
সিংহাসনে বসিয়ে প্রত্যহ দেবতার মতো করে পূজা
জনতার সিংহভাগ ভক্ত আমার।

মিথ্যার শরীরে মুখে খুতু ফেলে সত্য প্রতিদিন
তাতে তার জক্ষেপ নেই—সহাস্যে চেঁচিয়ে বলে :
অজর-অমর আমি প্রতি লোকালয়ে অনেক অনেক আমার অনুগামী জন।

১৪.১.২০১২

অভিশাপ

বাঙ্গা তুই ফোন করে
কৃশ্ণল সংবাদ নিস সপ্তাহে দুবার,
আমার পয়সার অভাব
ফোন করে খবর নেয়া সন্তুষ্ট নয়।
দাদা, তুমি রিটায়ার্ড আই. টি. আই. প্রফেসর।
তোমার পয়সার অভাব?
আমি এ. জি. আসামের
অবসর-প্রাপ্ত সেকশন অফিসার।
আমার পয়সা আছে খুব?
দাদা কন : বাঙ্গা তুই বেয়াদপ, ফাজিল ছোকরা
উলটাপালটা কেবল বকিস
আমি তোর গুরুজন। আমার খবর নেয়া
অতি-অতি কর্তব্য তোর
তা নাহলে মরিস-মরিস তুই
দিছি অভিশাপ।

১৬.৫.২০১২

ডুবে গেছে দেশ

আজকল

শতকরা একশো জন ভণ্ড-পথান
নয় তারা এক-আনা বিশ্বাস ভাজন
গুণরাজ নেতাহীন রাজাহীন দেশ
সেকারণে ধূর্তদের ভণ্ডদের বেকসুর মাপ
তাহাদের ডেকে এনে রাজপথে কেউ
বেআঘাত করে না এখন
চোর-জুচোর এখন দেশের চালক
তাহাদের রক্ষাকর্ত
রাজ্য-রাজ্য নপুংসক ভণ্ড সরকার
মহাসাগরের জলে ডুবে গেছে দেশ।

২০.৫.২০১২

শহর শিলং তোমাকে আমার মনে পড়ে শ্বেত
পাগলা হাওয়ায় পাইন বন গায় ঝুরু-বুরু গান
আকাশে-আকাশে রঙ-বেরঙের মেঘের হাসি
ফেনিল প্রপাত প্রাণমন করে পাগল।

শহর শিলং বর্ষার দিনে ঘিরি-ঘিরি-ঘিরি আঝোরে বৃষ্টি
আকাশে-আকাশে মেঘের বাহিনী
সজল সবুজ পাইন গাছগুলি
ভিজে শপশশে তোমার রূপ মনোহর অতি মনোহর।

শহর শিলং সন্ধ্যায় ওঠে সোনালি চাঁদ; ফুলদল বারে বাতাসে
জ্যোৎস্না রাতে মায়াপুরি তুমি
শীতের রোদে ইরক নগরী
বসন্ত-দিনে পাইনবন গায় ঝুরুবুরু গান কী মধুর তার সুর।

শহর শিলং তোমাকে আমার মনে পড়ে শ্বেত
তোমাকে আমার মনে পড়ে সবুজ শিলং।

২৫.৫.২০১২

জীবন মরণ

চতুইপাথি ভয় পেয়ে তুই
ভাগিস কেন
জানিস না তুই তোকে আমি
ভীষণ ভালোবাসি
ফুড়ুৎ করে আসিস তুই
ফুড়ুৎ করে বাস
পাথি রে তোর চলা ফেরায়
জীবন মরণ দেখি।

১৮.৬.২০১২

সত্যবন্ধ পূজা

সাহিত্যজগতে যারা করে রোজ অনুত্ত ভাষণ,
নিজ স্বার্থে কা-কা ধ্বনি করে তারা প্রতি রাত-দিন
ঘোলা জলে মাছ ধরে খান করে সাহিত্যভুবন;
একাধারে সন্দ্রাসবাদী তারা, কেটি কুস্তা, হীন।
সাহিত্যসাধকগণ বিষ্টাবৎ পরিভ্যাগ করে ভগুদল,
উদয়-সূর্যের দিকে দৃষ্টি রেখে হন অগ্রসর;
ডান হাতে ফুটে উঠবে পারিজাত, বাম হাতে ষর্গকমল
সমূহ রন্সিকজন মনে-প্রাণে করবে সমাদর।

সাহিত্যজগতে যারা কা-কা ধ্বনি তুলে করে দৃষ্টি আকর্ষণ,
কোয়েলের স্বর শুনে তারা হয় নিমেষে উধাও;
সুন্দরের মুখ দেখে নিঞ্জ তারা করে পলায়ন;
সাহিত্যসাধকগণ, মাড়ে-মাড়ে, সত্যবন্ধ সত্যের সহায়।
সাহিত্যজগতে সুধী, অশুভ সন্দ্রাসবাদ অচল-অচল,
শুধু সত্যবন্ধ পূজা করে গেলে ব্রহ্মকমল।

২৭.৬.২০১২

বিশ্বরূপা নও

নিম্ন পদ্ধতি

প্রথম পরিচয়

তোমাকে না দেখে সূর্যাস্ত দেখছি বলে

ফিরিয়ে নিলে মুখ;

মনে রেখো নারী, তুমি বিশ্বরূপা নও

আমি দেখছি বিশ্বরূপার

অপরূপ মুখ।

২৮.৬.২০১২

বিচারক সমীপেষ্য

সাহিত্য-জগতে আজ

সত্য-মিথ্যা একাকার

মিথ্যারই জয়-জয়কার

সাহিত্য-জগতে আজ ঢুকে গেছে সংখ্যাহীন ফন্দিবাজ লোক

মাননীয় বিচারক তাহাদের গুরু দণ্ড দিন।

আজকাল সাহিত্য ব্যবসা করে

পুণ্যশ্লেষক ব্যক্তি নয়, মিথ্যাচারী লোক

জোঁক পোকা হাজার কুণ্ডির

ঘুনে-ধৰা লোক

মাননীয় বিচারক তাহাদের গুরুদণ্ড দিন।

সাহিত্য-জগতে আজ মণি-মৃত্তি ছাপি-পাপা বস্তুত দুর্ভ

জুলজুল মেঁকি সোনা সাহিত্য বাজার আজ করেছে দখল

মিথ্যাচারে রমরমা সাহিত্য জগৎ

আঁধার শাসন করে সত্যের দেশ

মাননীয় বিচারক তদন্ত পূর্বক

সাহিত্য-জগতে আসা ভণ্ডদের প্রাণদণ্ড দিন।

২৯.৬.২০১২

শাবাশ ! শাবাশ !

তামাক সিঁক

বাংলার ঘরে-ঘরে বউ-পাগলা লোক
বাঙালির ঘরে-ঘরে বউ-পাগলা লোক
বধূ-প্রান, বধূ-ধ্যান, বধূ-চিঞ্চামণি
শাবাশ-শাবাশ বাংলা শাবাশ বাঙালি ।

১.৭.২০১২

বধূ-চিঞ্চামণি জনৈ ঘ
জনৈ প্রান ত্বরে মাঝে মাঝি জনৈ
জনৈ প্রান মাঝে শক্তি জনৈ
জনৈ প্রান জীব জীব
জনৈ প্রান মৃত্যু মৃত্যু
জনৈ প্রান চৰোনি জীব জীব

১.৭.২০১২

বিষগাছ

সিগারেট খাবেন না
সিগারেট মারাঞ্চক অপকারী
সিগারেট খেয়ে ছেট ভাই মারা গেছে লাঙ্গস ক্যানারে
বড় ভাই মারা গেছে লাঙ্গস ক্যানারে
দুলাভাই মারা গেছে লাঙ্গস ক্যানারে
ছেট শালা মারা গেছে লাঙ্গস ক্যানারে
বাবু-জেন্ট মারা গেছে লাঙ্গস ক্যানারে

সিগারেট খাবেন না
সিগারেট মারাঞ্চক অপকারী
নাম তার বিষগাছ
নাম তার অকাল মরণ ।

২.৭.২০১২

বধূ-চিঞ্চামণি জনৈ প্রান মাঝে শক্তি জীব
জনৈ প্রান ত্বরে মৃত্যু মৃত্যু জীব জীব
জনৈ প্রান মাঝে শক্তি জীব জীব
জনৈ প্রান ত্বরে মৃত্যু মৃত্যু জীব জীব
জনৈ প্রান মাঝে শক্তি জীব জীব
জনৈ প্রান ত্বরে মৃত্যু মৃত্যু জীব জীব
জনৈ প্রান মাঝে শক্তি জীব জীব

বধূ-চিঞ্চামণি জনৈ প্রান মাঝে শক্তি জীব
জনৈ প্রান ত্বরে মৃত্যু মৃত্যু জীব জীব
জনৈ প্রান মাঝে শক্তি জীব জীব
জনৈ প্রান ত্বরে মৃত্যু মৃত্যু জীব জীব
জনৈ প্রান মাঝে শক্তি জীব জীব
জনৈ প্রান ত্বরে মৃত্যু মৃত্যু জীব জীব

স্থায়ী বাড়ি

এ জীবন নিমেষের খেলা
লাল নীল দিনগুলি হয়ে যাবে হাওয়া
নীলাকাশ আসল ঠিকানা
এই আছি, এই নেই
গেস্ট হাউসে বাস
স্থায়ী বাড়ি নীলিম আকাশ।

৭.৭.২০১২

জাদুরাজ্য নয়

সাহিত্য জগৎ নয় জাদুরাজ্য, জাদুর মুক্ষুক
যে নিমেষে ফলবে সোনা মাঠে-মাঠে রোজ :
জন্মভর কৰ্ষণ করে ভূমি মেলে কিছু সোনার ফসল।
নিজেকে ভাবেন যাঁরা দক্ষ জাদুকর
আশ্চর্য! ভাবেন তাঁরা পলকেই গাছে-গাছে ফোটাবেন ফুল;
ভুল-ভুল, তাঁরা আজও অস্তহীন অঙ্ককারে করছেন বাস;
রাজা নয়, তাঁরা শুধু রঙমঞ্চে করছেন নৃপতির পার্ট,
কুর্নিশ করে না তাই ভুলেও রসিক।

সাহিত্যভূবন নয় জাদুরাজ্য, জাদুর জগৎ;
এ জগতে যাঁরা শুধু শুদ্ধমতি, সত্যব্রত লোক
প্রাণ ভরে সুন্দরের আরাধনা করেন প্রত্যহ,
কালের কপোল তলে তাঁরা রোজ শুভ সমুজ্জ্বল;
মৃত্যুহীন প্রাণ তাঁরা, উজ্জ্বল পুরুষ
সাহিত্য-কাননে তাঁরা চিরজীব বট।

৭.৭.২০১২

ଗୋରୀ ହାସେ ଗୋରୀ କାଁଦେ

ମାନ୍ଦିଲ୍ ୧୩

ଗୋରୀ ହାସେ ଗୋରୀ ନାଚେ
ଗୋରୀ ସଙ୍ଗେ ଦାଦୁ ଖେଳେନ ବଲ
ଗୋରୀ ଚେଂଚାଁ ଗୋରୀ କାଁଦେ
ଆଦର କରେ ଦାଦୁ ବଲେନ
କାଁଦତେ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୋନା ବୋନ
ଏସୋ-ଏସୋ ଆବାର ଖେଲି ବଲ
ଏକ୍ଟୁ ପରେଇ ଏସେ ଯାବେନ ମାତ୍ରୀ ସୋନା ଧନ ।

୮.୭.୨୦୧୨

ସାଂବାଦିକ

ସାଂବାଦିକ ସବଜାଣ୍ତା
ପୃଥିବୀର ସବ କିଛୁ ତାର ନଥଦର୍ପଣେ
ମାହିତ୍ୟ-ସାଗର ତିନି ବିଦ୍ୟାର ସାଗର
ନିଜ ଗୁଣ ଗାନ ତିନି ସନ୍ତୁମ ସରେ
ଜ୍ଞାନବ୍ରକ୍ଷ ତିନି
ଝାଡ଼ୀ ଦିଲେ ସୁଧାଫଳ ଘରେ ।

ସାଂବାଦିକ, ବିଶ୍ଵକୋଶ ପ୍ରଣାମ-ପ୍ରଣାମ
ବିଦ୍ୟାର ସାଗର-ନଦ ପ୍ରଣାମ-ପ୍ରଣାମ ।

୯.୭.୨୦୧୨

হব ক্রীতদাস

এই দেশে তিন লাখে একটি মানুষ
তাঁর জন্য হাতে মণিহার
যদি দেখা হয়
পদধূলি নিয়ে তাঁর কঠে দেব হার
পা দুখানি রাখব মাথায়
হব আমি তাঁর ক্রীতদাস।

১২.৭.২০১২

স্বাক পিণ্ডি মোহু পিণ্ডি

ব্যাপ পিণ্ডি প্রথম পিণ্ডি
প্রথম প্রথম মুন প্রথম পিণ্ডি
প্রথম পিণ্ডি প্রথম পিণ্ডি
প্রথম প্রথম প্রথম পিণ্ডি
প্রথম প্রথম প্রথম পিণ্ডি
প্রথম প্রথম প্রথম পিণ্ডি

বিশ্ববিদ্যান

ফুড়ুৎ করে পাখির মতন সবাই যায় উড়ে
তাঁর জন্যে দৃঢ় করো কেন রে সোনাভাই
যে জন যায় সে আসে না মাটির দেশে ফিরে
যে জন বেঁচে সে যেন তমাল-আয়ু পায়
এসো রে ভাই সবাই মিলে চেষ্টা করি তার
ফুড়ুৎ করে পাখির মতন সবাই যায় উড়ে
নিরবধি কাল এ যে বিশ্ববিদ্যান।

১৫.৭.২০১২

দেশ চলে বেশ চলে

চীফ মার্গে মার্গে

শতকরা একশো জন গাঁথ গাধা

মার্জার শৃগাল

উলুক ভলুক

দেশ চলে বেশ চলে সাবাস ! সাবাস !

জয়-জয় বিধায়ক-সাংসদগণ ।

শতকরা একশো জন দুর্যোধন

দুঃশাসন

কংসের চর

জরাসন্ধ জন

দেশ চলে বেশ চলে বাহবা ! বাহবা !

জয়-জয় বিধায়ক-সাংসদগণ ।

১৬.৭.২০১২

নামকাওয়ান্তে কাব্য

চীফ

ছন্দোবক্ষে বন্দি হতে কষ্ট খুব

পদ্যকার গদ্যে লেখে নামকাওয়ান্তে কাব্য

শোনে না রসিকজন, বলে : কী অশ্রাব্য

বলে তারা শুনতে চাই বাপ্পেবীর মধুর নিঝুণ

পদ্যকার বলে ওঠে : আমরা সেকেলে নই

গদ্যে লিখি পদ্য আমরা, অতি-আধুনিক

বলেন রসিকজন : যাই তবে যাই

লিখুন মশাইগণ নামকাওয়ান্তে কাব্য ।

১৭.৭.২০১২

হাজার-হাজার কবি

হাজার-হাজার কবি
কেউ সাজে মাইকেল, কেউ সাজে রবি
কেজি দরে বিক্রি হয় কবিতার বই
কেউ বলে পাঞ্চি-বিষ্ঠা, কেউ বলে ছাই
কেউ বলে আষ্ট্রেণ্টা, কেউ বলে পাঁই।

ହାଜାର-ହାଜାର କବି
କାବ୍ୟଭୂମେ ଲଞ୍ଛୀ ନୟ, ଅଲଞ୍ଛୀ ସଚଳ
କେଜି ଦରେ ବିକିତ ହୁଯ କବିତାର ବୈ—
ବ୍ୟା-ବ୍ୟା ଧନି, ଭ୍ୟା-ଭ୍ୟା ଧନି ରୋଜ
ହାଜାର-ହାଜାର କବି । ନିଷ୍ଠୀବନ କବିତାର ବୈ ।

20.9.2022

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

যে সময়টায় বাস করছি
এ তো মৃত্যু সংবাদেরই সময়
বেঁচে আছি;
এটাই আশ্চর্য!

20.9.2022

ଶୁନୁନ-ଶୁନୁନ

ଶୁନୁନ-ଶୁନୁନ

କବିଜନ କବିଗଣ ଶୁନୁନ-ଶୁନୁନ
 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରେ କେନ ଥାଚାର କରନୁ
 ବନ୍ଦଭୂମେ ଆଜି ଓ ଆହେ ରସିକ ଥିଲୁର
 ଆପନାର କାବ୍ୟ ଯଦି ରାମେ ଭରପୂର
 କାନ ହବେ ଝାଲାପାଳା ଶୁନେ ସାଧୁବାଦ
 ରାଜାର ସମ୍ମାନ ପାବେ ସବ କବିଠାଦ ।

ଶୁନୁନ-ଶୁନୁନ

୨୩.୭.୨୦୧୨

ମନେ-ମନେ

ଖିଡ଼କି ଦିଯେ ଦେଖି ରୋଜ
 ଲତାନୋ ଫୁଲେର ଗାଛ
 ଗାଛେ-ଗାଛେ ଥ୍ରେଷ୍ଟିତ ଫୁଲ
 ହାତ ତୁଲେ ଡାକେ ତାରା ସହଚରଥୀଆୟ
 ମନେ-ମନେ କଥା ବଲେ
 ମନେ-ମନେ କଥା ବଲି ଆମି
 ହଦୟ ଜୁଡ଼ାଯ
 ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଲୋକେ ଢଲେ ପଢ଼େ ଚେତନା ଆମାର ।

୧.୮.୨୦୧୨

একটি সাদাসিধে ছবি

ছবিটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি
ধূতি-পরিহিত রবীন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্র সেন পাশগাঁথি বসা
দীনেশচন্দ্রের বাম পাশে নয়, ঠিক সামনেও নয়
এমনি অবস্থায় বসা অবগুঠনহীনা এক নবীনা
রবীন্দ্রনাথের পাশেও নয় ঠিক সামনেও নয়
এমনি অবস্থায় বসা অবগুঠনবতী দুজন অঙ্গবয়স্ক মহিলা

একজনের গলায় রজনীগন্ধার মালা
রবীন্দ্রনাথ আমার ঠাকুরদার বয়সী
দীনেশচন্দ্র সেনও আমার ঠাকুরদারই বয়সী
সুতরাং এদুজনকে আমার ঠাকুরদার
বক্ষ বলে ভেবে নিতে পারি
বসে-থাকা অন্য তিনজন ভদ্রমহিলাকে
আমার ঠাকুমার সাথি বলেও ভেবে নিতে পারি
আশা করি এ ব্যাপারে কেউ আপত্তি করবেন না
কারো আপত্তি থাকলে বলবেন
আমার চিঞ্চাধারা পালটে নেব।

১১৮.২০১২

ପ୍ରାର୍ଥନା

ଏଥନ ବିକେଳ
ପଞ୍ଚମେର ଆଲୋ-ସ୍ନାତ ଫୁଲେର ବାଗାନ
ଫୁଲ ଦୋଳେ, ପାତା ଦୋଳେ ଧୀର ସମୀରଣେ
ଓଡ଼େ ମଧୁକର
ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋହର
ହଦୟ ଜୁଡ଼ାଯ
ଫୁଲ-ପାତା ହେ ଆୟୁଷ୍ମାନ
ମଧୁକର ହେ ଆୟୁଷ୍ମାନ
ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମାର ।

୧୫.୮.୨୦୧୨

ବୈଜ୍ୟନ୍ତୀଧାମ

ଦରକା ହାଓୟା
ଗାଛଗୁଲି ମେଲ ଦିଲ ଏନ୍ତାର ସବୁଜ
ଫୁଲଗୁଲି ପାତାଗୁଲି ମେଲେ ଦିଲ ଝାପ
ଶୁନଗୁନ ଗାନ କରେ ଓଡ଼େ ଥ୍ରିଜାପତି
ପ୍ରାଣପାଥି ଗାନ କରେ ସୁରତାଲମୟେ
ମନେ ହୟ ଏ ଜଗନ୍ତ ବୈଜ୍ୟନ୍ତୀଧାମ ।

୨୫.୮.୨୦୧୨

সঞ্জীবনীধারা

কী যে মোহ সৃষ্টি করে
রৌপ্রাণোকে বালমল ফুলের বাগান
ফেরাতে পারি না চোখ
বার-বার দেখে তার রূপ অপরূপ
সঞ্জীবনীধারা বয় হাদয়ে আমার
সত্তা ভাসে দুঃখনদী মন্দাকিনীশ্রোতে।

২৫.৮.২০১২

অলকা নগর

ভালে বসে পাখি ডাকে নির্জন দুপুর
এই দৃশ্য অতি মনোহর
পৃথিবীকে মনে হয় স্বপ্নের দেশ এক
অলকা নগর।

২৯.৮.২০১২

কেন ঘৃণা

জেনে রেখো কেন আমি ঘৃণা করি তোমাকে সুন্দরী;
একশো স্বার্থে বেজে ওঠে তোমার কঙ্কণ,
দুশো স্বার্থে পড়ে করো মধুর গুঞ্জন;
জেনে গেছি, তুমি তো মানুষী না, অসত্য বাসুরী।
নিজ স্বার্থে মত রোজ, আঘাতপ্রেমে উচ্চাদ-উচ্চাদ;
পুত্রকন্যা স্বামী ভিন্ন কেউ নয় তোমার আপন;
যে তোমার তালে-তালে তাল দেয়, সেজন স্বজন;
অস্ত্রাঘাতে কাটি তোর জিহ্বাখানি, মনে বড় সাধ।

তত্ত্বিতে না, মুখে তুমি রামকৃষ্ণ-সারদায় বুঁদ;
সে কারণে শিবজ্ঞানে জীবসেবা ভালুলাগে না তোর;
সর্বজন আঘাতবৎ দেখতে গেলে মেষ-গুড়গুড়;
স্বার্থ তোর ধর্মমোক্ষ আলো জ্যোৎস্না রোদ।
শেববার বলছি তোকে স্বার্থকীট বজ্জাত স্বজন,
প্রথমে মানুষী হও তারপর ললিত ভাষণ।

৩৯.২০১২

মানুষ হও

তুমি কি মানুষ?
ঘরে রেখে জ্ঞানাঙ্গ বেহঁশ দয়িত
মধ্যরাতে কড়া নেড়ে প্রেমে দাও ডাক
যাও ফিরে যাও তুমি নিষ্ঠুর পামরী
তোমরা জন্য নয় আমার প্রণয়
স্বামীটির সেবা করে হও তুমি প্রাকৃত মানুষী।

৩৯.২০১২

আমার কবিতা

আমার কবিতা নয় কল্পনা বিলাস;
বাস্তবের বৃক্ষে ফলা তেতোমিঠা ফল।
কেউ বলে শিরে রাখো, কেউ বলে জল
কেউ বলে মধু-মিঠা, কেউ ছাইপাঁশ।
আমার কবিতা জুড়ে আলো-কালো নারী করে বাস;
কেউ-কেউ বলে তাই ভালো নয় কবির স্বভাব,
প্যান-প্যান করে রোজ, জ্বালাময়ী লেখার অভাব
কেউ বলে নারী নিয়ে লেখে বেটা কামিনীর দাস।

মাটি ফুঁড়ে উঠে আসে আমার কবিতা,
সুযমার আলো-রঙে আঁকি মুখ তার
নয় বন্ধু, তালে-ভিলে গড়ে-তোলা কল্পনা-পাহাড়,
রামধনু রঙে আঁকা মায়াবী বিনিতা।
সত্যের আলোয় বসে করে গেছি কবিতা নির্মাণ,
জানি আমি, কিছু তার উজ্জ্বল-অঞ্জন।

৬.৯.২০১২

দেশভাগ

দেশভাগ তরঙ্গিত ব্যথা পারাবার

আসমুন্দ বেদনা-পাহাড়

কেউ যদি বলো : রূপ দাও, ছবি আঁকো তার

থেমে যায় অসহায় আমার কলম

অগ্নিকুণ্ডে পড়ে কাঁদে আমার হৃদয়

সাগর-অনলে পোড়ে আমার হৃদয়

ছিমভিন্ন প্রাণ

অস্থি-মজ্জা খান-খান-খান

অঙ্কর সাগরে ভাসে অস্তিত্ব আমার

দাঁড়াতে পারি না আমি সব ছারখার

দেশভাগ তরঙ্গিত ব্যথা-পারাবার

আদিগন্ত নভস্পৃক বেদনা-পাহাড়।

১২৯.২০১২

আমানুষী

জেনে গেছি আমানুষী আপদমন্তক।
তোমার জন্য নয় আমার প্রণয়;
স্বার্থগৃহু, ফলিবাজ, লোক ভালো নয়;
পোড়োবাড়ি, পোড়োজমি, ছেঁড়া শাড়ি এক।
চোখে তোর আলো নয়, আলেয়া সুন্দরী,
স্বরে তোর গুরুগুরু মেঘ ডাকে রোজ।
হাসি তোর ঝরে-পড়া ধ্বল সরোজ;
তোর সঙ্গে প্রেম নয় আকাট বান্দরী।

যা-যা ফিরে ধূর্ত নারী শয়তানি তুই,
রক্ষে তোর বাস করে হাজার পাপাঞ্চা,
দিনরাত সঙ্গী তোর অজস্র দুরাঞ্চা,
একশো জয়ে হবে না তো অশ্ফুটিত জুই।
যা-যা ফিরে দুষ্ট নারী বজ্জাতের বাড়,
প্রেম নয়, তোর চাই যষ্টির প্রহার।

১২৯.২০১২

মানুষ প্রজাতি আজ

মানুষ-প্রজাতি আজ পশুবৎ করে আচরণ;
মানুষের বেশ ধরে চলে তারা, পশুরও অধম
করেছি হাজার পাপ, সে কারণে মনুষ্য জন্ম;
চারপাশে পশু-পশু, দিনরাত নরকে ভ্রমণ।
ঘরে-ঘরে অমানুষ, ঘরে বাইরে শুধু অমানুষ
অমানুষে ছেয়ে গেছে ভৃ-ভারত, জগৎ-সংসার;
প্রেমহীন ঘরবাড়ি ছাইপাঁশ, সব ছারখার;
যত্রত্র ছাত্রাকের মতো দৃশ্য কালিমা-কলুষ।

মানুষ প্রজাতি আজ হারিয়েছে মানবতা তার
কী আছে কী আছে তার রাত্রিদিন অঙ্ককারে বাস
নরলোক দেবভূমি নয় আজ, পশুর আবাস
ঘরে-ঘরে খাই-খাই ধৰনি শুধু, সর্বত্র আঁধার
রিষ্ট নিঃস্ব মনুষ্যপ্রজাতি করে অঙ্ককারে বাস
মা-জননী পৃথিবীর উঠে গেছে দীর্ঘ নাভিষ্ঠাস।

১৩.৯.২০১২

ହାଡ଼େ-ହାଡ଼େ ବଦମାଶ

ଜେଣେ ଗେଛି ହାଡ଼େ-ହାଡ଼େ ବଦମାଶ ଆନ୍ତ ଅମାନୁସ,
ତୋକେ ଆମି ସୃଗୀ କରି, ଭାଲୋ ଆମି ବାସି ନା ସୁନ୍ଦରୀ;
ତୋର ନାମେ କୁକୁର ବେଡ଼ାଲ ପୋଷା ସଙ୍ଗତ ବାନ୍ଦରୀ।
ଅଧିମ-ଅସୁରୀ ତୁଇ ଭୁଲଜ୍ୟାନ୍ତ କାଲିମା କଲୁବ ।
ମନେ-ମନେ ମୁଖେ ତୋର ହିସି କରି ଦିନେ ଦୁଶୋ ବାର,
ନିଷ୍ଠୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ତୁଇ ନଷ୍ଟଚାନ୍ଦ କଠଭରା ବିଷ,
ତୋକେ ଆମି ଶକ୍ତିଜାନେ ସୃଗୀ କରି ରୋଜ ଅହରିଶ,
ସପଣିର ମତୋ ହିଂସ, ତୋର ଚାଇ ଲାଠିର ପ୍ରହାର ।

ନିଷ୍ଠୁରା ଝାପସୀ ତୁଇ, ମନେ ପାଗେ ସୃଗୀ କରି ରୋଜ,
ତୋର ନାମେ ଜ୍ଞାଲା ଓଠେ, ହାଯନା ଚରେ ହନ୍ଦରେ ଆମାର ।
ତୋର ଗନ୍ଧ ସର୍ବ ଅଙ୍ଗେ ଖରଶ୍ରୋତା ନଦୀର ପ୍ରବାହ,
ରାତ୍ରିଦିନ ତୁଇ ସେଇ ଫୌଣ୍ଡା ଥେକେ ବାରେ-ପଡ଼ା ପୁଁଜ ।
ନିଷ୍ଠୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ଏକ; ହାଡ଼େ-ହାଡ଼େ ବଦମାଶ ତୁଇ
ମନେ-ପାଗେ ତୋକେ ଆମି ସୃଗୀ କରି ଭେବେ ତୁଳ୍ଛ ପୁଇ ।

୧୩.୯.୨୦୧୨

এল শেষদিন

মিথ্যাচারে পেকে গেছে এখন মানুষ
মানুষের মূলধন শঠতা এখন
সভ্যতা কদিন বাঁচবে এল শেষদিন।

ব্যভিচার অনাচার ভালোবাসে লোক
দুরাচার ভালোবাসে এখন মানুষ
সভ্যতা কদিন বাঁচবে এল শেষদিন।

২৫.৯.২০১২

কৃষ্ণচূড়া

নতুন বধূর মতন অপরূপ রূপ তোর
কৃষ্ণচূড়া গাছ
সবুজ শরীর জুড়ে ফুটে আছে লক্ষ রাঙা ফুল
সালাকরা নারী যেন হাতছানি দেয়
অপূর্ব মুখশ্রী তোর কৃষ্ণচূড়া গাছ
নবীনা নারীর মতো রূপ অপরূপ
চোখ ভরে রূপ দেখে ছন্দে লেখে কবি
কবিতা সুন্দরী বলে ডাকে বার-বার।

২৯.৯.২০১২

মৌক চূড়া-চূড়া

মৌক চূড়া-চূড়া চূড়া-চূড়া
মৌক চূড়া-চূড়া মৌক চূড়া-চূড়া
চূড়া-চূড়া কাতমান ঝোকচূড়া-চূড়া
চূড়া-চূড়া চূড়া-চূড়া গাছবীজ
গাছবীজ চূড়া-চূড়া মৌকাচূড়া-চূড়া
চূড়া-চূড়া চূড়া-চূড়া চূড়া-চূড়া
চূড়া-চূড়া চূড়া-চূড়া চূড়া-চূড়া

আধুনিক

ভবের বাজারে আমি পেয়েছি অনেক
পেয়েছি অনেক বার রাজার সম্মান
নারী সঙ্গে রঙরসে কাটিয়েছি দিন
নিজেকে কবীশ বলে করেছি প্রচার
হিংসা করি লোকজন
মুখে বলি মানবতা ধর্ম আমার
ভাল লাগে না অন্য কিছু
নিজের প্রচার করে দ্রাক্ষারস করি রোজ পান
আধুনিক লোক আমি
অপকর্ম অপগুণ স্বধর্ম আমার।

৩০.৯.২০১২

ঘরে-ঘরে কবি

বাংলার ঘরে-ঘরে মুখ্য কবি আজ।
বঙ্গভূমি আলো করে লক্ষ কবি জন;
অনেকেরই নামডাক প্রচুর-প্রচুর,
অটিরাখ হয়ে যাবে রবীন্দ্র ঠাকুর,
কিংবা জীবনানন্দ দাশের পুনরাগমন;
তবে-তবে পূর্ণ হবে সন্তুকাণ্ডে নব্য রামায়ণ
ঘরে-ঘরে কবিদের জন্মদিন হবে উদ্যাপন।
বঙ্গভূমি আলো করে লক্ষ কবি জন।

৩০.৯.২০১২

কবিবর নীলমণি ফুরুন

[অঙ্ককারে আলো হাতে ভার্জিনের মতো পথ দেখাতেন কবি নীলমণি]

শ্রদ্ধাঞ্জলি নমস্কার কবি নীলমণি,
আপনার কাছে আমি বহু ঝাগে ঝাগী;
অঙ্ককারে আলো হাতে রোজ মহাশূণী,
ভার্জিলের মতো পথ দেখাতেন আপনি।
কবিবর করি রোজ স্তুতি আপনার,
আমার চলার পথে অগ্রজের মতো
সোনাখরা উপদেশ দিতেন সতত;
আমার অজস্য লেখা ফলশ্রুতি তার।

নমস্কার ! নমস্কার ! কবি নীলমণি,
হাদয়ের শীর্ষে রোজ আপনার স্থান;
মনোভূমে চল্পতুল্য উজ্জ্বল অঙ্গান,
আপনার বদ্ধনা করি রোজ গুণমণি।
শ্রদ্ধাঞ্জলি নমস্কার কবি নীলমণি,
আপনার কাছে আমি বহু ঝাগে ঝাগী।

১০.১০.২০১২

কবিবর নবকান্ত বরয়া

কবিবর নবকান্ত প্রতিদিন আপনার আনাগোনা হাদয়-আলয়ে;
ভুলিতে পারি না আমি কী যে স্মেহ করিতেন আপনি আমায়;
প্রায়শ বলতেন আপনি : “নিজের মতন করে যাও—লেখে যাও
অবিলম্বে স্থান করে নাও প্রিয়, বঙ্গভূমে বাংলার হাদয়ে;
হবে না জগৎ খ্যাত রাত্রিদিন ভূরি-ভূরি অনুবাদ করে,
লেখে ভালো; তোমার মতন লেখে কবি করে বাংলা তছনছ।
অবগত করো বঙ্গে কবিতা-কাননে তার নও উপগাছ।
দূর থেকে লেখে তুমি তবুও লেখনী থেকে মণিমুক্তা ঝরে।”

কবিবর নবকান্ত আপনার আনাগোনা সর্বদা হাদয়ে
আপনি গেছেন বলে : ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা নয়’ নাম রেখে ‘নির্বাচিত কবিতা’র বই
আসাম দেশের কবি এ সিরিজে এই নামে বের করে কবিতার বই।
আপনার নির্দেশ মতো করিয়াছি গৃহ আমি, আপনি আজ দূর তারালয়ে।
কবিবর এই দুঃখ প্রতিদিন রাত্রিদিন কুরে-কুরে খায়
ভাসি অশ্রুজলে রোজ : মরি-মরি কী যে স্মেহ করতেন আপনি আমায়।

১০.১০.২০১২

সূর্যাস্ত

সূর্যাস্তের আলো পড়ে তরুলতা নিমেষে সোনালি

হলদে রঙ ফুল

জগৎ সংসার যেন অপরাধ অলকা নগর

এই দৃশ্য দেখে কবি সূর্যকে প্রণাম করে মন্ত্রমুক্তবৎ

বিশ্ব-আবিষ্ট হয়ে হৰ্ষ ভরে করে সূর্যস্তব

সূর্যাস্তের রঙ মেখে এ পৃথিবী অলকা নগর।

১৪.১০.২০১২

মোহিনী কামিনী

আমাকে উড়িয়ে নেবে কালের বাতাস

গোলাপের গন্ধ দেবে কবিতা আমার

আমার কবিতা এক মোহিনী কামিনী

রূপে তার অঙ্গ হবে রাসিক সুজন।

৫.১.২০১২

ধূর্ত কামিনী

ঘর ভেঙে শান্তি পাস বদ্মাশ কামিনী
দুষ্ট শিরোমণি
মন্ত বিষবৃক্ষ তুই আন্ত হারামজানি
রাজপথে বেআঘাতে করব তোকে ঠিক
এই তোর আসল ঔষধ।

ঘর ভেঙে শান্তি পাস ধূর্ত কামিনী
লাঠ্য ঔষধি তোর
মুখাপি করে তোর চিতায় পুড়িয়ে
আমার নিস্তার
শিরোপারে শান্তির আসার।

১২.১.১০১২

নিমিক্ত নিতীগং

নিমিক্ত নিতীগং নিমিক্ত নিতীগং
নিমিক্ত নিতীগং নিমিক্ত নিতীগং
নিমিক্ত নিতীগং নিমিক্ত নিতীগং
নিমিক্ত নিতীগং নিমিক্ত নিতীগং

দেয়ালি

হাজার দেয়ালি এল গেল দেশে
মেঘে-মেঘে ঢাকা দিনের আকাশ
রাতের আকাশ আঁধারে
দেশে দিবাকর কবে দেখা দেবে ?

হাজার দেয়ালি এল গেল দেশে
একটি হাদয়ে দেয়ালি জুলেনি
আলোকের বেশে আলোয়া জুলে হাদয়ে
তমসার জালে বন্দি সূর্য আলোর স্পন্দ ঝারে গেছে

হাজার দেয়ালি এল গেল দেশে
একটি হাদয়ে দেয়ালি জুলেনি
অঙ্ককার দেশ আলো হবে কবে
আকাশে বাতাসে দেবদিবাকর কবে দেখা দেবে ?

১৬.১১.২০১২

ଗୌରାଙ୍ଗ ନଇ

ଦୁଷ୍ଟକେ କରିନି କ୍ଷମା
କଂସ ନିଯେ ଘର କରା ହୟନି ସତ୍ତବ
ମେ କାରଣେ ଅପ୍ରେମିକ ବଲେ ଯଦି ହୟ ପରିଚୟ
ହୋକ
ଆମି ତୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ନଇ, ସାଧାରଣ ଲୋକ
ଆମି ଚାଇ ଦୁଷ୍ଟେର ଦମନ ।

୧୯.୧୧.୨୦୧୨

କାଁଚା ଆନାରମ୍ବ

ଉତ୍ସୁମନି ଶଞ୍ଚକବନି
ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦୀପ ଜ୍ରୁଲେ ଧାନଦୂର୍ବା ଦିଯେ ଶିରେ
ଆଶ୍ରୀୟ ସ୍ଵଜନ କରେ ବଧୁକେ ବରଣ
ଆନନ୍ଦ-ସାଗରେ ଭାସେ ବାଡ଼ି-ଘର ।
ଧୀରେ-ଧୀରେ ଦେବର-ନନ୍ଦ ଶକ୍ର
ଶଶୁର-ଶାଶୁଡ଼ି ଶକ୍ର
ମିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ବଧୁର ସ୍ଵଜନ;
ଜନକ-ଜନନୀ ତାର, ତାର ଭାଇବୋନ ହୟ
ବାଡ଼ିର ଚାଲକ ।
ସ୍ଵାମୀ ବଲେ : ସ୍ତ୍ରୀଟି ତାର ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ;
ଜନକ-ଜନନୀ ତାର, ତାର ଭାଇବୋନ ବଲେ :
କାଁଚା ଆନାରମ୍ବ ।

୨୦.୧୧.୨୦୧୨

প্রথমে মানুষী হও

সামাজিক পরিবেশ

দুষ্ট ধূর্ত নারী বলে ভালো আমি বাসিনি সুন্দরী
ঘর ভেঙে দেবে বলে ভয়ে ভালোবাসিনি সুন্দরী
নচার-তচার বলে ভালো আমি বাসিনি সুন্দরী
চাকরানি-প্রায় মাকে প্রত্যহ খাটাবে বলে

ভালো আমি বাসিনি সুন্দরী
নচবে মাথায় উঠে সেকারণে ভালো আমি বাসিনি সুন্দরী
আগে হও ভালো মেরে তারপর প্রেম করো মেয়ে
সবাই বুরবক নয় রূপ দেখে গলে যাবে ননীর মতন
রূপপ্রেমী নয় সব, রূপ দেখে বলে উঠবে সাত খুন মাপ
এখনও সমাজে আছে কিছু সিংহ বাঘ
সুতরাং সাবধান, প্রথমে মানুষী হও

হও তুমি উদার সুন্দরী
তারপর প্রেম করো হব আমি তোমার কিঞ্চিৎ
ওঠা-বসা করব আমি তোমার ইঙ্গিতে।

২০.১১.২০১২

হে মহানগর

[৪ ডিসেম্বর ২০১২-এ 'কলকাতার জীবনানন্দ সভা' ঘরে পাতুয়ার (হগলি) নৃত্যানন্দ, মগ্নশিল্প, বাংলা কবিতা মঙ্গ এবং কবিপত্রের যৌথ উদ্যোগে' আমার বাহাস্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে এক বর্ণাচ্চ সংবর্ধনার আয়োজন হয়েছিল। 'হে মহানগর' কবিতাটি কলকাতাকে উদ্দেশ্য করে আমার এ জন্মদিন উপলক্ষে রচিত এবং এই অনুষ্ঠানে পঠিত।]

আলোক-নগরী তুমি ভূভারতে হে মহানগর।

আলোর পথের যাত্রী আমি এক কবি সাধারণ,

দর্যা করে এ অধমে সেহড়োরে করেছ বন্ধন,

হাজার প্রণাম নাও হে মহান আলোর শহর।

সংখ্যাইন গুণিজন হে নগরী তোমার ভূষণ,

সাহিত্যের পীঠস্থান, জুলজুল প্রতিটি সরণি

ভারতভূবনে তুমি প্রাঞ্জনের কুলচূড়ামণি,

তোমার চরণে রোজ প্রণিপাত করি অগণন।

হে মহানগর তুমি সোনা-মণিপুর, রত্নপদ্ম রোজ

চুনিপান্না দিয়ে গড়া হে নগর তোমার হৃদয়;

সাহিত্যজগতে তুমি ঝলমল আলোর বলয়,

স্বণন্দিগ, থরে-থরে ফুটে আছে সোনার সরোজ।

আলোক নগরী তুমি ভূভারতে, হে মহানগর

তোমার চরণধূলি মাগে রোজ এ কবি-কিঙ্কর।

২৮.১১.২০১২

ভাই হও বোন হও

ভাই হও বোন হও মানুষ মানুষী
প্রতি ঘর হয়ে যাক স্বজন-ভবন
কী আছে জীবনে বঙ্গ
ভালোবাসা ভিন্ন সব আৰ্থৰ মশান।

ভাই হও বোন হও মানব-মানবী
এ জীবন হয়ে যাক কুসুম-কানন।

১০.১২.২০১২

ভালো যদি বাসো বঙ্গ

ভালো যদি বাসো বঙ্গ খুলে দেব দোর
পরম স্বজন জ্ঞানে কৰব সমাদৰ
হবে তুমি ছেট ভাই সেজ ভাই বড়া আমার
একপাতে দুজনাতে অন্যাসে কৰব ভোজন।

ভালো যদি বাসো বঙ্গ খুলে দেব দোর
তুমি হবে প্রিয়জন, অন্তরঙ্গ বঙ্গ আমার।

১০.১২.২০১২

স্বজন হিতায় গলা জলে নেমেছি
বঙ্গু হিতায় বুক জলে
কেউ কারো নয়, খবর করে না কেউ
নিঃসঙ্গ আমি একা পড়ে আছি ঘরে
কখনো বাজে না ফোন
'দেবে আর নেবে' ঠিক নয় আজ
'দাও-দাও-দাও' ঠিক
আঁধারে হাঁটে মানব-নিয়তি
বড় দুর্দিন আজ
শুধু অস্বকার আজ।

১২.১২.২০১২

আলোর সাগর

আলো-আলো-আলো
এ পৃথিবী আলোর নগর
ডালে-ডালে পাখি ডাকে গাছে-গাছে ফুল
চারপাশে শিঙ্কা সমীরণ
বারবার স্বরে বরনা
কুলুকুলু স্বরে নদী বয়
কাছে দূরে নীলার পাহাড়
চেউ খেলে নীলিম সাগর
নীলাকাশে ঝলঝল লালনীল তুলো শাদা মেঘের বাহার
চন্দ্রসূর্যতারা জলে মাথার উপর
চৰাচৰ অস্তহীন আলোর সাগর।

১৪.১২.২০১২

ଅମାନୁସ୍ଥି

ମାନୁସୀ ନା, ଅମାନୁସ୍ଥି ସଦେ କରି ଘର
ରାତ୍ରିଦିନ ସିଂହୀର ହଙ୍କାର
ବିନା ମେଘ ବଜ୍ରାଘାତ ଯେ କୋଣୋ ସମୟ
ଯେ କୋଣୋ ସମୟ
କଶାଘାତେ ଯେତେ ପାରେ ଥାଣ
ହତେ ପାରି ଧୂଳାୟ ଧୂସର ।

ରାଶ-ରାଶ ଅନ୍ଧକାର ଘରେର ଭେତର—
ହାଜାର ବଛର ଦୂର ପ୍ରଶାନ୍ତି-ଆଲାୟ ।

୧୭.୧୨.୨୦୧୨

ପ୍ରାତି ରାତର ପାଇଁ

ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପାଇଁ

କାହାର କାହାର

নিঃসঙ্গ

সর্বদা নিঃসঙ্গ আমি
বনের গভীরে ফোটা একাকী কুসুম
অঙ্গকারে বাস
সূর্যালোক চন্দ্রালোক পড়ে না তো গায়
সর্বক্ষণ জনহীন এলাকায় বাস।

সর্বদা নিঃসঙ্গ আমি
প্রেমপ্রীতি ভালোবাসা পায়নি হৃদয়
কে দেবে আমাকে প্রেম
শহরে-বন্দরে-গাঁয়ে আঘাতপ্রেমে বন্দি লোকজন
সর্বজন নিজস্ব বিবরে করে বাস।

আজকাল ভালোবাসা পাখা মেলে কৃপালি পর্দায়
স্বপ্নের অলিপ্দে চরে—স্বপ্নে করে বাস
আলোবর্ধ দূরে তার ঠিকানা এখন
স্বর্ণপ্রসূ ভালোবাসা করে গেছে জলে মহাজলে
ডুবে গেছে দক্ষিণ সাগরে।

সর্বদা নিঃসঙ্গ আমি
বনের গভীরে ফোটা একাকী কুসুম।

২২.১২.২০১২

প্রবাস বেদনা

সর্বদা প্রবাসী আমি
দূরে বহু দূরে
শহর গৌহাটি কিংবা কলকাতা নগরী
ইছু করে ডানা মেলে পাখির মতল
উড়ে যাই আসাম-আকাশে আমি—বাংলার আকাশে

পাখি নই, উড়তে পারিনা
বিরহ-ব্যথায় মরি
বেদনার বাড়ে পড়ে নিয়ত রোদন
পুড়ে মরি স্বভূমির বিরহ-ব্যথায়
পুড়ে মরি স্বভূমির বিরহ-জ্বালায়।

সর্বদা প্রবাসী আমি
স্বভূমির আকাশ-বাতাস ডাকে
ডাকে তার অরণ্যপাহাড় নদী রাতের আকাশ
হাতছানি দিয়ে ডাকে মানব-মানবী তার
ডাকে পথ ঘাট
বিরহ-আগনে পুড়ি অবিরাম রোজ।

স্বভূমির বিরহ-ব্যথায়
মুহূর্ষ আমাকে যে কুরে-কুরে খায়
আগন-প্রবাহে করি বাস—
জেনে গেছি আমরণ স্থায়ী এ বেদনা
শুধু-শুধু ব্যথাতুর জীবন যাগন করা নিয়তি আমার।

২২.১২.২০১২

বুদ্ধি

মানচিত্ৰ বিজ্ঞপ্তি

মুহূৰ্ত ভীৱন যেন জলে বুদ্ধি
কেন যুদ্ধ কেন বাগড়া হাজার অসুয়া
কেউ কারো শত্ৰু নয়, নয় কারো পৱ
সৰজন পরিজন স্বজন আপন।

২২.১২.২০১২

ইচ্ছা করে

পাখি রে তোৱ কিচিৰ-মিচিৱ
মনোমোহন খুব
ইচ্ছা করে গান গাই তোৱ সঙ্গী হয়ে
দুনিয়া কাৰি ভোৱ।

২৪.১২.২০১২

ঈশ্বৰচন্দ্ৰ

ঈশ্বৰচন্দ্ৰ তুমি বঙ্গদেশে দেবতা সমান
বাঙালি মানুষ হোক এই ছিল সাধনা তোমার
কামিনী শিক্ষিতা হয়ে নিতা হোক পুৰুষ সমান
এক্ষেত্ৰে তোমার দান মহামতি উজ্জ্বল অন্নান।
স্বভাবে সিংহ ছিলে, বিক্ৰমে শার্দুল
অন্যায়ের প্রতিবাদ কৰতে ছেড়ে হাজার হংকাৰ
লোকহিত কৰ্ম কৰা ছিল দেব তোমার স্বভাৱ
দয়াৰ সাগৰ রাপে ভূতাৱতে ছিলে পৱিচিত।

আদৰ্শ মানুষ ছিলে ছিলে তুমি দেবতা-সমান
প্রতিটি বাঙালি হোক হে মহান অনুগ তোমার।

২৪.১২.২০১২

মীম চিপ্পত পৰিৱে

বৰ্ষা পৰিৱে
বৰ্ষা পৰিৱে
বৰ্ষা পৰিৱে
বৰ্ষা পৰিৱে

বৰ্ষা পৰিৱে পৰিৱে

মীম পৰিৱে
মীম পৰিৱে
মীম পৰিৱে
মীম পৰিৱে

মীম পৰিৱে

মীম পৰিৱে
মীম পৰিৱে
মীম পৰিৱে
মীম পৰিৱে

মীম পৰিৱে

মীম পৰিৱে
মীম পৰিৱে
মীম পৰিৱে
মীম পৰিৱে

নিয়তি-১

এ দেহ চিত্তায় হবে শীৰ
চোখ-মুখ নাক-কান পুড়ে ভস্ম হবে
সমস্ত শরীর পুড়ে হয়ে যাবে থাক
ক্ষণিকের বুদ্ধি আমি
অহংকার মানায় না আমায়
নিমেষেই হাওয়া-হওয়া আমার নিয়তি।

২৫.১২.২০১২

চলমান প্লেন থেকে

গৌহাটি-মুম্বাই প্লেনে যাত্রী রমানাথ
চলমান প্লেন
চারপাশে নীলাকাশ যেন এক নীলার সাগর
সারিবলি মেঘমালা তুলাবৃত গাছ যেন
তুলোর কানন
তুলো-তুলো তুলোর সাগর
দৃশ্য মনোহর
মনে হয় চারপাশে অলকা নগর
চলমান প্লেন
গৌহাটি-মুম্বাই প্লেনে যাত্রী রমানাথ।

২৭.১২.২০১২

কবি

কবি তো সম্যাসী লোক সুখ দুঃখ করে না পরশ

স্ফুট ফুল দেখে খুশি বারাফুল দেখে দুঃখী নন

আলো দেখে ভালো লাগে অঙ্ককার দেখে নয় নিরানন্দ মন

সুখ দুঃখ তুল্যমূল্য প্রতিক্ষণ হরিৎ মানস।

কবি তো সম্যাসী লোক বাঢ়বাঞ্চা করে না কাতর

তার কাছে তুল্যমূল্য জন্মমৃত্যু আলো-অঙ্ককার

সর্বদা হর্ষিত তিনি সর্বক্ষণ সম্যাস-সুন্দর।

কবি তো সম্যাসী লোক সুখদুঃখ করে না কাতর

থেকেও সংসারে তিনি অসংসারী প্রতিটি প্রহর।

৩১.১২.২০১২

তেতো ফল

প্রেমটেম ভাঙ্গাগে না

প্রেম আজ নয় দ্রাক্ষাফল

আজকাল প্রেমে করে স্বার্থকীট বাস

স্বার্থগুরু আজকাল প্রেমের বাহন

সে কারণে প্রেম থেকে দূরে থাকি রোজ

প্রেম আজ তেতো ফল

জ্যোৎস্নালোকে ধূ-ধূ বালুচর

প্রেমটেম ভাঙ্গাগে না।

৩১.১২.২০১২

নিয়তি-২

পুরনো বছর গেছে বহু কাজ থেকে গেছে বাকি
নতুন বছর যাবে বহু কাজ থেকে যাবে বাকি
যাবার দিনেও জানি বহু কাজ থেকে যাবে বাকি
জেনে গেছি চিরকাল এই-এই মানব-নিয়তি
যেটুকু আমার কাজ সেইটুকুই করে যাব আমি
এই-এই ইচ্ছে তাঁর, এই-এই আমার নিয়তি।

৩১.১২.২০১২

প্রেমভূমি স্বর্গপুরী

প্রেমভূমি স্বর্গপুরী, স্বর্গপুরে বাস
তুল্যমূল্য শক্রমিতা, সুজন-কুজন
একাকার নাথুরাম-কংসরাম
একাকার দেবদিজ, ব্রাহ্মণ চগুল
প্রেমভূমে বাস, স্বর্গমর্তে সামান্য তফাত
প্রেমভূমি স্বর্গপুরী, স্বর্গপুরে বাস।

১.১.২০১৩

ପ୍ରଣୟ-ପାଗଳ

ପ୍ରଣୟ-କାଙ୍ଗଳ ଆମି

କେଉଁ ଯଦି ତାଲୋବାସେ

ହଦୟ ବାଡ଼ିଯେ ଦିଇ

ବସନ୍ତ-ବାହାରେ ଗାଇ ଗାନ

ଜେଗେ ଓଠେ ଥାଣ ।

ପ୍ରଣୟ-ପାଗଳ ଆମି

କେଉଁ ଯଦି ହଦୟ ବାଡ଼ିଯେ ଦେଇ

ତାର କାଛେ ପଡ଼େ ଥାକେ ଥାଣ

ସ୍ଵପ୍ନେ-ଜାଗରଣେ ତାକେ ଆମୋଦେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରେ ଥାଣ

ପ୍ରଣୟ-ପାଗଳ ଆମି ।

୧.୧.୨୦୧୩

ଶୀତ ଏଲ

ଶୀତ ଏଲ

ସୁମ-ସୁମ ମନ ଆଜ

ସୁମ-ସୁମ ଥାଣ

ପ୍ରକୃତିର ଚୋଖେ-ମୁଖେ

ଗାୟେ ତାର ସୁମ-ସୁମ ତାବ ।

ଶୀତ ଏଲ

ସୁମ-ସୁମ ହାଓୟା ଆଜ

ସୁମ-ସୁମ ଲୋକ

ସମନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଯେଣ ସୁମେ-ସୁମେ ବୁଁଦ୍ଦ

ଶୀତ ଏଲ ।

୧.୧.୨୦୧୩

প্রাঞ্জলি জন

১৮১-১৮২-১৮৩

স্ফুট ফুল বারে পড়ে পার্থিব নিয়মে
মানুষেরও হাওয়া-হওয়া বিশ্ববিধান।
পদে-পদে সৃখসুখ মানব-নিয়তি
নিরুদ্গে নির্বিকার প্রাঞ্জলি জন রোজ।

২.১.২০১৩

প্রার্থনা

প্রিয় মুখ দেখে-দেখে
দেখে-দেখে মায়াবী পৃথিবী
মহাযাত্রা অতি-অতি বেদনাবিধূর
ঘূমের ভিতরে যেন মহানিদ্রা আসে
চির-শান্তি কোলে যেন ঢলে পড়ি আমি
প্রতিদিন এ আমার প্রার্থনা ঈশ্বর।

৩.১.২০১৩

সামান্য প্রভেদ

তুচ্ছ বালুকণা আমি উড়ে-যাওয়া আমার নিয়তি
দুঃখসুখ তুল্যমূল্য, একাকার আঁধার আলোক।
জেনে গোছি স্ফুট ফুল, করা ফুলে সামান্য প্রভেদ
যে আজ রূপসী নারী, কাল তাকে জরা করে থাস।

৯.১.২০১৩

ବ୍ରନ୍ଦା-ବିଷୁ-ଶିବ

ଭାଲୋବାସା ବ୍ରନ୍ଦା-ବିଷୁ-ଶିବ
ପାଯେ ତାର ପଡ଼େ ଥାକି ରୋଜ
କୀ ମଧୁର ରାପ ତାର କୀ ଆପାର ଗୁଣ
ଭାଲୋବାସା ଭାଲୋବାସି ଖୁବ
ଭାଲୋବାସା ନାରାୟଣୀ
ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ହାତେ ତାର ବ୍ରନ୍ଦା କମଳ ।

ଭାଲୋବାସା ବ୍ରନ୍ଦା-ବିଷୁ-ଶିବ
ପାଯେ ତାର ପଡ଼େ ଥାକି ରୋଜ
ଜେନେ ଗେହି ଭାଲୋବାସା ଶାନ୍ତିର ଦୂତ
ଜେନେ ଗେହି ଭାଲୋବାସା ମୁକ୍ତିର ଦୂତ ।

୧୦.୧.୨୦୧୩

আলো-জ্যোৎস্না-রোদ

শান্তি চাই শান্তি চাই

শান্তি ভালোবাসি

জেনে গেছি

শান্তি নীল উপবন

সোনার তরণী

অমল ধবল বৃষ্টি

মিষ্ঠি জ্যোৎস্না রাত।

শান্তি চাই শান্তি চাই

শান্তি-দাস আমি

ধবল শান্তির পায়রা

প্রতিদিন ওড়াই আকাশে

কী মধুর শান্তির পরশ

শান্তি শ্রেষ্ঠ পার্থিব সম্পদ

আলো-জ্যোৎস্না-রোদ।

১০.১.২০১৩

ହଦୟେ ରାଖୋ ହାତ

ଭାଲୋବାସା ପ୍ରତିଟି ହଦୟେ ରାଖୋ ହାତ
ତୋମାର ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶେ ମିଠେ ହୋକ ଲୋକ
ଘରେ ବାହିରେ ଭେଙେ ଯାକ ପ୍ରତିଟି ଦେଯାଳ
ଥେମେ ଯାକ ଖଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ସୀମାଯୁଦ୍ଧ ଖୁନୋଖୁନି ସବ ରାହାଜାନି ।

ଭାଲୋବାସା ପ୍ରତିଟି ହଦୟେ ରାଖୋ ହାତ
ତୋମାର ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶେ ସର୍ବଜନ ହୟେ ଯାକ ସହୋଦର ଭାଇ
ଏକଜାତି ଏକପ୍ରାଣ ହୟେ ଯାକ ପୃଥିବୀର ଲୋକ
ଏ ପୃଥିବୀ ହୟେ ଯାକ ଏକ ଘର ନିଜ ବାସଭୂମ ।

୧୧.୧.୨୦୧୩

সাধ

পথিবীর দিনগুলি রাতগুলি মধুর-মধুর
কী মধুর মোহন ভুবন
দিনগুলি রাতগুলি কর্মুখর
পাখিরা-ও খুঁটে খায় দিন জেগে-জেগে
চাঁদ ওঠে সূর্য ওঠে ঝুলে তারাবলি
সূর ধরে গান করে পাখি
ফুল ফোটে গাছে-গাছে প্রজাপতি করে গুণগুণ
কী মধুর হাওয়া বয় কী মধুর মোহন জগৎ!

এ জগৎ ছেড়ে যেতে রাজি নয় রাজি নয় মন
আলোক বছর দূর চলে যেতে হবে জেনে ভারাক্রান্ত মন
পৃষ্ঠী ছেড়ে চলে যাওয়া মানব-নিয়তি
তবু সাধ যথাতির মতো বাঁচি লক্ষ বছর।

১৩.১.২০১৩

ভায়া ইন্ফল

ইন্ফল থেকে ভায়া কলকাতা
মুশাই অবধি জীবন ছড়ানো
দেখেছি অনেক জাতি-উপজাতি
হাজার লক্ষ লোক
প্রতিজনে ডেকেছি ভাই
হাজার জন দিয়েছে সাড়া
হাজার জন রয়েছে দুরে
এ কারণে আমি ব্যথিত নই
কারণ আমি বেসেছি ভালো সবাইকে
সেতুবন্ধন চেয়েছি, মনে প্রাণে

যেখানে গিয়েছি
ছড়িয়ে দিয়েছি হৃদয়খানি
ভালোবাসা-নদে করেছি স্নান
ঘৃণার আগুনে পোড়েনি কেউ
হৃদয় দিয়েছে বাড়িয়ে
হয়েছি নিয়ত বক্সুতা-স্নাত
শিলং থেকে ভায়া ইন্ফল
মুশাই অবধি জীবন ছড়ানো।

১৪.১.২০১৩

ভালোবাসা বারে গেছে

ভিখিরির মতো
দোর থেকে দোরে ঘুরি ভালোবাসো বলে
বক্ষ থাকে প্রতিটি দুয়ার
অগল খোলে না কেউ
ক্রান্ত শ্রান্ত পাহু আমি ঘরে ফিরে হাদয়ে ঘুমাই
জেগে ওঠে আমার হাদয় করে স্বগত ভাষণ :
স্বর্গে গেলে সঞ্জীবনী সুধা পাবে, মর্তদেশ ভালোবাসাহীন
ভালোবাসা চিরতরে বারে গেছে মহানদী জলে।

১৬.১.২০১৩

শ্রিয়মাণ

প্রতিটি মানুষ স্বার্থ-পাগল
স্বার্থ সিদ্ধি না হলে করে বিদ্রোহ
স্বার্থে হাসে স্বার্থে নাচে
স্বার্থে ভেসে গান করে
সবজ্ঞনের স্বরূপ দেখে
ভালো মানুষ শ্রিয়মাণ।

১৮.১.২০১৩

কান্না

নিঃসঙ্গ গোলাপ তুমি ফুটে আছ টবে
তোমার করণ রূপ কী আহত করে !
বেদনার শ্বেতে ভাসে প্রাণ
নিঃসঙ্গ গোলাপ তুমি সবাঙ্গের ফুটে রোজ

জয় করো মন
তোমার করণ রূপ কান্না আনে চোখে ।

১৮.১.২০১৩

মাঝে মনে করে কোথায় কোথায় এই জয়ে

মাঝে মনে করে কোথায় কোথায় এই জয়ে

মাঝে মনে করে কোথায় কোথায় এই জয়ে

রূপরাজ তরুরাজ

পল্লবিত কুসুমিত গাছে ডাকে সুর ধরে পাখি
সালাকরা পরি যেন গান করে মনোহর সুরে
রূপরাজ তরুরাজ তোমার সুষমা দেখে মন্ত্রমুগ্ধ প্রাণ

মিশ্রবৃত্ত ছন্দে লেখে পঙ্ক্তি কবিতার

তোমার উদ্দেশে করে গান :
জয়-জয় প্রকৃতির মহান সন্তান
তোমার সুষমা দেখে মনলোকে জুলজুল স্বপ্নমালা রোজ ।

২০.১.২০১৩

সুধা ঝরে

আকাশে বাতাসে
রক্ত গোলাপের মতো রক্তাভ আলোক
গাছে-গাছে ঝাঁক-ঝাঁক পাখি করে মধুর কুজন
কিন্নর কিন্নরীগণ যেন করে সুধাখরা গান
পুলকিত চরাচর
গাছে-গাছে পাখি ডাকে, সুর ধরে পড়ে যেন মধুর কবিতা
সুধা ঝরে কানের ভিতর ।

২২.১.২০১৩

আমার পৃথিবী

চৌর্বুতি ছলাকলা রোগে নয়
নিজ শ্রমে গড়ে নেব আমার পৃথিবী
তীর্থ এক, আমার কাষাখ্য
ফুলের পাহাড় এক, অনিন্দ্য জগৎ।
সজ্জন এখানে ফেলাবে শান্তির নিঃশ্঵াস
বলে উঠবে : চারদিক থেকে বয় স্বর্গের বাতাস।

২৩.১.২০১৩

স্বপ্নপূরী

মাঝে-মাঝে পৃথিবীকে মনে হয় স্বপ্নপূরী এক
অলৌকিক দেশ যেন অপার্থিব পূরী
মনে হয় ছায়া-ছায়া ঘর-বাড়ি মায়ামোড়া তরুলতা ফলফুলদল
মায়াময় লোক আর মায়াময়ী নারীকুল চলে পথে-পথে
পাখি ডাকে, গুণগুণ করে অলি অপার্থিব স্বরে।

মাঝে-মাঝে পৃথিবীকে মনে হয় অলকা নগরী
মনে হয় জ্যোৎস্না রোদ সূর্যতারা টাদ
দিনরাত জাদুজাল ছড়ায় বাতাসে
স্বপ্নঘোরে দিন যায়, মায়াধূম ভর করে রাতে
মনে হয় এ পৃথিবী অনুপম দেশ।

মাঝে-মাঝে পৃথিবীকে মনে হয় স্বপ্নপূরী এক
মায়াপূরী স্বর্গপূরী অপার্থিব দেশ।

২৪.১.২০১৩

ରନ୍ଧରାନି

ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପ କରାଇଲା

ଅନୁଷ୍ଟ ଆକାଶ ଦେଖେ
 ସୋହାଗୀ ହାଓୟାର ସ୍ପର୍ଶେ
 ଆନନ୍ଦ-ସାଗରେ ଭାସେ ଥାଣ
 ଜୁଲାଜୁଲ ବାଲମଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାରାବଳି ଦେଖେ
 ଅନୁଷ୍ଟିନ ଆଲୋର ସାଗରେ ଝାନ କରେ ଥାଣ
 ରନ୍ଧରାଜ ଅରଣ୍ୟପାହାଡ଼ ରନ୍ଧରବତୀ ବାରନାନ୍ଦୀ ସାଗରିକା ଦେଖେ
 ଅନୁଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦେ ଗାନ କରେ ଥାଣ
 ଦିଗ୍ନତ ବିନ୍ତୁତ ସବୁଜ ଧାନକ୍ଷେତ ଦେଖେ
 ଆକାଶେ-ଆକାଶେ
 ରନ୍ଧାଲି ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗ-ବେରଙ୍ଗେର ମେଘେର ସୁଷମା ଦେଖେ
 ଅନୁଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦେ ଆଞ୍ଚାହାରା ଥାଣ;
 ପାଖିର କାକଲି ଶୁନେ ରନ୍ଧାଦକ୍ଷ ଗାଛ ଦେଖେ
 ଫୁଲେର ବାହାର ଦେଖେ ଫୁଲେ-ଫୁଲେ ଭମରେର ଶୁଣ୍ଗରଣ ଶୁନେ
 ଥାଣେର ଭେତରେ ନାଚେ ଥାଣ ।

ଦିନରଜନୀ ମା-ଜନନୀ ପ୍ରକୃତିର ହାତଛାନି
 ମହାନନ୍ଦେ ଜେଗେ ଓଠେ ଥାଣ
 ରନ୍ଧରାନି ପ୍ରକୃତି-ମା ହାଜାର ଥଣାମ ।

୨୫.୧.୨୦୧୩

ମୁକ୍ତିସୁଖ

ଅନ୍ଧକାରେ ନୟ
 ଆକାଶେର ଦେଶେ ମାନେ
 ଅସୀମ ଆଲୋର ଦେଶେ
 ଏକଦିନ ଭେଦେ ଯାବ ଆୟି;
 ସେଦିନ ଆହତ ହେବେ ନା କେଉଁ
 ପାର୍ଥିବ ବନ୍ଧନ ଥେକେ ମୁକ୍ତ ଆୟି
 ସୁଧୀ ହବ ପାଖିର ମତନ ।

୨୫.୧.୨୦୧୩

মানব নিয়তি

প্রকৃতির বাড়িতে আছি
যখন সে বলবে : যাও পাখি ছুটি
ইচ্ছে খুশি ঘোরো তুমি আকাশ-ভুবনে
সে মুহূর্তে ক্রম্ভন করব না আমি
হাসি মুখে করব তার অনুজ্ঞা পালন
জেনে গোছি উড়ে-যাওয়া মানব-নিয়তি।

২৬.১.২০১৩

মন

মন এক উৎকৃষ্ট জিনিস
মন এক নিকৃষ্ট জিনিস

এক মন সৃষ্টি করে
বৃদ্ধদেব চৈতন্য-নানক।
এক মন সৃষ্টি করে
তৈমুর-হিটলার।

৩০.১.২০১৩

আসাম দেশের লোক

তীব্র অন্ধকার

আসাম দেশের লোক

আসামের ফুল আসামের ফল ভালো লাগে ক্ষণেক্ষণ

আসামের নদী তার দীঘিজল মন ভালো করে রোজ

আসামের আলো আসামের রোদ কী যে মিঠে লাগে রোজ

আসামের বন তার উপবন যেন নন্দন কানন

আসামের বায়ু আসামের পাখি নিয়াত জুড়ায় মন

আসাম দেশের লোক

আসামের ধূলি আসামের মাটি অরূপ রতন রোজ

আসাম-আকাশ তার পথ ঘাট আলোক জুলায় রোজ

সুনীল সোনালি দিগন্ত দেখে আমি অবনত রোজ।

৩১.১.২০১৩

মোদা কথা-২

প্ৰেমের জন্য আমৰা কাঁদি প্ৰেমের অভাবে আমৰা কাঁদি

প্ৰেম আছে? প্ৰেম তো পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে অৰুদ বছৱ

অথবা কখনো তার জন্মই হয়নি

সমূহ মানুষ তাকে চায়

কেউ তার আঙুলের ডগাটি ও ছুইতে পারেনি

রূপ তার মুখ তার দেখতে পায়নি

লক্ষ বছৱ ধৰে প্ৰেম নয় প্ৰেমের স্বপ্ন দেখে

পথচারী লক্ষকোটি পুৱ্যপ্ৰকৃতি।

মোদা কথা, প্ৰেম কোনো কল্পিট বস্তি নয়

এক অধৰা অহীঁয়া বস্তিৰ নাম প্ৰেম

আৱ জন্ম-জন্ম তাৱই অধৰণ রত মানবমানবী

সারকথা, প্ৰেম এক স্বপ্ন

মানুষ প্ৰজাতি প্ৰেম নয়

প্ৰেমের স্বপ্ন দেখে পথ চলে রোজ।

১.২.২০১৩

ঝরো না

বিজ্ঞান-পীতির কথা

গোলাপ তুমি ঝরো না
 তুমি ঝরে গেলে গন্ধসূশা আমি পাব না
 চোখ দুটি আর অপরূপ রূপ নিয়ত দেখতে পাবে না
 মন ঝরে যাবে প্রাণ ঝরে যাবে বক্সু !

গোলাপ তুমি ঝরো না
 আমি যে তোমার রূপমুক্ত লোক
 আমি যে তোমার শুণমুক্ত লোক
 গোলাপ তুমি ঝরো না ।

২.২.২০১৩

ভালোবাসা

এক

নিয়ত অহিংস আমি
 সর্বজন সোদর-প্রতিম সবাই স্বজন
 ভালোবাসা দ্বাক্ষফল
 কী মধুর স্বাদ তার !
 চিনির পাহাড়
 এই আমি প্রেমদাস রোজ ।

দুই
 যুদ্ধ নয় শান্তির স্বপক্ষে করি গান
 কবিতা আকারে
 শান্তির শুভ পায়রা ওড়াই জগতে
 ভালোবাসা প্রাণগাথি-প্রাণ
 প্রতিক্ষণ মুক্তির দৃত
 অবিরত শান্তির দৃত ।

৪.২.২০১৩

দুই প্রকৃতি-সন্তান

প্রকৃতি-নন্দন পাখি

বাসা তার গাছে-গাছে

আকাশে-আকাশে ওড়ে

খেলে মাঠে বাটে

উড়নে-উড়নে তার মুক্তির আনন্দ।

নর-নারী প্রকৃতি-সন্তান

তার অবিষ্ট নয় পাখির জীবন

খুশি রোজ হাজার বন্ধনে

মুক্তি নয়

বন্ধনে-বন্ধনে বন্দি মানবনিয়তি।

৫.২.২০১৩

କବିତା ପାର୍ଥିବ ନୟ

বে-কবিতা লিখতে চাই
সে-কবিতা লিখতে পারি না বলে
বেদনার নীল ঝারে হাদয়ে আমার
ব্যথানীল আমার জগৎ
জানি-জানি ভাব ও ভাষার মধ্যে মিলনে
জন্ম নেয় প্রকৃত কবিতা
ভাবভাষা এক বৃন্তে যুগল কুসুম রাপে ফুটে উঠলে
জন্ম নেয় যথর্থ কবিতা
মনে হয় ভাব থেকে ভাষা থাকে দূর-বহুদূর
সে কারণে বেদনা-আঘাতে মরি
পুড়ে মরি বেদনা-আঘুনে
রাতদিন বেদনার ঝড়ে বসবাস
মনে হয় কাব্যাকারে লিখছি বুঝি ঝঁকৃত কবিতা।

কবিতা পার্থির নয়, স্বর্গের বনিতা
পার্থির কলমে তাকে ধূরা-ছোঁয়া বুঝি বা যায় না।

१२२०१७

ছিল-ছিল-ছিল

ভাই ছিল বোন ছিল মা-বাবা ঠান্ডা ছিল
দাদু ছিল জেঁয়ু ছিল
দিনগুলি রাতগুলি ছিল কী মধুর
ঠান্ডা-দাদু গান গাইত সঙ্গত করত কাকু
সেতার বাজাত দিদি সঞ্চার সময়
কাকু জেঁয়ু দাদু ডাকত সুমধুর ঘরে
সঙ্গে করে নিয়ে যেত পাড়ায় রেড়াতে
সে মধুর দিন আজ কই!

শীতের সকালে রোজ দিদিসহ পোহাতাম রোদ
জ্যোৎস্নারাতে জেঁয়ুসহ পাড়া বেড়াতাম
বর্ষার দিনে দাদাসহ দেখতাম বৃষ্টির রূপ
হেমন্তের মেঠোপথে বনপথে বেড়াতাম একা-একা রোজ
আশ্বিনের জ্যোৎস্না দেখে মন যেত খুলো
বড় এলে রূপ তার দেখতাম সহর্ষে সভয়ে
আশ্মানে রামধনু দেখা দিলে মন হতো আনন্দে বিহুল
সে মধুর দিন আজ কই!

সকালে-দুপুরে রাতে পাতপিঁড়ি পড়ত মাঝাঘরে
কই মাছ রই মাছ ভাজাসহ মুড়িঘণ্ট পড়ত পাতে-পাতে
বাবা জেঁয়ু উড়িয়ে দিতেন ভাজা ছোটদের পাতে
ঘ্যাট সহ ডাল ভাত আসত পাতে-পাতে
কাতলা পাবদা ইলিশ মাছের বোল খেয়ে হতো তৃপ্ত মন থাণ
মাঝে-মাঝে হাপুস-হপুস শব্দে দই ভাত খেতো প্রত্যেকে
মাঝে-মাঝে মিষ্টান ভোজন হতো ক্ষীর পড়ত পাতে
সে মধুর দিন আজ কই!

ভাই ছিল বোন ছিল বাবা ঠান্ডা দাদু ছিল
ছিল বহু পরিজন আজ তারা কই!
চিরতরে উড়ে গেছে সে মধুর দিন
ফিরবে না ফিরবে না সোনাবারা দিন।

কপাল মন্দ

মোস্তানে প্রভাব

আদিবাড়ি থাকাকালে প্রত্যেক বছর
অমপূর্ণা বোন দিত ভাইফোটা সানন্দে আমায়
চন্দনের ম-ম গঙ্কে ভরে যেত মন
দেশভাগ
এখন হয় না দেখা, দূরে-দূরে বাস
একদিন দুরভাষে বলেছিল বোন
বিদায়ের আগে যেন দেখা হয় ভাই
আমার কপাল মন্দ
চেষ্টা করেও তা হল না সফল
সন্ত ভাই কাল দিল দুঃসংবাদ অমপূর্ণা নাই
এ দুঃখ কোথায় রাখি
বুক ফাটে দুহাজার পাথর-আঘাতে
দর দর রক্ত বারে এ হৃদয় থেকে
আমার কপাল মন্দ
ভায়ে-বোনে শেষ দেখা হল না যে আর।

৮.২.২০১৩

মুক্ত প্রেরণ

গায় পুনরায়

পাখি এসে গাছে বসে

গান গেয়ে যায় উড়ে যায়

ফিরে এসে গাছে বসে

গান গেয়ে যায় উড়ে-যায়

ফুলগুলি ফুলগুলি শোনে তার গান

পাতাগুলি ডালগুলি শোনে তার গান

ডেকে বলে: ফিরে এসে গাও পুনরায়

পাখি এসে গাছে বসে গায় পুনরায়।

১২.২.২০১৩

ভালো থেকো-১

রিকশা-টেম্পো ভালো থেকো ভালো থেকো যাত্ৰীবাহী ট্ৰেন
কার-ট্রাক ভালো থেকো ভালো থেকো বাস সিটিবাস
ভালো থেকো ঘৰবাড়ি লোকালয় যাত্ৰীবাহী প্ৰতিটি বাহন
ভালো থেকো বিদ্যালয় ভালো থেকো কৰ্মসূল সব প্ৰতিষ্ঠান
সব যদি ভালো থাকো সুখসিক্তি জগৎ-সংসার।

ভালো থেকো সৰ্বজন প্ৰতিক্ষণ প্ৰাৰ্থনা আমাৰ
সব যদি ভালো থাকো এ জগৎ শান্তি-পারাবাৰ।

১২.২.২০১৩

ইচ্ছা করে

মাৰো-মাৰো প্ৰকৃতি-অঙ্গনে ইঁটি
গাছফুল পাখি ডাকে, ডাকে গুল্ম ঘাস
আকাশ-বাতাস ডাকে
সূৰ্যচন্দ্ৰ তাৰা ডাকে
সৰ্বক্ষণ প্ৰকৃতিৰ মধুৰ বাতাস।

ইচ্ছা করে প্ৰকৃতি-অঙ্গনে কৱি বাস
দিনক্ষণ মাস বারো মাস
ৱৃক্ষপুষ্পকৰ্ণে তাৰ সঞ্জীবিত কৱি মনপ্রাণ
পাৰ্থিব অলকাপুৰে কৱি রোজ বাস
ফেলি রোজ নিঃশ্঵াস-প্ৰশ্বাস।

১২.২.২০১৩

বিশ্ববিধান

চুল পেকে গেছে দিন ফুরিয়েছে ভাই
দুঃখ করে একরন্তি লাভ নাই
চুল পেকে গেলে হাওয়া হয়ে যাওয়া
বিশ্ববিধান ভাই।

১৩.২.২০১৩

প্রার্থনা-১

অহংকারহীন করো আমাকে ঈশ্বর
সম্মানীর মতো করো নির্লোভ আমায়
সত্যব্রত নামে যেন হয় পরিচয়
ধার্মিকের মতো রোজ সততার পূজা যেন করি জন্মভৱ।

প্রার্থনা কেবল

শক্র-মাছের-ছড়ি দাও উপহার
দুর্ঘাধন-দুঃশাসন-কংস-জরাসুন্ধগণে করব নিধন
অবাচারী লোকজনে করে বেত্রাঘাত
পৃথিবীদেশে সৃষ্টি করব ন্যায়রাজ্য এক
কেউ বলবে রামরাজ্য-ধর্মরাজ্য কেউ।

১৪.২.২০১৩

নবকুমার শীল

কেউ-কেউ চলে গেলে অঞ্চ ফেলে স্বজন সুজন
দুঃখের আগুনে পোড়ে সংখ্যাহীন মন
ছেট কাগজের বন্ধু নবকুমার শীলও ছিলেন সেরকম মহান মানুষ
চিরতরে দুরভাষ স্তুক তার এ খবর আমাকে যে কুরে-কুরে খায়
ভুলতে পারি না তাকে ক'পঙ্ক্তি কবিতা লিখে জানালাম বেদনা আমার
আমার প্রার্থনা শুধু দুরদেশে সুধীসঙ্গ শুণীসঙ্গ সতত করুন।

১৭.২.২০১৩

মানুষ

বিপদের দিনে দুঃখের দিনে
অসুখের দিনে যে দেয় বাড়িয়ে হাত
সেজন সোনার মানুষ
পরের দুঃখে আহত যে জন
যে করে রোদন সে জন মানুষ-মানুষ
সে জন মানুষ-রতন।

১৭.২.২০১৩

ছেলেটার মাথা খারাপ

আজকাল আমি নিজেকে নিজে চিনতে পারছি না
এতদিন যে আমি ছিলাম সত্যপাগল
সেই আমি আজ যিথের স্বপক্ষে করাছি ওকালতি
অনাচার দুরাচারের জয়ধরণি করাছি দিনরাত
আসলে মানুষ তো পাখরে নয়, মাটিতে নির্মিত
সে কারণে বজ্রাকঠিন নয়
বদলে যায় তাঁর রঙ বদলে যায় তার রূপ
একটিই মানুষ আমি, হাজারটি আমার মুখ
আশ্চর্য, রাবণ রাজার মাত্র ছিল দশটি মুখ
আমি নিজেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি নিজের আচরণে
আমি সকাল বেলা ফুল তো বিকেল বেলা হুল
চারবায়ুর কাছে সহজ সরল গোবর-গণেশ তো
মধু সরকারের কাছে সুকঠিন লোহমানব
আজ আমি নিজেকে নিজে চিনতে পারছি না
নিজের কাছেই নিজে অপরিচিত
বাবা বেঁচে থাকলে নিশ্চয় বলতেন ছেলেটার মাথা খারাপ।

২০.২.২০১৩

সৌন্দর্যফুল চরাচর

এখন সকাল সোনালি আলোয় সৌন্দর্যফুল চরাচর
গাছে-গাছে ডাকে ঝাঁক-ঝাঁক পাখি

আশেপাশে বয় সোনালি হাওয়া

জগৎ মোহনপুর

রূপ দেখে তার হৃদয় জুড়ায়

প্রাগমনে বয় আনন্দ-শ্রোত

বিলমিল জলে মাছেরা খেলে আকাশে জুলজুল নীলিমা

বাতাসে দোলে গাছে-গাছে ফুল

বনে-বনে হাসে শ্যামলিমা

এখন পৃথিবী অপরাপ পূরী স্বপ্নের দেশ এক

এখন সকাল সোনালি আলোয় সৌন্দর্য ফুল চরাচর।

২০.২.২০১৩

অলকানগর

বিদ্যুত সম্মেলন

তোমার আদেশে চলে চরাচর জগৎ সংসার
আমরা ভাবি আমরা হাতি আমরা সিংহ আমরা কেউকেটা
তিমি-পিঠে চড়ে ইঁটি পৃথীরাজ সম্রাট স্বয়ং
সাগর শোষাতে পারি অঙ্গুলি হেলনে
পাহাড় গড়িতে পারি অঙ্গুলি হেলনে
ত্রিভুবন গড়ে নিতে পারি আমরা চোখের নিমেষে
কার্যক্ষেত্রে পারি না পারি না
সে কারণে নত শিরে মেনে নিই আমরা তুচ্ছ অণু মহাথ্রাণ
চন্দ্ৰসূৰ্য কৰ্মৱত তোমার আদেশে
মহাকাশে তারা ইঁটে তারা জুলে তোমার আদেশে
কুলুকুলু ধৰনি তুলে নদী বয় তোমার আদেশে
আছড়ে পড়ে তৰঙ্গিত মহাসিঙ্গ তোমার আদেশে
তোমার আদেশে পাখি ডাকে গাছে গাছে
বনে বনে ফুল ফোটে গফসুধা বয় গন্ধবহ
মহাকাশে নীলা জুলে এন্তার অপার
এ পৃথিবী শ্যামদীপ শ্যামল মুলুক
আলো-বাড়ে জ্যোৎস্না-বাড়ে অলকানগর।

২১.২.২০১৩

যথাশব্দ

কামিনী-রমণী শব্দ ভালভাগে না আর
শব্দ দুটি অতি-অতি যৌনগঙ্কে ভোর।
ভদ্রমহিলা শব্দ তৃপ্ত করে মন
ভদ্রমহিলা মানে মাননীয়া জননী, মানবী
ভদ্রমহিলা মানে রসিকা বাস্তবী
ভদ্রমহিলা মানে ভদ্রাসন আলো-করা নারী।

বস্তুত কামিনী ও রমনীর যথাশব্দ ধৃত
ভদ্রমহিলা নামের শব্দ-বক্ষে—পাঁচটি অক্ষরে।

২১.২.২০১৩

প্রকৃতির বাড়িতে আছি...

প্রকৃতির বাড়িতে আছি ঈশ্বরের ছেলে
ফুলের হাস্যে ফুলের লাস্যে নৃত্য করে মন
আকাশে হাসে নীলার সাগর বাতাসে ভাসে পাখির স্বর
হৃদয় আমার উল্লাসে করে গান
গাছের কাছে গেলেই ফুল গঙ্কে করে ভোর
বৃষ্টি ঢালে শরীর জুড়ে শান্তিসুধা খুব
জ্যোৎস্না করে হর্ষে অবশ্য থাণ
অরূপ-আলো রঙিন করে থাণ।

প্রকৃতির বাড়িতে আছি ঈশ্বরের ছেলে
বনের কাছে গেলেই বন সবুজ করে প্রাণ
নদীর কাছে গেলেই নদী সিঞ্চ করে প্রাণ
নীলিম পাহাড় ডেকে বলে দেখ আমার রূপ
নীল সাগরের কাছে গেলেই হৃদয় যায় খুলে
প্রকৃতির বাড়িতে আছি ঈশ্বরের ছেলে।

২৭.২.২০১৩

ରୂପସୀ ପୃଥିବୀ

বিশ্বয় বিমুক্ত চোখে দেখি রোজ পৃথিবীর রূপ
 মা-জননী ঈশ্বর দুহিতা
 পাহাড়ে সজ্জিতা
 রাতের আকাশে তার মাথার ওপর
 ঝলঝল বালমল তারকার ভিড়
 সবুজ অরণ্য তার মোহন বসন
 গায়ে তার বারবার শব্দ করে বারনামালা বয়
 সংখ্যাহীন নদী বয় কুলকুলু স্বরে
 লক্ষ্মোটি গাছ তার পূজা করে প্রশুটিত ফুলে
 মধুর কাকলি করে লক্ষ্মোটি পাখি করে বন্দনা তাহার
 শুনগুন স্বরে রোজ প্রজাপতি গান করে তার
 সূর্যাস্ত চোখদুটি তার
 জ্যোৎস্না করে পুলকিত সসাগরা লোক
 রৌদ্র করে সঞ্জীবিত সসাগরা জন
 সুনীল সাগর সাথে মা-জননী খেলে নিরস্তুর
 নয়ন হরণ দৃশ্য, দৃশ্য মনোহর।

...তীব্র তোতীর রচনার মুক্তি
 ...তীব্র তোতীর রচনার মুক্তি

বিশ্বয় বিমুক্ত চোখে দেখি রোজ পৃথিবীর রূপ
 জনে গেছি স্বর্ণ নয় দূর খুব দূর
 পৃথিবীই স্বর্গপুরী অলকানন্দ
 পৃথিবীই স্বর্গপুরী অলকানন্দ।

۲۹.۳.۲۰۱۷

শ্রদ্ধা করি ঘৃণা করি

সুমতি নারীকে আমি ভালোবাসি শ্রদ্ধা করি সম্মান জানাই
দুর্মতি নারীকে আমি ঘৃণা করি, অতি-অতি করি অনাদর
যে-রমণী ঘর ভাঙে পুরুষ মাত্রে ভাবে অসভ্য অসুর
পুরুষের গায়ে তোলে হাত, তাকে আমি ভাবি না তো বোন
রাক্ষসী নারীর সংখ্যা একেবারে কম নয় জগৎ-সংসারে
পুরুষ টর্চার করে শাস্তি পায় সংখ্যাহীন শিক্ষিত রমণী
স্বচক্ষে দেখেছি আমি নারী কৃত হিংস্ব হতে পারে
তার কাছে হার মানে রক্ষপায়ী বনের বাধিনী।

নারীবাদী কবিকুল দয়া করে শুনুন শুনুন
পুরুষ বিদ্রোহ ছেড়ে তাদের বিরুদ্ধে আজ কলম ধরুন
ছিমেষ্টা রণচতুর্ণি সঙ্গে ঘর করে রোজ হাজার পুরুষ
নারীবাদী কবিকুল হিসাব-নিকাশ তার দয়া করে করুন করুন।
সুমতি নারীকে আমি শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি সম্মান জানাই
দুর্মতি নারীকে আমি ঘৃণা করি বিত্তফার আগুন ছড়াই।

২৮.২.২০১২

আত্মদীপ স্বর্ণদীপ

আলোকে না অঙ্ককারে হাঁটছি আমি বুঝতে পারিনা।
গোলক ধাঁধায় বাস। অঙ্ককারই আলো মনে হয়।
আলো-কে আঁধার বলে ক্ষণে ক্ষণে হয় ভ্রম হয়।
আলোকে-আঁধারে পথ। দিশাহারা। পাইলা নিশানা।
কেউ কি দেখাবে পথ? পথহারা আলো-অঙ্ককারে।
কেউ দেখাবে না পথ। আত্মদীপ জ্বলে চলো পথ।
আত্মদীপ-স্বর্ণদীপ। উৎসে তার আলোর জগৎ।
আত্মদীপ জ্বলে চলো, অস্তিত্ব আলো-অঙ্ককারে।

২৮.২.২০১৩

সূর্যদেবতা

গুণের পূজারি হও মন
তার কাছে আছে সব ধন
গুণ এক বিশিষ্ট দেবতা

স্পর্শ তার দূর করে কলুষ-কালিমা
গুণের পূজারি হও মন
গুণ সত্যনারায়ণ সূর্যদেবতা।

২৪.২.২০১৩

শিখ মন্ত্র পৃষ্ঠা ১০

আঁধার জগৎ

জেনে গেছি মহাশূন্য জগৎ-সংসার
অন্ধকারে পড়ে আছি যেন অঙ্গজন
আলো-কালো প্রহেলিকা, আঁধার জগৎ^১
জন্মভর কেটে যাচ্ছি ঘোটকের ঘাস।

১.৩.২০১৩

বন্দি

উৎবর্লোকে তুলতে পারি না মাথা
মনে প্রাণে হাদয়ে লাগে না সূর্যের আলো
ক্ষুদ্রতা নীচতা যেন মুক্তার শৃঙ্খল
বেড়ি হাতে পায়
জন্মভর বন্দি আমি
চার দেয়ালের ভেতর।

২.৩.২০১৩

নিয়তি

মাঝে-মাঝে মনে হয় এ জীবন এক তেতো ফল
টক ফল বিষ ফল এক
বিয়মাণ সুগন্ধি সৌরভ তার সুমধুর রূপ
মনে হয় এ জীবন কুমড়ার হাট এক, আমড়ার ঝাড়
এক নিম গাছ
সব নদী বয়ে চলে চিরতার রস—বেদনার শ্রোত ।

শুধু-শুধু সুখ নয়, বেদনাও ধর্ম জীবনের
জ্যৈষ্ঠের কড়া রোদ কশাঘাত করে পিঠে
মরু থর-কালাহারি উঠে আসে হাতে
শুধু-শুধু সুখ নয়, বেদনাও ধর্ম জীবনের
সুখাসুখ করে সহবাস
সুখ দুঃখ জীবনের এপিঠ-ওপিঠ
সহোদর-প্রায় যেন সামান্য তফাত
সুখাসুখ চিরস্তন মানব-নিয়তি ।

৪.৩.২০১৩

প্রার্থনা-২

ফুল তুমি ফুটে আছ আলো করে টব
রূপ দেখে মুখ দেখে দিন যায় রোজ
মন খুশি প্রাণ খুশি খুব
আমার প্রার্থনা শুধু ফোটো তুমি রোজ ।

৬.৩.২০১৩

অতি-অতি বিশ্বায়কর

দীর্ঘদিন পৃথিবীতে আছি অথচ পৃথিবীকে চিনি না
তার ফুল ফুল কী এক রহস্য ছড়ায়
তার গাছ-গাছালি—পাথির কাকলি কী কথা বলে বুঝাতে পারি না
কী কথা বলে তার কীটপতঙ্গ প্রজাপতি বুঝাতে পারি না
বুঝাতে পারি না তার পশুপাখি মানুষের স্বর
মনে হয় পৃথিবীর সব কিছু অতি অপরিচিত।

রামধনু ওঠে দেখে বিশ্বয় সাগরে করি স্নান
চন্দ্ৰসূর্যতারা দেখে চঞ্চলা নদী দেখে আছড়ে-পড়া সিঙ্গু দেখে
প্রাণমন বিশ্বয় সাগরে করে স্নান
কী চলছে তাৰৎ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডে কিছুই বুঝাতে পারি না
মনে হয় আমি এক অন্ধ পুতুল
পুঁতিৰ চোখ দিয়ে দেখছি তাৰৎ জগৎ।

বড়োই রহস্যময় এই পৃথিবী
বড়োই রহস্যময় তাৰৎ ব্ৰহ্মাণ্ড
সে কারণে ব্ৰহ্মাণ্ডের কিছুই আমি বুঝাতে পারি না
তাৰৎ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড আমাৰ কাছে বিশ্বয়-সাগৰ
পৃথিবীৰ পশুপাখি তাৰ মানুষেৰ স্বর
অপৰূপ ব্ৰহ্মাণ্ড এই অতি-অতি বিশ্বায়কৰ।

বড় শক্র অবিশ্বাস

আমাদের সবচেয়ে বড় শক্র অবিশ্বাস
ভাইকে বিশ্বাস করি না আমরা
বউকে বিশ্বাস করি না
মাকে বিশ্বাস করি না আমরা
বাবাকে বিশ্বাস করি না
ছেলেকে বিশ্বাস করি না আমরা
বন্ধুকে বিশ্বাস করি না
নিজেকে বিশ্বাস করি সাড়ে-যোলো-আনা

একা-একা চলতে পারে কেউ
জীবন নামক জগদ্দল পাথরকে
একা-একা টানতে পারে কেউ
পারে না।
সুতরাং ভাইবউ মা-বাবা সবাইকে বিশ্বাস করুন
বিশ্বাস করুন বন্ধু বান্ধব আশীয় স্বজনকে
দেখবেন অচলায়তন জীবনটা চলছে সুড়-সুড় করে
দেখবেন বাঁধনহারা জীবন নদীর শ্রোতের মতো বয়ে চলছে
কুলকুলু ধৰনি তুলে

অবিশ্বাস আমাদের পরম শক্র
বিশ্বাস আমাদের সুজন বন্ধু
সুতরাং বিশ্বাসের হাত ধরে চলুন
বিশ্বাসই জীবনের পথে একমাত্র আলোক-বর্তিকা।

৭.৩.২০১৩

অন্তরালে

বঙ্গু বলে ডাকি যাকে অন্তরালে দেখি তার ঝঁঝার রূপ;

দেখি তার দুর্যোধন-দৃশ্যাসন-কংসের মুখ।

কাকে ভালোবাসব আমি, আছে কেউ বিশ্বাসভাজন ?

মর্মাহত ভালোবাস আহত বিশ্বাস

ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে রোজ।

কী যে করি কী যে করি প্রিয়মাণ মন আজ প্রিয়মাণ প্রাণ।

শূন্য হাট শূন্য চরাচর।

কোথা যাই ? কোথা গেল পাব আমি সুবঙ্গ সুজন,

বিশ্বাসভাজন লোক মানুষ রতন ?

কোথা যাই ! কোথা যাই ! চারপাশে অঙ্কুকার তমিশার দেশ।

বিষে-বিষে জরাজর মন প্রাণ,

আঁধার শাসন করে দেশ।

বঙ্গু বলে ডাকি যাকে অন্তরালে দেখি তার তমিশার রূপ;

দেখি তার দুর্যোধন-দৃশ্যাসন-কংসের মুখ।

১০.৩.২০১৩

ରୋଦନ

ଶିଳଂ ଶହର ଆଜ
ହାରିଯେଛେ ପାଇନେର ବୁରୁବୁରୁ ଗାନ;
ଥେମେ ଗେଛେ ରୂପ ତାର, ହୟେ ଗେଛେ ବିଶ୍ଵିଂ ଶହର—
ବୁକେ ସାଜେ ବ୍ୟଥା ବଡ଼ ହାଡ଼େ-ହାଡ଼େ ଆଶ୍ରନେର ତାପ;
ମୋହମ୍ମରୀ ଖାସୀ ଘୂମୀ ବାଙ୍ଗଲି ତରଣୀ
ପଥେ-ପଥେ ଚୋଖ ତୁଲେ ଚଲେ ନାକୋ ଆର।
ପାଇନ କେଟେ ହର୍ମ୍ୟ ବାଡ଼ି, ଗାଡ଼ି ଚଢେ ଚଲେ ଲୋକଭନ—
ଶିଳଂ ପାହାଡ଼ ଆଜ ଶୈଲୀ ଶହର ନୟ, ହର୍ମ୍ୟ-ନଗର।
ଫରିବେ ନା ଫିରିବେ ନା ଆର ତାର ସୋନାବରା ରୂପ;
ଅସୀମ ଆଁଧାରେ ସେ ଆମାର ରୋଦନ।

୨୩.୩.୨୦୧୩

କ୍ଷମା ସୁନ୍ଦର-୧

ଆଶ୍ରୟ!
ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖେ ପଡେଓ କେଟୁ-କେଟୁ ବେଁଚେ ଯାଇ
ମୃତ୍ୟୁ କରେ କ୍ଷମା
ଏଇ ରହସ୍ୟ ଜେନେ ଗୋଛି ଆମି
ତାରପର ଆଛେ ଆଶ୍ରୟ?
ମୃତ୍ୟୁରେ ଦେଖେଛି କ୍ଷମା ସୁନ୍ଦର ରୂପ
ଧନ୍ୟ ଆମି ଧନ୍ୟ।

୨୪.୩.୨୦୧୩

ভূতের রাজত্ব

জীবনে কখন ভূতের রাজত্ব শুরু হয়
কেউ তা জানে না
ভূতহীন জগতে চলে ভূতের রাজত্ব
জীবন এক মায়াবী দ্বীপ
সোনালি রূপালি আলো আঁধারে আবৃত
তার আদি-অন্ত কেউ জানে না
জীবন এক ভূতহীন ভূতের সাধার্য
আদি-অন্ত তার কেন্দ্র-বিন্দু কেউ জানে না।

২৪.৩.২০১৩

বিপ্রতীপ রূপ

নিয়তির রূপ বিপ্রতীপ রোজ
কখনো মধুর হাস্যময়ী কখনো অরূপ লাস্যময়ী
কখনো অতি পরিহাসময়ী
কখনো করালী কালিকা
যাবজ্জীবন দেখেছি তার এ দুটি রূপ
দৃক্পাত তার বজ্রকঠিন
জ্যোৎস্নার মতো স্লিপ্স
যাবজ্জীবন দেখেও তার বিপরীত রূপ
থেকেছি অচৰ্থল
মনোহর তার সভয়-অভয় রূপ
মনোহর তার রংহু-মধুর রূপ।

২৪.৩.২০১৩

তুমি তো বন্ধু...

ପଥେ-ପଥେ ଲାଗେ ହାଜାର ଆଘାତ
ପଥେ-ପଥେ ଛଡ଼ାନୋ ଅମୃତକୁଣ୍ଡ
ଅମୃତେର ଝୋଜେ ଛୁଟେହେ ମନ୍ୟ
ଦେଶର । ତାକେ ଦାଓ ସୁଧା ଦାଓ
ତୁମି ତୋ ବଞ୍ଚି କରଣାସିନ୍ଧୁ
ତୁମି ତୋ ବଞ୍ଚି ଦୟାର ସାଗର ।

२४.७.२०१५

ଚିରସଙ୍ଗୀ

দুঃখের দিনে প্রিয় সখা তুমি
অঙ্ককারে চন্দ-পদীপ
আলোর বন্যা আলোর লহরি বঙ্গু
ঝড়ের রাতে ইমারৎ তুমি
চরম পরম বঙ্গ।

জীবন মরণ সঙ্গী তুমি
সোনার কাঠি হিনার কাঠি
সূর্যতারা বক্ষ
চরণে তোমার বিনীত প্রণাম
হাজার প্রণাম বক্ষ।

۲۶.۵.۲۰۱۵

ক্ষমা সুন্দর-২

অপারেশন টেবিলে বার-বার উঠি
 বার-বার নামি সে টেবিল থেকে
 নির্মম মৃত্যু আমাকে দেখে ক্ষমা সুন্দর চক্ষে
 জ্ঞানত জীবনে অন্যায় করিনি
 করুণার রাজা ঈশ্বরের বিনীত ভক্ত
 মৃত্যুও দেখে ক্ষমা সুন্দর চক্ষে।

২৬.৩.২০১৩

কংস-জরাসন্ধের রাজত্ব

জগতে বানর প্রকৃতির মানুষই বেশি
 হাজার লক্ষ হাইফাই মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়
 যে-গাছ ফল দেয় সে-গাছেরই ডালপালা ছেটে দেয় লোক
 যে-নদী তাকে সুশীতল জল দেয় সে-নদীতে সে সৃষ্টি করে মরুভূমি
 আলোদাতা সূর্যতারাকে সে তাড়িয়ে দেয় দৈত্যাকার বিশ্বিং বানিয়ে
 হায় ! হায় ! পশুরক্ষের পরিবর্তে
 মানুষের শিরায়-শিরায় দেবতার রক্ত বইবে কবে
 সেদিন কি আদৌ ছারখার পৃথিবীতে আসবে ?
 পৃথিবী কি আদৌ সত্যিকারের লোকালয় দেবস্থান স্বর্গভূমি হবে ?
 না-না, দুর্যোধন-দুঃশাসন তৈমুরকুলই করবে পৃথিবী শাসন
 কংস-জরাসন্ধ আর তাবৎ শয়তানরাই পৃথিবীর চিরকালীন চালক।

২৭.৩.২০১৩

দুঃখ

সমুহ দুঃখ কানে-কানে বলে
শুধু-শুধু সুখ ভালো নয় বন্ধু
দুঃখকেও ভালোবাসো
দুঃখ তোমাকে দাঁড়াতে দেবে
সূর্যের আগুন
অগ্নির শাসনে দিন যাবে রোজ
হয়ে যাবে মহাবীর।

২৭.৩.২০১৩

করণা

তোমার খেলা বুঝি না ঈশ
মাথায় তুমি আঘাত করে দূর চলে যাও
পরম স্নেহে জড়িয়ে ধরো পুনঃ
রহস্যময় তোমার শাসন বুবাতে পারি না
জেনেছি শুধু মহান তুমি, নষ্টকে করো ক্ষমা
ধর্ম তোমার করণা।

২৭.৩.২০১৩

ମାଶୁଲ

ଜୀବନଭର ଭୁଲ କରେଛି
ଭୁଲ-ପାହାଡ଼େ ବାସ
ହାଜାର ଭୁଲେର ମାଶୁଲ ଦିଛିଆଜ
ହଦୟ ଥେକେ ରଙ୍ଗ ବାରେ
କାନ୍ଦା ବାରେ ଚୋଖେ
କାନ୍ଦା ଆମାର ନିୟାତି ।

୨୭.୩.୨୦୧୩

ନଚେ

ପଥେ-ପଥେ ହାଜାର ଗୋଲକ ଧାରୀ
ପୃଥିବୀର ପଥ ଆଲୋ-ଅନ୍ଧକାରେ ଢାକା
ମୁହଁରୁଷ ଚୋଖ ଖୁଲେ ଚଳେ ନଚେ ହାଜାର ବାଧା
ପଥେ-ପଥେ ନାଚେ ଗୋଲକ ଧାରୀ
ଯେ-କୋଳୋ ମୁହଁରେ ଅଶନି ସମ୍ପାତ
ପତନ ।

୨୮.୩.୨୦୧୩

শাসক

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপ্রচল এখন
কারো ভালো করলে সে গালাগাল দেয়

অঙ্গুত সময়
অঙ্কার আজ পৃথিবীর শাসক।

২৮.৩.২০১৩

ভালো থেকো-২

হাসপাতালে ছিলাম অনেকদিন
করুণাময়ী নার্সদের সেবা
যেন বা নিজ বোনের সেবা-আন্তি
মনে পড়ে রোজ মনে পড়ে খুব।
কোকিলাবেন লীলাবতী ডাউন টাউনের
সিস্টাররা কেমন আছ?
তোমরা সবাই কল্যাণী রমণী
সর্বদা ভালো থেকো।

২৮.৩.২০১৩

শ্রদ্ধেয়

অহংকার যে অপ্রিয় করে তোলে
মাননীয় হ্বার মদির প্লোভনে
মানুষ তা বুঝেও বোঝে না
সম্মত মানুষ বিনীত লোকই শ্রদ্ধেয়।

২৯.৩.২০১৩

মধুর করণা

তুমি যে আমায় আঘাত করো
 আঘাতে থাকে মধুর স্নেহ
 অপার করণা
 বজ্রকঠিন শাসন তোমার
 কুসুমকোমল করণা
 চৈত্র-রৌদ্রে কশাঘাত করে
 ভাসাও অমল জ্যোৎস্নানদে।

তোমার আঘাত মধুর করণা।

৩০.৩.২০১৩

মানুষ

ছলাকলা তার গলার মালা
 অপকর্ম তার আংটি
 এ দুটি বারে পড়বে না কখনো
 মূলত মানুষ প্রেতযোনি
 দেবাণ যিশু
 যুবিষ্টির।

৩০.৩.২০১৩

মেঘে ঢাকা

শয়তান আবাসে নাকি
ঈশ্বর-আলয়ে করি বাস
একদিন ঝড়ুড়ো
একদিন জ্যোৎস্নাৰ ঢল
একদিন পথে-পথে গন্ধরাজ ঘূরণ
একদিন অশনি পতন
একদিন এ পৃথিবী অনন্ত সুন্দর
একদিন দাউ দাউ অপার নৱক।

লাল নীল মেঘে ঢাকা পৃথিবী নগৱ
আদি-মধ্য-অস্ত তাৰ জানে না জাতক।

৩১.৩.২০১৩

কেউ বীরেশ্বর হও

নির্লেভ লোক আজ কোথাও খুঁজে পাবে না
শুধু-শুধু লোভী লোকে ভৱে গেছে দেশ
তাদেৱ জিহ্বা প্ৰসাৱিত ভূমি অবধি
লোভে পড়ে তাৰা হাস্যাস্পদ হয়—মাৰ থায়
ব্যঙ্গ-বিন্দুগে হয় জজৱিত
তবু তাৰা নয় সংযত
দেশজুড়ে আজ লোভীৰ রাজত্ব
লোভীদেৱ জিব কেটে কেউ বীরেশ্বৰ হও
পুণ্যগন্ধে ভৱে দাও দেশ।

২.৪.২০১৩

আলোর বর্তিকা ধরবে কে?

বেইমান তুই বেইমান
বোনকে বিধবা করেছিস তুই মুদ্রার মোহে
মায়ের লুকনো ধন চুরি করেছিস তুই
তাকে ঘন অঙ্কারে রেখে

ଇମାନଦାର ଖୁବ କମ ଆଜକାଳ ଜଗତେ
ତୋର ମତୋ ବହୁ ବୈଇମାନ ଆଜ ବାସ କରେ ପ୍ରତି ଲୋକାଲୟେ
ଅବଶୀଳାଙ୍ଗମେ ତାରା ଦେଶର ଶାସନ୍ୟକ୍ଷେ ଧରେ

বেইমান বাস করে আজ বহু লোকালয়ে
বহু যুগ রাম রাজত্ব গোছে চলে
অনন্ত অংধারে আলোর বর্তিকা ধরবে কে ?

৩.৪.২০১৬

মেঘালয়

সবুজ পাহাড় পান্নার বন
দেখে দেখে চোখ মুক্ত
পাহাড়পুর মেঘালয়ের
মুখ দেখে মন মুক্ত
মেঘালয় থেকে সীমান্ত দেখা
এক সোনালি স্বপ্ন
পাহাড়পুর মেঘালয় যেন
নীল গোলাপি স্বর্গ।

५.८.२०१६

অমৃত ফল

হিংসা অন্ত্র পাণ্ডপাত বাণ
শক্র করে জগজন বঙ্গুর করে পথ
ভালোবাসা শুভ জ্যোৎস্নালোক
বঙ্গু করে সমস্ত লোক
হিংসা সর্প শঞ্চাঢ়
সর্বনাশের মূল কারিগর

জীবন যাপনে অহিংসা মন্দার
অহিংসা অমৃত ফল।

৩.৪.২০১৩

সুবুদ্ধি

সুবুদ্ধি তুমি বুদ্ধির রাজা
করো করো করো পৃথিবী শাসন
অমৃত পিপাসু জন
চায় রোজ তোমার উত্থান
তোমার শাসনে পৃষ্ঠী
হোক স্বর্গলোক।

৩.৪.২০১৩

স্বর্গোপম দেশ

গাছে-গাছে পাখি নাচে
 পাখি ডাকে পাখি করে খেলা
 ভালো-ভালো রূপরাজ ফুল
 চারপাশে স্বর্ণালোক ফুরফুরে হাওয়া
 মনোহর দৃশ্য দেখে প্রাণ মূর্খ যায়
 পৃথিবীকে মনে হয় স্বর্গোপম দেশ।

৫.৪.২০১৩

বন্ধু মানিক দাস

দেখেছি অনেক লোক
 মনে-প্রাণে শুভ নয়, বিষগাছ কালিমা-মন্দির
 পূর্ণ আমানুষ;
 মানিক তোমার মন
 গোমাতার পুণ্য দুধে-ধোয়া
 তুমি মহৎ, সুজন
 হৃদয়ের শীর্ষে বন্ধু তোমার আসন
 তুমি মানুষ-রতন।

৫.৪.২০১৩

আলো-আঁধারি ভাষা

রহস্যময় জীবনের কিছু বুবি না
আদি-অন্ত তার কুয়াশায় ঢাকা
বহুবর্ণ মেঘে মৃখ তার ঢাকা
আলোকে আছি না আঁধারে আছি বুবি না

ভুবনপুরে পথে-পথে শুধু গোলকবাঁধা
অতি-অতি-অতি আলো-আঁধারি তার ভাষা।

৬.৪.২০১৩

আলেয়া-নগরী

আলোক-নগরী বিশাল নগরী মুস্বাই
জেনে গেছি আমি আলোর আড়ালে আকাশ-আকাশ অঙ্ককার তুমি
বিশালতার আড়ালে অনেক আকাশ দীনতা
দৃশ্যত সুষম তুমি আড়ালে হাজার কালিমা
কংক্রিট নগর কংক্রিট মনের ছবি
হে শহর ! তুমি অঙ্ককার পথের যাত্রী

হে শহর ! তুমি মানবতার নও পুজারি
অর্থের দেবতা তিরংপতি তোমার আরাধ্য
আলো নয় অঙ্ককার তোমার প্রিয় দালাল তোমার দিশারী
কলুষ-কালিমা নিয়ে ঘর করো তুমি
স্বর্গের নামে তোমার আরাধ্য পাতালপুরী
আলোর নামে অঙ্ককার পথের যাত্রী
হে শহর ! নও আলোক-তরণী
তুমি এক আলেয়া-নগরী।

৭.৪.২০১৩

জয়-জয়-জয়

সুখের দিনে হাজার সঙ্গী
দুঃখের দিনে এক দুইজন
দুঃখের দিনে পাশে থাকে যারা
তারা সাত্ত্বিক লোক
সোদর-সমান সুজন তারা
ভূবন-গাড়ির চালক
জগৎ-বাড়ির আসল লোক
জয়-জয়-জয় সুজন বঙ্গসব।

৭.৪.২০১৩

আসাম-বাংলার মুখ

[হৃদয়ের এক পাশে রূপরাণি বঙ্গভূমি অন্যপাশে অলকা আসাম]

বঙ্গভাষী কবি আমি পরবাসী মুশাই নগরে,
এখানেই ঘৰৱ আমি শেষদিন আসবে এইখানে;
তবে কিনা বঙ্গসাম, নভেনীল জলমাটি তার
আলোকের মতো জলে মুহৰ্মুহ আমার হৃদয়ে;
ভূলিতে পারি না আমি বাংলার আসামের মুখ,
আমার হৃদয়পূরে দেশ দুটি রোজ বাঞ্ছয়
মন জড়ে রূপরাণি বঙ্গভূমি অলকা আসাম
দুটি দেশ মুহৰ্মুহ জলজল হৃদয়-ভবনে।

প্রাচুর্যের রাজধানী মুশাই নগরে করি বাস;
ডানে-বাঁয়ে পার্শ্বের যাবতীয় বলমল সুখ,
মুহৰ্মুহ নগরীকে ইন্দ্ৰপুৱী বলে ভ্ৰম হয়;
আসাম বাংলার মুখ দেয় রোজ অপাৰ্থিৰ সুখ,
বুকে রেখে দেশ দুটি আনন্দ-সাগরে ভাসি রোজ;
যদিচ শেষের দিন মুশাই নগরে যাবে ঠিক।

৭.৪.২০১৩

ভূপর্যটক রামনাথ

রামনাথ তুমি বিশ্ববিজয়ী বীর !

তলোয়ার নয়—ভালোবেসে করেছ মানুষ জয়।
সাইকেলে নয় বসেছিলে তুমি বিদ্যুৎগামী অশ্বমেধের ঘোড়ায়,
পৃথিবীর দেশ ভ্রমণকালে পথে-পথে তোমার স্বগত ভাষণ :
“দেখে নাও মন দেখে নাও চোখ অমন তো আর পাবে না !”
দেশে-দেশে তুমি পৌছে দিয়েছ ভারত-আঞ্চার স্বর,
বহন করে এনেছ দেশে প্রতিটি দেশের প্রাণের খবর,
পথে-পথে তুমি হাজার আঘাত পেয়েও কখনো হওনি দিক্ষাত,
যুগে যুগে দেশ তোমাকে করবে স্মরণ

যুগে-যুগে পৃথিবী তোমাকে করবে স্মরণ,
তুমি বিশ্ববিজয়ী বীর মহান পর্যটক।
বিশ্বপ্রেমিক, প্রশঙ্খি তোমার করছি পরম শ্রদ্ধাভরে :
জয়-জয় বীর, তোমারই হোক জয়।
রামনাথ তুমি বিশ্ববিজয়ী বীর; হাজার প্রণাম।

৯.৪.২০১৩

শিশু নিষ্ঠা প্রযোগ পরিকল্পনা

শিশু নিষ্ঠা প্রযোগ পরিকল্পনা
শিশু নিষ্ঠা প্রযোগ পরিকল্পনা
শিশু নিষ্ঠা প্রযোগ পরিকল্পনা
শিশু নিষ্ঠা প্রযোগ পরিকল্পনা
শিশু নিষ্ঠা প্রযোগ পরিকল্পনা

সুপণ্ডিত পদ্মনাথ

বিজ্ঞান বিদ্যালয়

সুপণ্ডিত পদ্মনাথ, স্মরণীয় জন তুমি আসাম ভূবনে;
বঙ্গদেশেও তুমি পরিচিত লেখক সন্তুষ্ম। কৃত সুস্মরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে—জন মানুষের
তোমার বিখ্যাত সৃষ্টি, আসামের উৎকৃষ্ট ইতিহাস প্রস্তুত করে আপনার অভিজ্ঞানের
কামরূপ শাসনাবলী। এ আকর গুষ্ঠ রচে তুমি মৃত্যুহীন। ১৯১৫ সনাব্দে প্রথম পুস্তিগ্রন্থ
পঁচিশ বছর শ্রমে লিখেছিলে এ উন্নত প্রস্তুত তুমি। কৃত উকুল ও কৃত প্রয়োগে
আরও কৃত মূল্যবান প্রস্তুত তুমি লিখে গেছ বাংলা ভাষায়; কৃত প্রয়োগে প্রস্তুত প্রয়োগে
রসিক-পণ্ডিত জন ভূমরের মতো করে তার মধ্যপান। ১৯৩৫ সনাব্দে জন্মক জন্মক
আসাম-বাংলার তুমি শ্রদ্ধাস্পদ মহাশুণী জন। ১৯৪৭ সনাব্দে জন্মক জন্মক

কোনোদিন ভূলে তুমি লক্ষ্যভূষ্ট হওনি জীবনে। কৃত প্রয়োগ কৃত প্রয়োগ কৃত প্রয়োগ
আঘাতে-সংঘাতে তুমি আচঞ্চল থেকেছ সাধক। কৃত প্রয়োগে জন্ম দিতেছিলে মৃত্যু
বিপুল সাধনা ছিল জন্মভূর পণ্ডিতপ্রবর, কৃত প্রয়োগে জন্ম দিতেছিলে কৃত প্রয়োগ
সে কারণে গুণজন নিত্য করে তোমাকে স্মরণ। কৃত প্রয়োগ কৃত প্রয়োগ কৃত প্রয়োগ
অসামান্য ইতিহাসবিদ তুমি, অনন্য লেখক কৃত প্রয়োগ, কৃত প্রয়োগ কৃত প্রয়োগ
প্রণিপাত-প্রণিপাত, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ।

১০.৪.২০১৩

স্বপ্নের আবেশ

মন্দাকিনী তীরে যেন বাস
চারপাশে ফুরফুরে দখিনা বাতাস
ফুল নাচে পাতা নাচে গাছ দোলে এখানে-ওখানে
পাখি ডাকে সুমধুর স্বরে সুরে তানে
অস্তরাগে বিলিমিলি পৃথিবীর দেশ—
দিগন্ত বিস্তৃত এক স্বপ্নের আবেশ।

২০.৪.২০১৩

ରାଙ୍ଗଜବା

ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଜ୍ଵା ଯେନ ଚେଲି ପରା ପରି
ଅପରାପ ରାପ ଦେଖେ ହାଦୟ ଜୁଡ଼ାଯ
ଦିନଭର ରାପ ଦେଖି ତାର
ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଜ୍ଵା ଯେନ ଶ୍ରଗେର କାମିନୀ ।

୨୬.୪.୨୦୧୩

ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଜ୍ଵା ଯେନ ଚେଲି ପରା ପରି
ଅପରାପ ରାପ ଦେଖେ ହାଦୟ ଜୁଡ଼ାଯ
ଦିନଭର ରାପ ଦେଖି ତାର
ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଜ୍ଵା ଯେନ ଶ୍ରଗେର କାମିନୀ ।

ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଜ୍ଵା ଯେନ ଚେଲି ପରା ପରି
ଅପରାପ ରାପ ଦେଖେ ହାଦୟ ଜୁଡ଼ାଯ
ଦିନଭର ରାପ ଦେଖି ତାର
ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଜ୍ଵା ଯେନ ଶ୍ରଗେର କାମିନୀ ।

ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଲକ୍ଷ ନାରୀ...

ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଲକ୍ଷ ନାରୀ ଜଞ୍ଜବ୍ରତ କରେ ଆଚରଣ
କେଉ ଜାଯା କେଉ କଳ୍ପା, ପୁଅବଧୁ ରାପେ କେଉ -କେଉ
ଜୁଲାଜୁଲ ଜାଲାମୁଖ କରେ ତୋଲେ ଜଗଃସଂସାର,
ନିଜ ସ୍ଥାରେ ପାଗଲି ହେଁ ରୋଜ ତାରା ପୋଡ଼େ ବାଡ଼ିଘର ।
ଏହିସବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ଦୁଃଖ୍ୟାନେ ରୋଜ ଆରୋହଣ,
ତରଙ୍ଗିତ ଦୃଶ୍ୟନାଦେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ସ୍ନାନରତ ପ୍ରାଣ
ବଲେ ରୋଜ : ନାରୀ ତୁମି ସ୍ଵର୍ଗ ନାହିଁ, ନରକେର ମୁଖ—
ତୋମାକେ ଭଜନା ମାନେ ଦୁଃଖ୍ୟାନେ ରୋଜ ସଞ୍ଚରଣ ।

ନିଜ ସ୍ଥାରେ ଫୁଲମୁଖୀ ଲକ୍ଷ ନାରୀ ଉନ୍ମାଦିନୀ ପ୍ରାୟ
ରୋଜ କରେ ଆଚରଣ; ଦୁଃଖ-ଜୁରେ ଜନକ-ଜନନୀ ବାରେ,
କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ସ୍ଥାମିପୁତ୍ର କାଁଦେ ତାର କିଣ୍ଠ ଆଚରଣେ,
ଅଗ୍ନିବାଡ଼େ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଶ୍ରିୟମାଣ ଜଗଃ ଜୀବନ ।
ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଲକ୍ଷ ନାରୀ ଜଞ୍ଜବ୍ରତ କରେ ଆଚରଣ;
ଜେନେ ଗେଛି ବହୁ ନାରୀ ସ୍ଵର୍ଗ ନାହିଁ, ନରକେର ଦୋର ।

୭.୫.୨୦୧୩

অঙ্গ পর্যটক

জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছে গেছি আজ,
দেখেছি অনেক পথ, কিন্তুত অস্তুত মানুষ
অসভ্য সুসভ্য লোক, বাদ্যী সুন্দরী নারী
পথে-পথে ঘোটক ঘোটকী আর গাধার মিছিল।
জীবনের অন্দর মহল দেখা হয়নি সম্ভব,
উড়ন্ত পাখির চোখে দেখেছি জীবন।

জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছে গেছি আজ,
অনেক দেখেছি আমি জীবনের রূপ,
মধুর অকেন্দ্রী তার শুনেছি অনেক,
বেসুরো আওয়াজ শুনে কানে তালা রোজ।
জীবনের অর্থ আমি কথনো বুঝিনি,
উড়ন্ত পাখির চোখে দেখেছি জীবন।

আলোকে আঁধারে ঢাকা জীবনের পথ,
পৃথিবীর পথে পথে আমি এক অঙ্গ পর্যটক।

১২.৫.২০১৩

পুনর্বার আসি যেন

রাতারাতি চলে যাব ফিরে যাব চির অঙ্ককারে
ফল হেন বারে যাব উড়ে যাব পাখির মতন;
তবু নারী সূর্য চাঁদ শিশু দেখে আনন্দ বিহুল,
প্রকৃতির অপরাপ রূপ দেখে আনন্দ-বিহুল।
মধুময় এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে কেঁদে ওঠে প্রাণ,
আস্টেপৃষ্ঠে মায়াময় পৃথিবীর সহস্র বৰ্জন,
কখনো বোবে না মন পৃথিবী যে নয় স্বভবন,
অপার আঁধারে যেতে সন্তা ছাড়ে আহি আহি ভাক।

দিন শেষ। আস্টেপৃষ্ঠে মায়াময়ী পৃথিবীর অজস্র বৰ্জন,
অবিরাম মনপ্রাণ কেঁদে ওঠে বিছেদ ব্যথায়।
ইচ্ছা করে লক্ষবর্ষ বাস করে পৃথিবীর কোলে
যাবতীয় রূপরস গঞ্জ স্পর্শ করি উগভোগ।
মাধবী পৃথিবী এই—অবিরত কাঁদি তার বিছেদ ব্যথায়,
ইচ্ছা শুধু পুনর্বার আসি যেন পঢ়ী-মার দেশে।

১৬.৫.২০১৩

আলোকিত প্রেম

সঁচু মনের প্রেম

জেনে গেছি জীবনের কেন্দ্রবিন্দু আলোকিত প্রেম।
নরনারী প্রেমে পড়ে ঘর করে, তোলে বহতল;
পিতাপুত্র নাতিপুত্রি বৎসর ভালোবাসা-ফল;
কবিতার অন্তরঙ্গে বহিরঙ্গে জুলে প্রেম-হেম।
চিরাবলি জুড়ে জুলে অনৰ্বিণ হৃদয়-অনল;
ঈশ্বরের প্রেমে পড়ে মন্দিরে-মসজিদে যায় লোক;
প্রেমানলে পূড়ে লোক বিরহ-বিছেদে করে শোক;
মানুষের প্রতি কাজে প্রেমানল করে ঝলমল।

জেনে গেছি, জীবনের কেন্দ্রবিন্দু আলোকিত প্রেম।
অশ্মাণু সৃষ্টির মূলে বিশ্বরূপ-প্রেম মূলাধার,
ভালোবেসে ঈশামুসা করেছেন ধর্মপ্রচার,
বুদ্ধদেব ধর্মে তার জ্ঞেলেছেন ভালোবাসা-হেম।
প্রেমানলে জুলজুল সভ্যতার লক্ষ অবদান,
জীবনের কেন্দ্রবিন্দু আলোকিত প্রেম অফুরান।

২০.৫.২০১৩

সাহারা

বঙ্গু বলে ডেকে উঠি : সেরকম লোক কোথা আজ ?
প্রকৃত গুণীর মতো ধারে দূরে বঙ্গুর অভাব।
পথে পথে বারাফুল—বারাপাতা বিষঘ বাতাস
প্রেমাভাবে এ জীবন ধূ-ধূ চর—সাহারা বিশাল।

২৩.৫.২০১৩

• সম্মানীয় সুন্দরীর দিকে থাকে চোখ
সর্বজন সুন্দরীর বশংবদ রোজ
এই সব সত্যকথা বলে রামানাথ
সে কারণে তার পরে অধিশর্মা লোক।

२५.८.२०१७

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମିକ

ଆଶିସବ୍ରଗ

ପ୍ରସାତ ବନ୍ଧୁର ବଟ୍ଟ ନିଯେ ସର କରେ
କେଟୁ-କେଟୁ ଫେଲେ ଥୁଥୁ
କେଟୁ-କେଟୁ ଗାଲ ଦେଇ ଲମ୍ପଟ
ମାନନୀୟ ବିଚାରକ ବଲେନ :
ଆଶିସବରଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମିକ |

२९.८.२०१७

ভালো নারী, মন্দ নারী

ভালো নারী নমস্কার! ঘরে-ঘরে হও আবির্ভাব

আলো করো ঘরদোর জগৎ-সংসার

প্রতিবেশী জন করো আঘীয়-আঘার

জনমনে চিরস্থায়ী করো সংভাব।

মুখপুড়ি মন্দ নারী দূর হও, জাহানামে যাও

বাড়িঘর রক্ষা পাক, হোক শাস্তিধাম

বাপে-ছেলে ভায়ে-ভায়ে থাক সংভাব

মুখপুড়ি মন্দ নারী বনে যাও, ঘাস-ফুল খাও।

ভালো নারী নমস্কার! ঘরে-ঘরে হও আবির্ভাব

মঙ্গল হাতের স্পর্শে পৃষ্ঠাপুর করো স্বর্গধাম।

২৮.৫.২০১৩

মুমুর্মু পৃথিবী

সত্যব্রত লোক আজ এক লাখে এক

নির্লাভ লোক আজ এক লাখে এক

পথে-পথে দৃশ্য আজ মিথ্যাব্রত লোক

সবখানে দৃশ্য আজ লোভব্রত লোক।

ঘোর কলি

চন্দ্রসূর্যতারাদীপ নিভে গেছে আজ

অঙ্ককারে বসে কাঁদে মুমুর্মু পৃথিবী।

২৯.৫.২০১৩

রণচন্তীর সঙ্গে প্রেম

রণচন্তী নারী সঙ্গে প্রেম করে নৌকাড়ুবি রোজ;
অঙ্ককার ধেয়ে আসে, চারপাশে আগুনের শ্বেত।
কী যে করি, কী যে করি নিজ দোষে সব অসবুজ!
প্রেমরাজ্য রাণিদিন নৃত্য করে এক লাফ ভূত।
জেনে গেছি, সকলের জন্যে নয় প্রেম বিশ্বজিৎ;
পাকা আম আশা করে প্রেমভূমে ফলে তেতো ফল,
সূর্যোদয় আশা করে অঙ্ককারে মাথা ঘোরে, ফল বিপরীত
সুধাবৃষ্টি আশা করে মুখে ঝারে লবণাক্ত জল।

রণচন্তী নারী সঙ্গে প্রেমে ডোবা নয় ঠিক নয়;
জেনে গেছি, জেনে-শুনে প্রেমরাজ্য নামা প্রয়োজন; পানিম হ্যাতে কোথা কোথা
ভালো-ভালো একশোবার ভেবে চিন্তে প্রেমে বিচরণ,
নচেৎ অণয়ভূমি রাণিদিন আগ্নেয় আলয়,
ক্ষণেক্ষণে বাঢ়ৰাঙ্গা, ক্ষণেক্ষণে বিদ্যুৎ চমক,
রাণিদিন ঘরে বাইরে অবিরাম শুধু অপূরক।

৩০.৫.২০১৩

পঞ্জীয় পঞ্জীয়

মা গৃধঃ

ঘরে বাইরে চিরশক্র লোভ-লোভ-লোভ;
লোভে ভুগে বাপে-ছেলে, ভায়ে-বোনে সম্পর্ক বিছেদ;
লোভে পড়ে বাগড়া করে প্রতিবেশী, আঙীয়-স্বজন;
লোভে মজে লোকে-লোকে, বন্ধু সঙ্গে বন্ধু করে রণ।
সভ্যতার চিরশক্র লোভ-লোভ-লোভ;
লোভে পড়ে দুর্যোধন-দশানন সবৎশে উধাও;
যুগে-যুগে দলে-দলে মুগুহীন শাসক-সম্রাট;
নানাসাকি-হিরোশিমা সর্বথাসী লোভের আগুন।

লোভ-লোভ মানুষের আসল অসুখ;
লোভে পুড়ে ঘরে বাইরে সর্বনাশ রোজ।
লোভ-লোভ পৃথিবীর আসল অসুখ;
ধর্মসের মূলাধার লোভ-লোভ-লোভ।
উচ্চ স্থানে বলো বিশ্ব : আর নয় লোভ;
বলো-বলো : সুধামন্ত্র মা গৃধঃ মা গৃধঃ।

১.৬.২০১৩

উড়ন্ত ফড়িং

সময়ের বুকে
উড়ন্ত ফড়িং আমি
কারো-কারো চোখে পড়বে আমার উড়ন
সবিনয়ে বলি : এই আমি
অন্য কিছু নয়।

৪.৬.২০১৩

শুরু বৃষ্টিপাত

মুঢ়াই শহরে আজ শুরু বৃষ্টিপাত
হাদয়ে-হাদয়ে আজ শান্তির বাতাস
প্রতিজন খুশি-খুশি ভাব
বাংলার কি-টি হেঁকে বলে
বেঁপে এল বৃষ্টি বিশাল
ঘরেদোরে শান্তির বাতাস।

মুঢ়াই শহরে আজ শুরু বৃষ্টিপাত
মিয়মাণ গাছপালা কী যে খুশি আজ
মুঢ়াই শহরে আজ খুশির বাতাস
ঘরেদোরে শান্তির বাতাস।

৮.৬.২০১৩

একলব্য হও

আজকাল কাব্যক্ষেত্রে গলাবাজি করে বহু লোক
ভাবে তারা গালাগাল গলাবাজি করে
হয়ে যাবে কই কাতলা রাঘব বোয়াল
রবীন্দ্র ঠাকুর কিংবা জীবনানন্দ দাশ
আরে আরে ভ্যা ভ্যা করে কবি হওয়া যায়
তাহলে বলুন সুধী কারা খাবে ঘাস !
একলব্য হয়ে যাঁরা করে রোজ সাহিত্যসাধনা
তাঁরা হয় বরকুচি, বাণভট্ট কবি কালিদাস।

৯.৬.২০১৩

বৃষ্টিবরা দিন

বৃষ্টিবরা দিন কী যে শান্তির ভুবন
হে পৃথিবী হও তুমি চির মৌশিংহাম
বারবার বামবাম ধারা জলে স্থান করে মন
চায় রোজ শান্তিপুরে বাস

হে পৃথিবী হও তুমি বারবার চির মৌশিংহাম
হও তুমি বামবাম চেরাপুঞ্জি শ্যাম।

১.৬.২০১৩

গুরুবৰ্ষ প্ৰকাশনী

গুৰুত্ব প্ৰকাশনী

এক পরিবার

পুনর্বার আসি যদি হব আমি বিশ্বপর্যটক
দক্ষিণ মেরতে যাব যাব আমি উত্তর মেরতে
পূর্ব গোলার্ধ দেখে দেখে আমি পশ্চিম গোলার্ধ
পর্যটকরাপে আমি দেশে-দেশে করব অমণ
জনে-জনে ডেকে বলব জুলজুল ভালোবাসা হাদয়ে আমার
প্রতিজন আমার সোদর
বলব আমি : হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম সর্বধর্মে সারকথা প্রেম
বিশ্ববাসী এক জাতি বিশ্ব এক দেশ
মানবতা শ্রেষ্ঠ ধর্ম
মিছেমিছি দেশে-দেশে সীমারেখা টানা
আমরা সব আঢ়ায় স্বজন
মানুষে-মানুষে অতি সামান্য তকাত
সব দেশে এক
বিশ্ববাসী মহাজাতি বিশ্বভূমি এক মহাদেশ
বিশ্বজন মিলে আমরা এক পরিবার।

১৭.৬.২০১৩

দেশ না দেখার বেদনা

সম্পূর্ণ ভারত দেখা হয়নি আমার
অবিরত এই দৃঃখ কুরে-কুরে খায়
সুদর্শন হিমালয়ে সুর্যোদয় দেখিনি জীবনে
তার গায়ে প্রকৃতির হাতে গড়া সংখ্যাহীন ফুলের বাগান
সোনালি ঝপালি শৃঙ্খল অপরাধ নদী বারনাজাল
থেকে গেছে দৃষ্টির আড়ালে
কখনো দেখিনি আমি রাপরাজ ভূটান পাহাড়
দক্ষিণে যাইনি আমি, দেখিনি তো ভূম্বর্গ কাশীর
বাংলাদেশ পাকিস্তান সেদিনও ভারতে ছিল
এ দুটি দেশেও যাওয়া হয়নি আমার
সে কারণে কখনো হয়নি দেখা
সে কালের আলোকিত তফশীলা
সভ্যতার পীঠস্থান মহেঝেদাঢ়ে আর হরপ্রা নগর
হয়নি হয়নি দেখা ইতিহাসখ্যাত ঢাকা—জ্যোৎস্নারাতে চন্দ্রকেতুগড়
বিশাল সিদ্ধুর শ্রোতও থেকে গেল চোখের আড়ালে
হয়নি হয়নি দেখা মূলতান, লাহোর নগর
নেপালে যাইনি আমি, দেখিনি শ্রীলঙ্কা
আন্দামান নিকোবর লাক্ষ্মীপ মায়ানমার এখনো দূর-অস্ত্ৰ
ভারতীয় উপমহাদেশ দেখা হয়নি আমার
অপার বেদনা তাই কুরে-কুরে খায়
বেদনা-অনলে পুড়ে রোজ কাটে রাত।

১৭.৬.২০১৩

একটি করণ কাহিনি

মাৰো-মাৰো ঠাকুৰদার দিনে কবি মানসভ্রমণ
ছিলেন প্রতাপী খুব ডাঙ্কার জানকীনাথ ঠাকুৰদা আমাৰ
কসবা বানিয়াচড়ে আদেশে তাঁহার
গোৰুবাঘে একঘাটে জল খেত রোজ
আধুড়জন লাঠিয়াল নিত্য ছিল দেহৰক্ষী তাঁৰ
নাড়ি টিপে দুৱারোগ্য রোগী তিনি কৱে নিৰাময়
দশ সেৱ ঝৌপ্যমুদ্রা পেতেন ভিজিট;
অনায়াসে প্ৰাণদান কৱতেন বলে
এভাবে ধনীৱা দিত প্ৰীতি-উপহার
উপাৰ্জিত অৰ্থ তাঁৰ কলসী ভৱে রাখত দাসী মাটিৰ তলায়।

তিনি তো ছিলেন অতি ধৰ্মপ্রাণ, দীৰ্ঘদিন ছিলেন সংজ্ঞাসী
ছিলেন ছিলেন তিনি দাতাকৰ্ম—সৰ্বজন প্ৰিয়
একদা বন্ধুৰ বাড়ি অহোৱাৰ নামসংকীর্তন
উঠল বৈশাখী বাড়ি প্ৰাণভৱে ভক্তগণ কৱল পলায়ন
তিনি শুধু তুমুল বৰ্ষণে ভিজে গাইলেন হৱেকৃষ্ণ নাম
ফল মন্দ, আক্ৰান্ত হলেন তিনি অতি-অতি নিমুনিয়া রোগে
দুদিন অসুখে ভুগে অকালে সে ধৰ্মস্তৱী হলেন প্ৰয়াত
অতঃপৰ বিশাল সম্পত্তি তাঁৰ মদ্যপায়ী জ্যেষ্ঠপুত্ৰ কৱল বিনাশ
দাসীসহ আঘায়স্বজন তাঁৰ কলসী-ভৱা লক্ষ মুদ্রা কৱল আঘাসাং
সে কৱণ পৱিবাৰ-কথা আজও এ হাদয়ে কৱে বাণাযাত
অশ্রুজলে সিঙ্গ হয়ে আজও কবি তাঁহাকে স্মৰণ
যেজন মহৎ প্ৰাণ ক্ষয় নাই তাঁৰ ক্ষয় নাই।

১৪.৬.২০১৩

মুম্বাই শহর

মুম্বাই নগরী নয় শুধু-শুধু টাকার জাহাজ;
নয়-নয় শুধু-শুধু বহুতল হৰ্মানগর;
শুধু-শুধু প্রমোটার নিয়ে নয় মুম্বাই শহর;
এ শহর আলো করে সংখ্যাহীন মহামতি লোক,
এ শহর প্রধানত ধৰ্মস্তরীগুৱ,
নাড়ি দেখে বৈদ্য ধরে অসুখের মূল।
ভাৱতীয় সিনেমাৰ প্রাণকেন্দ্ৰ মুম্বাই শহৰ,
সে কাৰণে এ শহৰ দীপ্তিমান তাৱকা-নগৱ।

এ শহৰে রাতদিন ঘাম ফেলে কাজ কৰে লোক
উপাৰ্জন কৰে টাকা, হয় বড়লোক;
এ শহৰে ঝুঁটাটে বসে বহু রাতে পায় লোক খাবাৰ-দাবাৰ।
প্রতি শহৰের মতো ভালোমন্দ লোক নিয়ে মুম্বাই নগৱ;
মায়াঘেৱা ছায়াঘেৱা গাছে-ফুল গাছে ভৱা মুম্বাই শহৰ,
যেন এক অনুগম চিত্ৰকজ্জ, মনপ্রাণ ভালো রাখে রোজ।

১৮.৬.২০১৩

পোড়া ঝটি

সাহিত্য জগতে আজ হাতাহাতি চুলোচুলি করে বহলোক
অসংখ্য মল্লযোদ্ধা সাহিত্যের পৃত ভূমে ঢুকে গেছে আজ
কবিকে অ-কবি তারা বানায় পলকে
বৃদ্ধান্ত প্রদর্শন করে তারা প্রকৃত কবিকে
অকবিকে সভাঘরে ডেকে দেয় গোলাপের তোড়া উপহার
সে কারণে আজকাল কবিতার কাছে ধারে যায় না রাসিক
কবিতার থেকে তারা পাঁচশো মাইল দূরে করে বাস
কী যে ভাগ্য হবে কবিতার, কী যে হবে সার্থক কবির
এইসব ভেবেচিস্তে মাথা নষ্ট করে রমানাথ
দুঃখে বলে : কবিতার ভাগ্যে আজ পোড়াঝটি—অঙ্ককার রাত !

২৪.৬.২০১৩

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

জানি আমি মা সারদা খুব শ্রেষ্ঠ করতেন চণ্ডিকা তোমায়
আর তুমি ভক্তিভরে রেখে গেছ পাদপদ্মে তাঁর

অনবদ্য অসামান্য সঙ্গীত তোমার।

রামকৃষ্ণ-ভুবনে তুমি সুধন্য গায়ক,

কিন্নর নিষিদ্ধ কঠে গেয়ে গেছ গান।

মহান সঙ্গীতকার তুমি রামকৃষ্ণ-ভুবনে।

হে সৱ্যসামী, অনুগম তোমার সঙ্গীত,

তোমার অনন্য গান সুরতালে কী যে সুমধুর,

কানের ভিতরে যেন সুরধূনী-ধ্বনি।

শৌর্য দাও বীর্য দাও...বীর সেনাপতি...

তোমার এসব গান অমৃত লহরী,

গীত হলে বৃষ্টি হয় দিব্য পৌরুষ,

এইসব গান শুনে শব ধরে সুর ধরে গান।

রামকৃষ্ণ-ভুবনে তুমি সুমহান সঙ্গীতকার

চণ্ডিকানন্দ স্বামী নাও-নাও আমার প্রণাম,

চণ্ডিকানন্দ স্বামী নাও-নাও আমার প্রণাম।

২৮.৬.২০১৩

আসল আশ্রয়

সখিত্ব বন্ধুত্ব প্রেমে হও বলীয়ান
নিরালম্ব নিরাশ্রয় পৃথিবীতে প্রেম-প্রেম পরম আশ্রয়;
প্রেম করে সোনাপুর-হিরাপুর পার্থিব জীবন,
সোনালি গোলাপি করে পৃথিবীর পথ।
যুগে-যুগে সব মহাজন
প্রেমের স্বপক্ষে সদা করেছেন গান,
প্রেম-প্রেম পৃথিবীর আসল আশ্রয়,
প্রেম করে বিশ্বজন স্বজন আপন,
উত্তর-দক্ষিণ মেরু, পূর্ব পশ্চিম করে একঘর,
প্রেম-প্রেম প্রেমে হও বলী, প্রেম প্রেম পরম নির্ভর।

২৮.৬.২০১৩

জয়যাত্রা

মিসেসের সঙ্গে তুমি প্রেম করবে স্পষ্ট দিবালোকে,
শালিমণি ডেকে বসবে কাছে তার, গল্প করবে, শোনাবে কবিতা,
কিন্মরীর মতো কঢ়ে সে শোনাবে প্রতিদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত,
মাঝে-মাঝে তার সঙ্গে রংপুরস করবে তুমি, করবে ফস্টিনস্টি
এসব কখনো আমি ভূলগ্রন্থে সহ্য করব না।

ইচ্ছে করে তাকে তুমি বিয়ে করো, তাকে নিয়ে করো পলায়ন।
কিন্তু তুমি তার সঙ্গে সঙ্গোপনে প্রেম করো রোজ,
তাতেও সম্মতি আছে, আমিও গোপনে করি সুধা-সঙ্গে প্রেম।

ব্যক্তিগত প্রেমকথা জানবে কেন সমস্ত সমাজ?
জেনে কেন হাসাহাসি করবে তারা, বলবে : বা ! বা ! বা !
তুমি হবে, আমি হবো, সুধা হবে হাসির খোরাক;
সঙ্গোপনে প্রেম করো, দাদা তাতে নেই মাথাব্যথা;
সমাজের লক্ষ চোখে ধুলো দিয়ে করো পরকীয়া,
সুপ্রাচীন কাল থেকে এভাবেই নিষিদ্ধ প্রেমের চলছে জয়যাত্রা।

২.৭.২০১৩

মিস বোস সমীপেষু

পথে-পথে বহুশ্রুত পদধরনি সুন্দরী তোমার
নিয়তির পরিহাস দূরে-দূরে বসবাস রোজ
এই দুঃখে এ-হৃদয় কী ধূসর অতি অসবুজ
নীল দুঃখ কুরে খায়, কাটে রোজ নিদাইন রজনী আমার।
অবিরত দীপ দাস দূরে-দূরে রাখে রোজ সুন্দরী তোমায়
কাছে যেতে করে রোজ বজ্জের নির্ধোষ
সে-কারণে তুমি-আমি বহু দূরে থাকি মিস বোস
তবে তুমি সঙ্গেপনে ফোন করে প্রেমালোক হাদয়ে ছড়াও।

এ-ভাবে চলে না বোস। হয় তুমি দীপ দাসে বরমাল্য দাও
অথবা আমায় করো অবিরাম তোমার দোসর
একসঙ্গে দুটি নৌকো চড়ে চলা নয় সন্তবপর
দীপ নিয়ে ঘর করো আমার রয়েছে তাতে সায়।
মিস বোস প্রেমরাজ্য দ্বিধাদন্ত করে অকল্যাণ
আমাকে বা দীপ দাসে যাকে ইচ্ছা করো হে বরণ।

৩.৭.২০১৩

অনন্ত বিশ্বাস

মা'র কোলে শিশু যেন
অপরূপ সুগন্ধি কুসুম
যেন যিশু মেরি মার কোলে;

অনন্ত বিশ্বাস
একদিন সে শিশু করবে
আলোকিত পৃথিবী নগর।

৪.৭.২০১৩

মাতৃরূপ শ্রেষ্ঠ রূপ

মাতৃরূপ শ্রেষ্ঠরূপ দিব্য রূপ সমৃহ নারীর।
মাতা রূপে নারী করে বিশ্বলোক ঘরদোর আলো;
মাতৃগণ পৃথিবীর ঘরে-ঘরে আলোর কুসুম;
মায়ের অপার যত্নে, অস্তীন স্নেহে তার,
প্রতিঘরে দিনে-দিনে বাঢ়ে শিশু চন্দ্ৰকলা প্রায়।
মাতারূপে নারীজাতি ধরে রাখে পৃথিবীর চলা,
ঘরে-ঘরে জন্ম দেয় কত সূর্যকত চন্দ্ৰ তার,
সভ্যতার প্রস্ফুটনে ওতপ্রোত নারীর ভূমিকা।

মাতৃরূপ শ্রেষ্ঠ রূপ দিব্য রূপ সমৃহ নারীর।
আলোকিত জন করে প্রতিদিন মাতৃরূপা নারীর বন্দনা;
ঘরে-ঘরে মাতারূপে নিত্যদিন নারী জ্যোৎস্নাকণা;
ঘরে-ঘরে মাতারূপে নিত্যদিন নারী সূর্যকণা;
মাতৃরূপ শ্রেষ্ঠরূপ দিব্যরূপ সমৃহ নারীর।
আলোকিত জন করে প্রতিদিন মাতৃরূপা নারীর বন্দনা।

৭.৭.২০১৩

প্রার্থনা

ঈশ্বর, অসুস্থ আমার ছেলে
তাকে তুমি সুস্থ করো প্রার্থনা আমার।
দুশ্চিন্তা-অসুখ থেকে মুক্ত করো তাকে
প্রার্থনা আমার।
সর্বাঙ্গে মণ্ডিষ্ঠে তার তোমার কল্যাণ হাত
ছেঁয়াও ঈশ্বর।
তাকে তুমি সুস্থ করো, সুস্থ করে দাও
শুশ্রবার জ্যোৎস্নাধারা শিরে ঢালো তার।
দুর্ঘাগে দুর্দিনে তুমি বঙ্গু পরম
তুমি ছাড়া কে বা আছে আমার স্বজন।
দীর্ঘতম করে ঈশ কল্যাণ হাত
রোগমুক্ত করো তুমি সন্তান আমার।
তোমার কল্যাণ হাত ছেঁয়াও ছেঁয়াও ঈশ মাথায় তাহার
অসুস্থ আমার ছেলে, তাকে তুমি সুস্থ করো, প্রার্থনা আমার।

২৩.৭.২০১৩

ভালোবেসে যাও

কবি তুমি ভালোবেসো সর্বজনে ভালোবেসে যাও
বিনিময়ে পাকা আম মুখে তুলে দেবে না তো কেউ
বহজন অষ্টরঙ্গা কাঁচকলা দেখাবে তোমায় ।

কবি তুমি ভালোবাসো প্রেমগান গাও গেয়ে যাও
বিনিময়ে হাতে পাবে সুবিশাল শূন্য আকাশ
একমুঠো ভালোবাসা—জ্যোৎস্নাকণা দেবে না তো কেউ ।

কবি তুমি ভালোবেসো সর্বজনে ভালোবেসে যাও
শর্তহীন ভালোবাসা অধর্ম তোমার
গান্ধারীর মতো তুমি ভালোবেসে যাও ।

১০৮.২০১৩

ମାନୁଷ ହୟନି ଯନ୍ତ୍ର

କୁପସୀ ମାନୁଷୀ ଦେଖେ ପ୍ରତିଟି ପୁରୁଷ ରୋଜ ଆନନ୍ଦ-ବିହୁଲ
କୁପରାଜ ଲୋକ ଦେଖେ ପ୍ରତିଟି କାମିନୀ ରୋଜ ପୁଲକ-ପାଗଲ
ଅପରାପ ଶିଶୁ ଦେଖେ ବାଲକ ବାଲିକା ଦେଖେ ନରନାରୀ ଆନନ୍ଦବିହୁଲ
ମାନୁଷ ମାନୁଷୀ ଆଜଓ ପ୍ରେମୀ ଚିରଭାନ
ହଦୟେ-ହଦୟେ ଆଜଓ ଶୋଭା-ସୁଷମାର ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଜୁଲଜୁଲ
ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖେ ସାଗର-ପାହାଡ଼ ଦେଖେ ଦେଖେ ନଭୋନୀଲ ନରନାରୀ ଆନନ୍ଦବିହୁଲ
ସୂର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାରାଭରା ନଭ ଦେଖେ ନରନାରୀ ପୁଲକଚଞ୍ଚଳ
ଗାଛେ-ଗାଛେ ଫୁଲ ଫୁଲ ପାଥି ଦେଖେ ନରନାରୀ ଆନନ୍ଦ-ବିହୁଲ
ଜେନେ ଗେହି ମାନୁଷ ହୟନି ଯନ୍ତ୍ର ଆଜଓ ଲୋକ ସୁଷମା ପାଗଲ ।

ମାନୁଷ ହୟନି ଯନ୍ତ୍ର ହାରାଯନି ସୁକୋମଳ ମନୋଭୂମି ତାର
ଆଜଓ ଗାନ ସୁମୃତାଲୁ ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣେ ବାଜେ ତାର ପ୍ରାଣ
ସ୍ଥାପତ୍ୟ-ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେ ଅନୁପମ ଚିତ୍ର ଦେଖେ ନାଚେ ତାର ପ୍ରାଣ
ସନ୍ତମ ସାହିତ୍ୟ ପଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ବିହୁଲ ତାର ପ୍ରାଣ
ମାନୁଷ ମାନୁଷ ଆଜଓ ହୟନି ରୋବଟ-ଯନ୍ତ୍ର ହାରାଯନି ପ୍ରାଣ
ଆଷ୍ଟେଗୃଷ୍ଠେ ଆଜଏ ବୀଧା ଶତ ଶୋଭବୁନ୍ଦି ତାର ଶୁଦ୍ଧମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣ ।

୨୦.୮.୨୦୧୩

ମହାତ୍ମା ମହାତ୍ମା

কথা দিচ্ছি

প্রচলিত পুস্তক

মিষ্টি মুখে মিথ্যে বলে
রোজ ঠিকে-বি
ফায়ার হয়ে গিন্নি বলেন
রোজ কেন দাও কাজে ফাঁকি
জবাব আসে মিষ্টি স্বরে বাণী ছাড়ুন
নইলে নিছি কাল থেকে জি ছুটি
যাবড়ে গিয়ে গিন্নি বলেন
রাগ করো না মণি
কথা দিচ্ছি যাড়ে আমার
চড়বে না আর শনি।

২১.৮.২০১৩

অন্তিম আবাস

আজ কিংবা কাল
যাবতীয় মোহজাল ছিন্ন করে
মহাযাত্রা করব আমি অনন্তের দেশে
অনন্তের দেশ চির আলোর জগৎ
অনন্তের দেশ চির শান্তির জগৎ
জেনে গেছি সেই দেশ অন্তিম আবাস।

৫.৯.২০১৩

ଏ ପୃଥିବୀ ସ୍ଵର୍ଗ ନୟ

ଭବତ୍ତୁମି ଅତି ମାୟାମୟ
ଆଟେପୁଣ୍ଡେ ଦୁହାଜାର ସୋନାଲି ବନ୍ଧନ
ଏ ଜଗତ ଛେଡ଼େ ଯେତେ କେଂଦ୍ରେ ଓଠେ ଥାଣ
କେଂଦ୍ରେ ଓଠେ ମନ
ଇଚ୍ଛା କରେ ଦେବତାର ମତୋ ହତେ ଅଜର-ଅମର
ଭୁଲେ ଯାଇ, ଏ ପୃଥିବୀ ସ୍ଵର୍ଗଭୂମି ନୟ ।

୧୫.୯.୨୦୧୩

ଆମାର ଆଦର୍ଶ ବୁଦ୍ଧ

ଏକଦିନ ପୁନର୍ଯ୍ୟବା ଯ୍ୟାତିର ମତୋ ଛିଲ ଆମାର ଜୀବନ
ଭୋଗ-ଭୋଗ-ଭୋଗ ଛିଲ ଅର୍ବିଷ୍ଟ ଆମାର
ସୁଖ-ସୁଖ-ସୁଖ ଛିଲ ଅର୍ବିଷ୍ଟ ଆମାର
ପଞ୍ଚ ଶତ ଦାସୀ ଛିଲ ସାତଶୋ କିକର ଛିଲ ପୋଷ୍ୟ ଆମାର
ଦୁହାଜାର ରାନି ଛିଲ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଛିଲ
ଦୂରୋରାନି-ସୁରୋରାନି-ପାଟେରାନି ଛିଲେନ ଆମାର
ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ରାତେ ହତୋ ନବ ଯୁଗୀ ସଙ୍ଗେ ସହବାସ
ବଂଶବଦ ପ୍ରଜା ଛିଲ ହାଜାର-ହାଜାର
ଗଙ୍ଗା-ସମୁନା ନଦୀ ବୟେ ଯେତ ରାଜ୍ୟ ଆମାର
ଏ ଜୀବନ ଛିଲ ରୋଜ ସୁଧାର ସାଗର
ଭୋଗ-ଭୋଗ, ସୁଖ-ସୁଖ, ସୁଖ ଛିଲ ଅର୍ବିଷ୍ଟ ଆମାର ।

ବହ ବର୍ଷ ଭୋଗ କରେ ରାଜାର ଜୀବନ
ବହ ବର୍ଷ ଭୋଗ କରେ ସୁଖ-ସୁଖ-ସୁଖ
ସଂଖ୍ୟାହୀନ ନାରୀ ସଙ୍ଗ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭୋଗ
ହଲୋ ବୋଧୋଦୟ
ଭୋଗ-ଭୋଗ-ଭୋଗ ନୟ ସ୍ଵର୍ଗସୁଖ ଆସଲ ଅମୃତ
ତ୍ୟାଗ-ତ୍ୟାଗ-ତ୍ୟାଗ ଶୁଦ୍ଧ ଦିତେ ପାରେ ବ୍ରାହ୍ମାନନ୍ଦ, ଅପାର୍ଥିବ ସୁଖ
ଯ୍ୟାତି-ଯୋବନ ନୟ,
ଆମାର ଆଦର୍ଶ ଆଜ ଶାକ୍ସିଂହ, ରାଜବିର ଅଶୋକ ।

୧୫.୯.୨୦୧୩

সঙ্গীহীন

সঙ্গীহীন পাখি এক
ডাল থেকে ডালে বসে সকরণ স্বরে ডাকি রোজ
কেউ-ই শোনে না হায় আমার বিলাপ
কেউ-ই বোধে না হায় বেদনার সুর
একা-একা হাঁটি আমি নিঃসঙ্গ পথিক
যেন উড়ো পাখি এক মহাশূন্যে রোজ।

১৮.৯.২০১৩

ঝরাপাতা স্ফুটফুল সংলাপ

পথে-পথে ঝরাপাতা প্রস্ফুটিত ফুল
একসাথে যাতায়াত করে তারা রোজ।
ফুল বলে : শোনো-শোনো ঝরাপাতা ভাই
তুমি-আমি সহোদর, একসাথে চলাফেরা তাই
তুমি আছ, তাইতো মাথায় রাখে আমাকে মানুষ।
ঝরাপাতা বলে ওঠে : আমার প্রতাপ দেখে লোক অনাসুর।

১৮.৯.২০১২

অলকার ফুল

জেনে গেছি ভালোবাসা অমৃত-সমান
প্রেমে বশ বুনো হাতি বুনো বাঘ সব পশ্চরাজ
উলুক-ভলুক সব বুনো মৌষ বানর প্রজাতি
প্রেমে বশ হাঙের কুষ্টীরদল নরনারী জীবজন্তু কুল।

ভালোবাসা সর্বোষধি মন্ত্রপূর্ত জল
পৃথিবীর দেশে-দেশে অলকার ফুল।

২৫.৯.২০১৩

ଟ୍ରାଜିକ ନାଟକ

এক
কে কার কে কার হায়
মুহূর্তের জন্য জুলে
ফানুসের মতো লোক যায় উড়ে যায়।
নিয়তি শুশান-ঘাটে
বাজি রেখে প্রতিদিন মানুষ পোড়ায়
আসলে জীবন এক ট্রাইক নাটক।

দুই
 সভ্যতা বড়ই করে বলে প্রতিদিন
 এই থেকে প্রাণস্তরে দিচ্ছে লোক পাড়ি
 জয়-জয় মানুষের জয়
 জেনে গেছি উঠলে মহা ধৰ্ষসের ঝাড়
 এ ব্রহ্মাণ্ড হয়ে যাবে ওলট-পালট
 মহাবিশ্ব জল-জল-জল !

၂၀၂၀.၁၀.၅

অন্তহীন “আলোর সাগর

তুমি সূর্য চন্দ্ৰ তাৰা, অনন্ত আলোক,
চৱাচৱে আলো রাপে তোমাৰ বসত।
অন্ধকাৰে শিরোপৱে তুমি তাৰাবলি,
তুমি-তুমি অন্তহীন আলোৰ জগৎ।
নৱৱনপ ধৰে হও যিশু-ঈশা-মুসা,
হও বুদ্ধ-ৱামকৃষ্ণ হও মহাপ্রভু।
সাধু-সন্ত রূপ ধৰে বিশ্ব কৰো আলো,
নৱ-বেশে দেবৱনপ যুগে-যুগে ধৰো।

বিশ্বজুড়ে তুমি-তুমি আলোৰ সাগৰ,
বিশ্বলোকে আলোদান কৰো বুছৰুছ।
আলোৰ প্রতিভূ রাপে পূজ্য ঘৰে-ঘৰে,
মুনি-খবি পূজা কৰে রোজ আলোজানে।
তুমি সূর্য চন্দ্ৰ তাৰা, অনন্ত আলোক,
চৱাচৱে আলো রাপে তোমাৰ বসত।

১০.১০.২০১৩

শতদল বিশ্ব

বাসন্ত চারোন্ন প্রকৃত-চুম্বক

শিরোপারে রাতে জুলে লক্ষ কোটি নক্ষত্রবীথিকা, আলো-আলো জ্বলজ্বল আলোকের অসীম সাগর; একজন মীচু-মুচু চুম্বক দীর্ঘকাল
সে-সাগরে স্নান করে মনপ্রাণ পুলক-চঞ্চল; একজন উচাইয়ে স্থান দেখিয়ে গোচর
ইচ্ছা করে রাতভর ডুবে থাকি আনন্দ-স্যায়রে। ক্ষমতার সুরক্ষিত সৈকত দেখিয়ে
ঝলমল লাল গোল চাঁদ ওঠে পূর্বশার ভালে, পুরোহিত হিন্দুর মুণ্ডু-মুণ্ডু
ধীরে-ধীরে আলো তার বান ডাকে সারা চৰাচৰে, একটি মুক্তি-ক্ষেত্ৰে দেখিয়ে রাতভর
শহরে-বন্দরে-গাঁয়ে, নদীজলে-জলধি-পাহাড়ে; একজন উচাইয়ে দেখিয়ে রাতভর
স্নিফ্ফ শুভ্র শতদল রূপে বিশ্ব মুক্ত করে প্রাণ।

রাত শেষে রাঙা গোল সূর্য ওঠে পূর্বশার ভালে,
মন্ত্র রঙ্গকমলের রূপ ধরে ভোরে বসুন্ধরা; একজন বিশেষ-চারোন্ন চুম্বকের চুম্বক-চুম্বক
গাছে গাছে ফুল ফোটে, পাখি ডাকে-করে ওড়াওড়ি, যে কোনো কুল কুল দেখিয়ে মুঠ
সৌরভ ছড়ায় ফুল অপরূপ রাঙা রোদ্রালোকে; একজন নিম্নলক্ষ পাত্রের পাত্রে দেখিয়ে
উবার আলোক-স্পর্শে পৃথী যেন অলকা-সুন্দর, একজন উচাইয়ে দেখিয়ে সীমান্ত
মাতৃজ্ঞানে পুলকে জড়িয়ে ধরে ভাসি সুধাশ্রোতে।

১২.১০.২০১৩

১০০৫.১১.১৮

নাও-নাও আমার প্রণাম

জ্যোতির্লোক বিশ্বরূপ মুহূর্ত আমার প্রণাম
লক্ষকোটি বর্ষ ধরে তুমি-তুমি অস্তইন আলোর সাগর
আমার প্রতিটি কোশ সংজীবিত মহাদৃতি তোমার হৈঁয়ায়
সুধাধারা রূপে তুমি প্রতিক্ষঙ্গ প্রবাহিত শিরায়-শিরায়।
মহাজ্যোতি মহাদেব নরনারী সর্বপ্রাণী তোমার সন্তান
আলোকিত পৃথীদেশে সর্বজন প্রতিবেশী তোমার কৃপায়
মহাজ্যোতি তুমি-তুমি আদিদেব মহাদেব—তুমি বিশ্বপ্রাণ
অন্মাণের মূলধার তুমি-তুমি—মহাদৃতি তুমি বিশ্বনাথ।

মহাজ্যোতি মহাদেব, রূপ দেখে মহানন্দে মূর্ছা যায় প্রাণ
বার-বার মহামোদে বিশ্বয়-সাগরে রোজ স্নান করে প্রাণ
তুমি-তুমি বিশ্বদেব পদ্মাসনে ধ্যানরত দেব মহাদেব
মহাবিশ্ব মুহূর্ত যত্নবৎ চলমান তোমার কৃপায়
পশুপাখি নরনারী সর্বপ্রাণী জন্ম নেয় বারে পড়ে ইঙ্গিতে তোমার
মহাদৃতি আদিদেব মহাদেব নাও-নাও আমার প্রণাম।

১৯.১০.২০১৩

মহাপুরূষ শ্রীমন্ত শক্তরদেব

প্রকাশ মাসিক

শ্রীমন্ত শক্তরদেব উজ্জ্বল ভাস্কর তুমি আসাম অঞ্চলে; যোগ কর দান্তের ভাস্তুয়ের আলো-আলো অঙ্গুরান আলো তুমি পূর্বোত্তর দেশে; উচ্চারণ-ক্ষম কৃতি ব্রহ্ম-ব্রহ্ম নানক-কবির তুল্য শ্রীচৈতন্য যেন তুমি ভারত ভুবনে; পুনৰ্প্রস্তুত ক্ষম কৃতি কামাখ্য আসাম দুর্ভাগ্য দেশ তোমার আলোকছটা পৌছেনি সুন্দরে। যোগ কর দান্তের ভাস্তুয়ের লক্ষ্মীনাথ-পদ্মনাথ, যুগে যুগে আসামের সব জ্ঞানীগুণী ক্ষম কৃতি কামাখ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে আপুনার সমদৃষ্টি সর্বজীবে দেব, পুনৰ্প্রস্তুত ক্ষম কৃতি কৃষ্ণ অনুভব করে তাঁরা আপুনার নামধর্ম—ভক্তি-আন্দোলন, যোগ কর দান্তের ভাস্তুয়ের জেনেছেন বুঝেছেন আপুনার মহিমা দেব আপুনার মাহাত্ম্য।

নামঘরে-নামঘরে গীত শুনে আপুনার প্রচারিত নাম-সংকীর্তন, যোগ কর দান্তের ভাস্তুয়ের সমগ্র আসামবাসী ভক্তিমন্দে গদগদ—আনন্দ বিহুল। যোগ-যোগ ক্ষম কৃতি কামাখ্য আপুনার ভক্তিধর্ম একসুত্রে গেঁথে দিল আসাম ভুবন; যোগ কর দান্তের ভাস্তুয়ের আদ্বিজ চঙ্গাল দেব হাত ধরে চলে আজ, আপুনি পথিকৃৎ তোম ক্ষম কৃতি কামাখ্য শ্রীমন্ত শক্তরদেব উজ্জ্বল ভাস্কর তুমি পূর্বোত্তর দেশে যোগ কর দান্তের ভাস্তুয়ের ক্ষম কৃতি কামাখ্য রামানুজ-শ্রীচৈতন্য তুল্য তুমি ভক্তিবাদী জগৎ সংসারে।

২২.১০.২০১৩

১০০৫ পৃষ্ঠা

তোমার ইচ্ছায়

মহাজ্যোতি মহাদেব ফুল ফোটে পাতা বারে তোমার ইচ্ছায়।
গাছে-গাছে পাখি ডাকে, পাখি ওড়ে, পাখি বারে ইঙ্গিতে তোমার
তোমার ইচ্ছায় জলে চন্দনসূর্য, তারাবলি, বারে পড়ে তোমার ইচ্ছায়
নরনারী, জীবজ্ঞ ঘোরে ফেরে, বারে পড়ে, সঙ্কেতে তোমার
মহামরু জন্ম নেয়, সাগর শুকিয়ে যায় তোমার ইচ্ছায়;
সিঙ্গু-কোলে জন্ম নেয় দ্বীপপুঁজি, মহাদেশ, পাহাড় জঙ্গল,
জেগে ওঠে কৃত দেশ, বারে পড়ে বহু দেশ তোমার ইচ্ছায়;
মহাদ্যুতি মহাদেব এ ব্ৰহ্মাণ্ড তোমারই তো ইচ্ছার প্রকাশ।

মহাজ্যোতি মহাদেব তুমি-তুমি ব্ৰহ্মাণ্ডের সৰ্ব-মূলাধার
তোমার ইঙ্গিতে বিশ্ব হাসে-নাচে, চলে রোজ তোমার ইচ্ছায়;
বনে-বনে ফুল ফোটে, সাগরে-সাগরে-নদে আস্তীন জল,
গাছে-গাছে ফল ধরে, মাঠে-মাঠে ঝাতুভোদে ফলছে ফসল,
শীতগীঢ়া ষড়ুখাতু চক্রাকারে ঘোরে ঈশ তোমার ইচ্ছায়
মহাজ্যোতি মহাদেব যাবতীয় জন্মমৃত্যু তোমার ইচ্ছায়।

২৭.১০.২০১৩

মানসভ্রমণ

স্বপ্নে আমি সশরীরে দেশে-দেশে করি পর্যটন।
মহাচীন-নিকল দেখে, বাংলাদেশ শীলক্ষা দেখে, দেখি পাকিস্তান।
প্রতি দেশে প্রামগঞ্জ, শহরবন্দর দেখে, দেখে লোকালয়,
দেখে তার উপবন, অরণ্যপাহাড় নদী, দেখে তার অশান্ত সাগর
গাছে-গাছে ফুল দেখে, পাখির কৃজন শুনে, দেখে লোক পুলকিত মন
দেশে-দেশে প্রতিজনে দাদা-দিদি-ভাই-বোন করে সমোধন
লাল গোল সূর্য ওঠে, পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে হৃদয়ে আমার;
ক্ষণে-ক্ষণ ভালোবাসা-বিশ্বপ্রেমে গদগদ দেহথাণ মন।

স্বপ্নে আমি সশরীরে মহাবিশ্ব করি পর্যটন;
তারায়-তারায় হাঁটি, সূর্যচন্দ্রদেশে করি মানসভ্রমণ;
জ্যোৎস্নালোকে, আলোকে-আলোকে করে স্নান, মুর্ছা যায় প্রাণ
চারপাশে মহাদুর্ভিম মহাজ্যোতি, চারপাশে শুধু বিশ্বপ্রাণ।
স্বপ্নে আমি সশরীরে মহাবিশ্ব করি পর্যটন;
আলো-আলো, মহালোকে স্নান করে পরিশুদ্ধ-শুদ্ধসত্ত্ব মন।

২৭.১০.২০১৩

উড়ে গেল

পায়রা ওড়ে আকাশলোকে
পায়রী বসে ডালে
পায়রী-প্রেমে পাগলি পায়রা
উড়ন ছেড়ে বসে সখীর পাশে

প্রাণ-পাখিটা উড়ে গেলে আর ফেরে না ঘরে
চিরকালের মতন বারে পড়ে।

২৯.১০.২০১৩

আমার স্বদেশ

বহুজাতি অধ্যুষিত সুভারত আমার স্বদেশ;
যেই দেশে এক নয়, বহুজাতি নির্বিবাদে নিশ্চিন্তে ঘূমায়,
হর্ষভরে করে সহবাস,
সেই দেশ আমার স্বদেশ।
মহাচীন-রশ্মদেশ আমেরিকা মহাদেশ আমার স্বদেশ
তুরস্ক-ব্রিটেন ফ্রান্স স্বদেশ আমার।

বাংলাদেশ জন্মভূমি, ভালোবাসি শুভাকাঙ্ক্ষী জননী তোমার; সে কারণে মাতা তুমি পরদেশ-পরভূমি-বিদেশ আমার;
এক জাতি মধ্যমণি—অন্য জাতি হীন যোনি অঙ্গনে তোমার;
সে কারণে মাতা তুমি পরদেশ-পরভূমি-বিদেশ আমার
নিজ পুত্রকন্যাধাতী ইতিহাস জননী তোমার;
লক্ষ ঘরে বাস করে ভগীঘাতী আত্মাতী সন্তান তোমার
সে কারণে মাতৃভূমি পর তুমি, পর চিরকাল;
শুন্দ হও, সুস্থ হও জননী আমার;
পরজন্মে পাদপদ্ম সেবা যেন করি মা তোমার।
তিরস্কার করছি বলে মাপ করো, মাপ করো জননী আমায়
এতো মা গো অভিমানী সন্তানের তীর মন-স্তাপ।

যেই দেশে বহু জাতি আত্মবৎ ভগীবৎ করে সহবাস,
ধর্ম কিংবা মৌলিকাদ উদাম চালিকাশক্তি নয়-নয়-নয়;
সেই দেশ আমার স্বদেশ।
যে-দেশের ভিত্তিমূলে গণতন্ত্র, সেই দেশ প্রগম্য আমার
সেই দেশ আমার স্বদেশ।
বহুজাতি অধ্যুষিত সুভারত আমার স্বদেশ।

৩০.১০.২০১৩

ନବ ଜାଗରଣ

ଦେବ ଦିବାକର
ଅସୁରବାହିନୀ ବନ୍ଦି କରେ ରେଖେହେ ତୋମାଯ ଅଞ୍ଚାଳେ
ଆଜ ଶୁପ୍ରଭାତ ଓଠୋ ଓଠୋ ତୁମି
ପଥେ ନେମେହେ ସତ୍ୟସଙ୍କ-ଶୁଦ୍ଧସତ୍ତ୍ଵ ଲୋକ
ତୋମାର ଉଦୟ ଦେଖିତେ ତାରା ଯୁଦ୍ଧ କରିଛେ ଅସୁର ସଙ୍ଗେ
ସମରକ୍ଷେତ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ।

ଆକାଶେ-ବାତାସେ ଶ୍ଲୋଗାନ ଆଜ
ଆମାଦେର ଦାବି : ସତ୍ୟରାଜ-ନ୍ୟାୟ-ରାଜସ୍ତ୍ର
କଂସବାହିନୀ ଧର୍ମ ହଞ୍ଚେ ହଙ୍ସବାହିନୀ ପ୍ରାୟ
ଦୁର୍ବୋଧନେର ନାରାୟଣୀ ସେନା ନିମେବେ ହଞ୍ଚେ ଧର୍ମ
ସବ ଜରାସଙ୍କ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ
ଆକାଶେ-ବାତାସେ ଶ୍ଲୋଗାନ ଶୁଦ୍ଧ : ଆମାଦେର ଦାବି ନ୍ୟାୟ-ରାଜସ୍ତ୍ର
ଦେବ ଦିବାକର ଦାଓ ଦେଖି ଦାଓ ଆକାଶେ ।

ଓଠୋ-ଓଠୋ-ଓଠୋ ଦେବ ଦିବାକର
ସତ୍ୟସଙ୍କ-ଶୁଦ୍ଧସତ୍ତ୍ଵ ଲୋକେରା ଆଜ ପଥେ ନେମେହେ ତୋମାର ଜନ୍ୟ ।

୯.୧୧.୨୦୧୩

ମରିଲେନ୍ ଟ୍ରୋପ ଫିଲ୍ସ ଏକ୍ସର୍ଚ୍ କ୍ଲାବ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ମରିଲେନ୍ ଟ୍ରୋପ ଏକ୍ସର୍ଚ୍ କ୍ଲାବ୍ ପ୍ରାଇସ୍
ପ୍ରାଇସ୍ ଏକ୍ସର୍ଚ୍ ପିଲ୍ଟାର୍କ୍ କ୍ଲାବ୍ ଏକ୍ସର୍ଚ୍
ଏକ୍ସର୍ଚ୍ ପିଲ୍ଟାର୍କ୍ ମରିଲେନ୍ ଟ୍ରୋପ ଏକ୍ସର୍ଚ୍
— ଏକ୍ସର୍ଚ୍ ଏକ୍ସର୍ଚ୍ ଏକ୍ସର୍ଚ୍
— ଏକ୍ସର୍ଚ୍ ଏକ୍ସର୍ଚ୍ ଏକ୍ସର୍ଚ୍

সর্বনাশী খেলা

লক্ষ শালা বলে নারী ভোগ্যবস্তু, আদু ফাইফিস,
চাও-চাও, অমলেট, মিঠে আম, বড় রসগোল্লা;
গালে দিই একশো চড়, নারীজাতি দীশ্বরের পৃত আশীর্বাদ;
ঘরে-ঘরে নারী মাতা, ভঙ্গীকল্যা, বধূরূপে শাস্তির নীড়।
সভ্যতার ভিত্তিমূলে—আটেপৃষ্ঠে রমণীর অসাধান্য দান;
লক্ষ শালা রমণীকে পণ্য ভাবে পেঁদে দিই লাথি;
সভ্য শিষ্ট জন রোজ নারীকে সম্মান করে জননীর মতো;
সমৃহ বিদ্যুৰী নারী ভূতারতে শ্রদ্ধাস্পদা ভগ্নী নিবেদিতা।

কামিনীকে পণ্য রূপে লক্ষ শালা হাটে ঘাটে করছে প্রচার;
ভালো নয় ভালো নয়, মৌন নারী জাতি নিয়ে কুৎসিত ব্যবসা।
একদিন বাঘিনীর রূপ ধরে সমৃহ রমণী করবে তার প্রতিবাদ,
সেদিন কী ভয়ঙ্কর ! চন্দ্রসূর্য নিভে ঘাবে আকাশ-অঙ্গনে,
ঘন কৃষ্ণ অঙ্কারে ছেয়ে ঘাবে দেশকাল সমস্ত জগৎ;
ভালো নয় ভালো নয়, মৌন মাতৃজাতি নিয়ে সর্বনাশী খেলা।

১০.১১.২০১৩

সব পরিজন

এ জগতে কেউ নয় পর, পাঞ্চ সর্বজন
অনুজ অগ্রজ কেউ, কেউ কেউ বন্ধুজন আত্মজ সমান
প্রতি হাতে জুলজুল প্রেমের প্রদীপ
মানুষ-মানুষ আমরা প্রতিজন আঢ়ীয় স্বজন
এ ভূবন সোনালি ভবন এক—
ঘরে-ঘরে সব পরিজন।

১৬.১১.২০১৩

ଲାଜୁକ ଲତା

ଲାଜୁକ ଲତା ହାଓୟାଯ ଦୋଳେ ସଲମଲେ ରୋଦୁରେ
ରୂପ ଦେଖି ତାର ରଂ ଦେଖି ତାର ଫୁଲ ଦେଖି ତାର ହର୍ଷ ଭରେ
ଲାଜୁକ ଲତା ସବୁଜବରଣ ନର୍ତ୍ତକୀ ଏକ ନୃତ୍ୟେ ଭୋଲାୟ ମନ
ଅତିଟି କଣ ଲାଜୁକ ଲତା ସୁପ୍ରିଯ ପଡ଼େଶିନୀ ।

୨୪.୧୧.୨୦୧୩

ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାତ

ମାୟାବିନୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାତ । ସ୍ପର୍ଶେ ତାର ଆନନ୍ଦ-ଉଞ୍ଚାଦ
ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ସଙ୍ଗେ ଯେନ ରାତ୍ରିବାସ
ବାସ ଯେନ ଅସ୍ପେର ଜଗତେ
କିମ୍ବର-କିମ୍ବରୀ ପାଶେ, ଦେବତାର ଦେଶେ ଯେନ ଆମାର ଆବାସ ।

୩.୧୨.୨୦୧୩

ନାରୀବନ୍ଧୁ ସମୀପେଶୁ

ଏ ଜଗତେ ନାରୀକୁଲେ ବାନରୀର ସଂଖ୍ୟା ନୟ କମ,
ମାନବୀର ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ କରୋ, ବାନରୀକେ କରବେ ବର୍ଜନ;
ବାନରୀକେ ଭାଲୋବାସିଲେ ଫଳ ବନ୍ଧୁ ଅଶନି-ବର୍ଷଣ,
ବାନରୀ ସ୍ଵଭାବେ ବନ୍ୟ ଯେ କୋନୋ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ହବେ ଯମ ।
ଜଗତ ସଂସାର ଜୁଡ଼େ ପୁରୁଷ ଶୃଗାଲ ନୟ କମ,
ନାରୀ ବନ୍ଧୁ ଶୃଗାଲେର ସଙ୍ଗ ରୋଜ କରବେ ବର୍ଜନ;
ନଥେ ଦାନ୍ତେ ତତ୍ତନହ କରେ ଦେବେ ସଂସାର ଜୀବନ—
ବହୁ ନାରୀ ସଙ୍ଗେ କରେ ସଙ୍ଗୋପନେ ଖୁନସୁଟି, ପ୍ରେମ ।

ମୋଦା କଥା, ନାରୀକୁଲେ ବାନରୀର ସଂଖ୍ୟା ନୟ କମ,
ସୁତରାଂ ନରକୁଲ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ସାବଧାନ ! ସାବଧାନ !
ସୁଭଦ୍ରା ରମଣୀ ଭଜୋ, ଦୁର୍ମତି ବାନରୀ କରୋ ସର୍ବଦା ବର୍ଜନ ।
ମୋଦା କଥା, ଡବପୁରେ ପୁରୁଷ ଶୃଗାଲ ସବ ଯମ;
ଦେକାରଣେ ନାରୀବନ୍ଧୁ, ଅସଂ ପୁରୁଷ ଥେକେ ଦୂରେ କରୋ ବାସ;
ଦୁର୍ଜନ ହ୍ୟ ନା ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୋକବାକ୍ୟେ କରେ ସର୍ବନାଶ ।

୩.୧୨.୨୦୧୩

সুষমা বিদায়

পড়শি গাছ মরে গেছে বারে যাবে কাল
সুশীতল ছায়া রোজ দেবে না তো আর
পাতা তার গজাবে না, ফুটবে না ফুল
ডালে-ডালে পাখি আর বসবে না রোজ
সূর ধরে ডাকবে না দিনভর, সকাল বিকাল।

চিরতরে সুষমার প্রতিভৃত বিদায়
চিরতরে আনন্দের প্রতিভৃত বিদায়
বেদনায় ভরে গেছে মন প্রাণ আজ
বেদন বেহাগে গান করে এ হৃদয়
আগুন লেগেছে আজ হৃদয়ে আমার।

পড়শি গাছ মরে গেছে বারে যাবে কাল
বেদনায় শিয়মাণ নীল আজ প্রাণ।

১২.১২.২০১৩

কালো পদ্ম

ভোমরা-কালো একটি কাক
কৃষ্ণচূড়া গাছে ডানা মেলে বসে আছে
মনে হল মন্ত এক কালো পদ্ম
ফুটে আছে গাছে
চোখ ভরে দেখে অপূর্ব এ রূপ
মনে-মনে বললাম : কালোও অমল আলোক।

১৭.১২.২০১৩

ହେ ମୋହମୁକ୍ତ ଲୋକ

କାମିନୀ କାଥନ କରେ ସୁଧାବୃଷ୍ଟି ରୋଜ
ନାରୀ ଦେଇ ବୁକଭରା ଭାଲୋବାସା ତାର
ଅର୍ଥ ଦେଇ ଜାଗତିକ ସୁଖ
ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ମାନେ
କାମିନୀ କାଥନ ଥେକେ ଫୁଟେ-ଓଠା ଫୁଲ ।

ସମ୍ୟାସୀର ମତୋ ଚାଇ ମୋହମୁକ୍ତ ଲୋକ
ମହେ ଜୀବନ ଓ ବନ୍ଧୁ ସତତ ଅଧିଷ୍ଟ ।

୨୩.୧୨.୨୦୧୩

ମୁସ୍ତାଇ-ବାହାର

ସାରିବନ୍ଦି ଗାଛ ଯେଣ ନଭମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜ ଦେଯାଳ
ସବୁଜେର ଶିଖ ମେଲା, ସବୁଜ ପାହାଡ଼
ମନ ଦେଖୋ ପ୍ରାଣ ଦେଖୋ ଦୃଶ୍ୟ ମନୋହର
ଏରକମ ଦୃଶ୍ୟ ରୋଜ ମୋହମୟ ମୁସ୍ତାଇ ଶହର
ସାରିବନ୍ଦି ଗାଛ ଯେଣ ସବୁଜ ପାହାଡ଼
ଅତିଦିନ ମୁହର୍ମୁହ୍ ମୁସ୍ତାଇ-ବାହାର ।

୨୫.୧୨.୨୦୧୩

ভালো যদি তুমি

বান্দরী তুমি শৃগালী তুমি মানবী তুমি সই
প্রয়োজনে করি প্রহণ সথি, প্রয়োজনে করি বর্জন
তোমার অমার ভালোবাসাবাসি নিয়ত শর্তহীন
ভালো যদি তুমি ভালোবাসি আমি
মন্দ হলে চিরতরে নিরঞ্জন
তোমার আমার ভালোবাসাবাসি লিবিডো শাসনহীন।

বান্দরী তুমি শৃগালী তুমি মানবী তুমি সই
ভালো যদি তুমি ভালোবেসে করি শিরসী ভূষণ রোজ।

২৭.১২.২০১৩

উড়ন্ত পাখি

আমি তো উড়ন্ত পাখি
কোথা থেকে কোথা যাব জানি না ঠিকানা
তবে কিনা মহাবিশ্বে থেকে যাব
মিশে যাব ব্ৰহ্মাণ্ডের অস্থি-মজ্জায়।

২৮.১২.২০১৩

পরিত্যাজ

দুরাচারী, ভণ-নারী সঙ্গ তুমি করো না পুরুষ,
খাল কেটে ঘরে বস্তু এনো না কুঞ্জীর;
কুঞ্জীরাঙ্গ ভয়ঙ্কর মায়াকান্দ জেনে রাখো বস্তু,
মুহূর্তে চিবিয়ে খাবে ঘরদোর, তোমার সংসার।
ভালো নারী সঙ্গ করে ধন্য করো বস্তু এ জীবন,
মন্দ নারী ভয়ঙ্করী, মন্দ নারী সঙ্গ করো সর্বদা বর্জন।

দুষ্ট নারী সঙ্গত্যাগ করো রোজ পুরুষপ্রজাতি,
দুষ্ট নারী সর্বনাশী, কল্পণী রমণী বস্তু ভজে জন্মভর হাতে ব্যুৎপন্ন্যাত মৃশ দীর্ঘ ব্যাপ্তি;
মন্দাকিনী নদী জলে করো পুণ্যমান;
দুর্জন রমণী সঙ্গ বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাজ রোজ।
দুরাচারী, ভণ নারী সঙ্গ তুমি করো না পুরুষ,
ঘরে বস্তু খাল কেটে এনো না কুঞ্জীর।

৩০.১২.২০১৩

ନୃତ୍ୟ ବହର

ନୃତ୍ୟ ବହର ତୁମି ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ କରୋ ମଧୁର ସୁନ୍ଦର
ପ୍ରତିଟି ଆକାଙ୍କ୍ଷା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୋ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁନ୍ତବ୍ୟ
ମାନୁଷ ଭୀବନ ଦୁଃଖୀ ଭାଲେ ରେଖେ ହାତ
ସମ୍ମହ ବେଦନା ତାର ଈଶ୍ଵରରେ ମତୋ କରୋ ଦୂର
ଶିଙ୍ଗ କରୋ ସୁନ୍ଦର କରୋ ଚିରଦୁଃଖୀ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନ
ପ୍ରତିଟି ମାନୁଷ କରୋ ମହାତ୍ମା ଭଲ
ମନପାଣ କରୋ ତାର ଦେବତାର ମତନ ସୁନ୍ଦର
ସୋନାଳି ଗୋଲାପି ଦିନ ତାକେ ତୁମି ଦାଓ ଉପହାର ।

ନୃତ୍ୟ ବହର ତୁମି ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ କରୋ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର
ମାନୁଷେର ସବ ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀଗୁଣେ କରୋ ତୁମି ଦୂର
ନୃତ୍ୟ ବହର ତୁମି ଖଣ୍ଡ ମହାକାଳ

ଈଶ୍ଵର ସମ୍ମାନ

ଶୌର୍ଯ୍ୟବାନ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ କରୋ ବିଶ୍ଵଜନ

ଘରେ-ଘରେ ଜନ୍ମ ଦାଓ ପୁତ୍ରତୁଳ୍ୟ ଦେବଶିଶୁଗଣ ।

୩୧.୧୨.୨୦୧୩

উত্তর কথা

বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার বানিয়াচঙ্গ পাড়াটি রমানাথ ভট্টাচার্য (জন্ম ১ ডিসেম্বর ১৯৪১) জ্ঞানসুত্রে পেয়েছেন। বাড়ির মস্ত উঠোনে ছড়িয়ে পড়া ডুমুর গাছের ছায়া, বর্ষায় বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে মুদুমন্দ বাতাসের তরঙ্গ, নৌকা চলাচলে জলাশয়ের ছেট ছেট চেটে আর তাতে পাড়ের গাছ-গাছালির প্রকম্পিত প্রলম্বিত নিবিড় ছায়া, হেমন্ত দিনের সকালে পাড়ার শিববাড়ি সংলগ্ন আম-জাম-বাঁশ বাগানে অভিভূত হওয়ার মতো পরিবেশে উদাস কঠে বালকের অথবীন দ্যোতনাময় ধ্বনি সমষ্টি উচ্চারণ, নানা ফুলের মধুর গাঙ্গ এবং তার অপরাপ রূপ, জ্যোৎস্নারাতে সোনাগলা উচ্চলে পড়া প্রকৃতির রূপে আঘাবিহৃতা রমানাথকে কাব্যলক্ষ্মী শৈশবেই কবিত্বে অভিষিক্ত করেছেন।

শৈশব থেকে কৈশোরে পিতার কর্মসূল করিমগঞ্জ থেকে যোজন পথ দূরে নিলাম বাজারে কবি স্থানান্তরিত হয়েছেন। এখানেও তিনি সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে দুচোখ ভরে প্রকৃতিকে গিলেছেন। বাড়ির পুরুর পাড়, আমতলা, দিগন্ত বিস্তৃত সবুজানের ক্ষেত্রে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা কবির কবিত্বের অনুষ্টক হয়েছে। বিপিনচন্দ্র হাইস্কুলের ছাত্র রমানাথ সিলেবাসের নির্দিষ্ট কবিতা পড়তেই ছন্দের দোলায় আর জগদীশচন্দ্র ঘোবের (১৫ পৌষ ১২৭৯-১৫ পৌষ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ) বাংলা ব্যাকরণের ছন্দের অধ্যায়টুকু উচ্চস্বরে আবৃত্তির মধ্য দিয়েই কবিতা শৈলীর সংযোগ লাভ করেছেন। বর্ষাকালের প্রচণ্ড বন্যায় বন্ধু বা আঘাতের বাড়িতে নিন্দাদেবীকে ছুটি দিয়ে কবির ‘প্রাণঞ্জলি’ কাব্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

এরপরে কবির জীবন-কথা বড়ো বেদনা-বিধুর। কবির নিঃসঙ্গ উদ্বৃত্ত জীবন, কাব্যলক্ষ্মীর সাধনায় উন্মত্তা, অনুজের দুরাত্মপনায় কবিতা সমগ্রের গঙ্গাপ্রাণ্শি কবিকে ব্যথিত করেছিল। কিন্তু পরাত্মত করতে পারেনি। বরং দুর্দল তপস্যায় কবিতার সাধনা করেছেন। তাঁর কবিতা-সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন—বিদ্যাপতি, চণ্ণীদাস, গোবিন্দ দাস, জগন্নাথ ও ভারতচন্দ্র। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুকূলণ অনুধ্যান। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর স্নাতকোত্তর উপাধি অর্জন কাব্যকলার মনন-কথামাত্র।

কবি রমানাথ এক জায়গায় বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেন নি। নানা কারণে তাঁকে দেশান্তরী হতে হয়েছে। বানিয়াচঙ্গ-আসাম-শিলং-মুঘাই তাঁর নানা সময়ের ঠিকানা। জীবনের প্রাপ্ত সীমায় তাঁকে মুসাই শহরে নির্বাসিত হতে হয়েছে। প্রকৃতি-পরিবেশ থেকে তাঁকে অনিবার্যকারণে নগর সভ্যতায় বন্দী হতে হয়েছে সত্য, কিন্তু শৈশবের দুর্মর স্মৃতি, ছদ্মবেশহীনতা, ছন্দ-সরস্বতীর বরাভয় ও মুক্ত চিন্তা কবিকে প্রেম-প্রকৃতি-

আধ্যাত্মিকতা চিন্তনে আরও অনুসন্ধিৎসু করে তুলেছে। অচেনা নগর-সভ্যতাকে তিনি দুচোখ ভরে চিনছেন। আর তাঁর কাব্যকথার ফ্রেঞ্জীমাও ‘তর’ থেকে ‘তম’-তে পৌঁচছে।

রমানাথ কবি, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও পত্রিকা-সম্পাদক। আবার এ-কালের কোনো উজ্জ্বল কবিকে আঝাবোধে সর্বজননীতায় সম্মানিত করা এই কবির বার্ষিক প্রাণজ ধর্ম-কর্ম।

কবি রমানাথ ভট্টাচার্যের সম্প্রতি প্রকাশিত ‘অন্য স্বর অন্য সূর’ (প্রথম প্রকাশ ৯ মে ২০১৪) কাব্যগ্রন্থ নামাবিধ কবিতার সম্পূর্ণ। এ-কথা প্রায় শোনা যায় রমানাথ প্রগরের কবি, রিরংসার কবি। সমালোচকের অনুরূপ সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট, উক্ত কাব্যগ্রন্থ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু হলো প্রকৃতি, সৈক্ষণ্য, মৃত্যুভাবনা, সমাজচেতনা, মানবতাবোধ, বিশ্বরহস্য, বিশ্বভাবনা, বিশ্বপ্রেম। এছাড়া আছে কবির দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখা মানবজীবনে মূল্যবোধের সংকট, অন্যায়-অবিচারের বিকল্পে প্রতিবাদ, পারিবারিক ঐতিহ্যের অবক্ষয়, দেশভাগজনিত বেদনা, মহামানবের সাধারণের-কল্যাণে নিবেদিত প্রাণকথা। আমরা নথি স্বার্থের দাসানন্দাস। আবার এর ব্যতিক্রম ঘটলে আমাদের শিবত্ব পরিণত হয় পশ্চত্তে। কবির ‘অমানুষ’ কবিতায় এমন কথাই উচ্চারিত—

তাকে আমি ভালোবাসতাম না

ঘৃণা করতাম

ব্যথন থেকে সে আমার অনুগত

তখন থেকে সে আমার সুপ্রিয়

এখন তার মুখ পূর্ণির ঠাঁদ

সে এখন আমার চন্দন গাছ

আসলে সবাই অমানুষ

আমিও প্রয়োজনে অতি ছেটলোক।

বড়ুরিপুর তৃতীয় রিপু হলো লোভ। এই লোভকে দমন করতে না পারলে অশান্তি। লোভ ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে চারিত হয়ে ভয়ংকর রূপ নেয়। লোভের দাসত্বে পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে, ভাইয়ে-ভাইয়ে, জাতে-জাতে, দলে-দলে অশান্তি চরমে পৌছেয়, তাই কবির সিদ্ধান্ত—

লোভ দূয়ারোগ রোগ, পৃথিবীর প্রাচীন অসুখ।

সম্যাদীর মতো সুখী, নির্লোভ মানুষ। (সুখী)

আমাদের উপনিষদ্ তো বলেছে—

ঈশ্বা বাস্যমিদঃ সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যাতেন ভূজীথা যা গৃহণ কর্ম্য কিঞ্চননম।।

ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, এ সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়। উক্তম রূপে ত্যাগের দ্বারা (আঝাকে) পালন কর। কারও ধনে লোভ করিও না।

ঈশ্বোপনিষদের এই পরম ঋতু বচনটি কবি রমানাথ সহজ কথায় আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু আমাদের সমাজে ভগু প্রেমিক দেখে কবি ক্লান্ত-আশাহীন। আমাদের দেশের এই সব ভগু প্রেমিক জাত অভিনেতা। এরা অস্তরে অপ্রেমিক, স্বার্থই এদের সারা শরীরের ভাষা। এরা সুখের পায়রা-শালিখ। কবি মনে করেন ‘এর চেয়ে ঘুটঘুটে অঙ্ককারও মন্দ নয়’। তাঁর আরও কথা ‘মনে হয় জীবনের চেয়ে আজ মৃত্যু চের ভালো।’ (ভগু প্রেমিক) তিনি মন-প্রাণ দিয়ে বুঝেছেন, মানুষের স্বভাব অপরিবর্তনীয়। ‘যার যা স্বভাব’ কবিতায় কবি সরাসরি বলেছেন—‘মানুষ হবে না’। একথা বলায় কবির গভীর বেদনাবোধ অনুভূত হয়। এইসব কঠিন পরিস্থিতি থেকে তিনি মুক্তি চান। তিনি লিখেছেন—

ভালো-ভালো-ভালো আশীর্বিষে দংশন

মহুর্তে মরণ

স্বজন কঁটার বিষ আজীবন

মৃহুর্মুহু প্রাণান্ত দহন। (দহন)

এখন ‘আনাচে-কানাচে’ হাজার মানুষ। কিন্তু এরা সবাই নপুংসক ও ইন চরিত্রের অধিকারী।

কবি রমানাথ এই রকম অসংখ্য কবিতায় মানুষের বিবেকহীনতার কথা দ্র্যথহীন ভাষায় বলেছেন। কবির নিজ জীবনের আক্ষেপ ‘ভালোবাসা ঝরে গেছে প্রেমহীন এখন জীবন;’ কবি এখন জীবনের প্রাস্ত সীমায় উপনীত। তাই তিনি ‘বিশ্ববিধান’ কথা অকপটে লিখেছেন, ‘নিরবধি কাল বিশ্ববিধান এ যে।’ এই ‘বিশ্ববিধান’ প্রকৃতির নিয়ম—

চুল পেকে গেছে দিন ফুরিয়েছে ভাই

দুঃখ করে একরাতি লাভ নাই

চুল পেকে গেলে হাওয়া হয়ে যাওয়া

বিশ্ববিধান ভাই।

তাই প্রাণের ঠাকুরের কাছে তাঁর প্রার্থনা

অহংকারহীন করো আমাকে দৈশ্বর

সম্মানীর মতো করো নির্লোভ আমার

সত্যত নামে যেন হয় পরিচয়

ধৰ্মকের মতো রোজ সততার পূজা যেন করি জ্ঞানের। (প্রার্থনা)

আর সকলের জন্য তাঁর প্রার্থনার ভাষা—

ভালো থেকো সর্বজন প্রতিক্ষণ প্রার্থনা আমার

সব যদি ভালো থাকো এ জগৎ শাস্তি-পারাবার। (ভালো থেকো)

কবি ‘অন্য স্বর অন্য সুর’ কাব্যগ্রন্থে মনীষী-কবির বন্দনাও করেছেন। এঁদের মধ্যে সুপণ্ডিত পদ্মনাথ, ভূপর্যটক রামনাথ, মহাপুরুষ শ্রীমস্ত শংকরদেব, কবিবর নবকান্ত বৰুয়া, নীলমণি ফুকন, কবিবর বিষ্ণু দে, কবীশ পবিত্র, পত্রিকা-সম্পাদক নবকুমার শীল উল্লেখযোগ্য। কবির দৃষ্টিপথে পৃণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরও আছেন। কবির কাঙ্ক্ষিত মন ‘ঈশ্বরচন্দ্ৰ’ নিবেদিত—

আদর্শ মানুষ ছিলে, ছিলে তৃতী দেবতা সমান

প্রতিটি বাঙালি হোক হে মহান অনুগ তোমার।

১৯৬১ সালে কাছাড় সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত ভাষা আন্দোলনের সূচনাতেই শিলচরে নিরন্তর জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে এগারো জন শহিদ হন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় কবি ব্যথিত। তবে প্রাণের বিনিময়ে ভাষার অধিকারে কবি সাম্মত পান। কারণ ভাষার জন্য আত্মবলিদান এতো মহত্বের ধর্ম। কবির এই সব কথার স্বীকৃতি ‘উনিশে মে’ কবিতা।

এই কাব্যগ্রন্থে ‘বোঝাই চিৰ’ নিয়ে নানা সময়ে লেখা চারটি কবিতা রয়েছে। কবির হারিয়ে যাওয়া শৈশবের প্রকৃতি লালিত স্মৃতিই বেদনাথন ভাষায় ব্যঙ্গনাময় হয়ে উঠেছে। অবশ্যই তাতে শহুরে প্রলেপ আছে—

বুলস্ত টবের পায় খেলা করে লজ্জাবতী লতা

বাতাস চুন করলে হয়ে যায় হাওয়া

শাস্ত হলো সমীরণ জেগে ওঠে লতা

লতাটিকে মনে হয় শ্যামবর্ণ চিয়া। (বোঝাই চিৰ-৩, তারিখ ২৭.১১.২০১৩)

বাংলাদেশের বানিয়াচঙ্গ গ্রামের প্রকৃতির সঙ্গে শিশু কবির ভাই-বোনের সম্পর্ক ছিল। আর মুস্বাই মহানগরে নির্বাসিত বর্ষিষ্ঠ কবির কাছে প্রকৃতি স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে ধরা দিয়েছে। এ কবিতা যেন তারই দ্যোতনা। কাজেই দেশান্তরী কবির মন তো এখন ‘উড়ত পথি’—

আমি তো উড়ত পথি

কোথা থেকে কোথা যাব জানি না ঠিকনা

তবে কিনা মহাবিশ্বে থেকে যাব

মিশে যাব ব্ৰহ্মাণ্ডের অস্থি-মজ্জায়।

কবি রমানাথ ভট্টাচার্যের অনুক্ষণ সর্বগদৃষ্টি তাঁকে নানাভাবে ভাবিত করেছে। তারই ছন্দোময়, ব্যঙ্গনাময় হৃদয় সংবাদী বাণীরূপের সমীকরণ সম্পূর্ণ ‘অন্য স্বর অন্য সূর’ কাব্যগ্রন্থ।

১১৮ এফ আনন্দ পালিত রোড

সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়

কলকাতা : ৭০০ ০১৪

২৬.৪.২০১৪

যাবে যখন কিছু নিয়ে কোনো সম্ভাবনা হবে তার পরেই আমার জন্ম দেওয়া হবে। এই কথা আমি শুনে আমার মনে উচ্চতা হচ্ছে। মনে আমার জন্ম দেওয়া হবে এবং আমার জন্ম দেওয়া হবে এবং আমার জন্ম দেওয়া হবে।

পদ্মনাথ-রামনাথই আমার প্রেরণা : রমানাথ ভট্টাচার্য

আজ (৯ মার্চ ২০১৪) গুয়াহাটির উজান বাজারে বিবেকানন্দ কেন্দ্রে মুস্তাইয়ের রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন ২০১৩ সনের জন্য দুই কৃতি কবিকে পুরস্কৃত করবেন। বার্ষিক এই অনুষ্ঠানটি রাজ্যের সাহিত্য ক্যালেন্ডারে নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছে। ফাউন্ডেশনের প্রাণপূর্খ কবি রমানাথ ভট্টাচার্যের এই সাক্ষাৎকারটি সৌমেন ভারতীয়া নিয়েছিলেন।

রবিবার : আপনার জন্ম, বাল্যকাল, বাবা-মায়ের পরিচিতি জানতে চাইছি।

উত্তর : ১৯৪১ সালে বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত বিখ্যাত বানিয়াচঙ্গ গ্রামের বিদ্যাভূষণ পাড়ার কাত্যায়ন গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবারে আমার জন্ম। ঘটনাক্রমে ওই বৃহত্তর পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন অসমের বিখ্যাত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস এবং বিখ্যাত ভঙ্গিসংগীত রচয়িতা তথা বিশিষ্ট ভঙ্গিসংগীতকার স্বামী চিহ্নিকানন্দ মহারাজ। আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের এক বর্ষাশেষের দিনে আমাদের আদি পিতা কেশব মিশ্র বাণিজ ব্যপদেশে জল হৈ-হৈ হাওড়ের দেশ বানিয়াচঙ্গ নৌবাহনে আগমন করেন। তরণীতে ছিলেন তাঁর আরাধ্যা দেবী পাথরের কাত্যায়নী। সেই দেবীকে তিনি জল থেকে ভেসে-ওঠা এক সামান্য ভূখণ্ডে বসিয়ে সেদিনের পূজা সমাপন করেন। পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখতে পান সেই স্বল্প ভূখণ্ডে চর পড়ে বিরাট ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছে। বিশ্বায়বিষ্ট কেশব সেখানেই দেবী কাত্যায়নীকে প্রতিষ্ঠা করলেন, ভাবলেন এটাই দেবীর ইচ্ছা। আমাদের পূর্বপুরুষ প্রথম দিকে ওখানেই বাস করতেন। সে-সময়ে স্থানটির নাম ছিল কালিকা পাড়া। অনেক পূরুষ ধরে কুলদেবী কাত্যায়নী ওখানে নিত্য পূজিত হয়েছিলেন। পরে, খুব সন্তুত পূর্বপুরুষ জগদীশ বিদ্যাভূষণের সময়ে তাঁর নামক্রিত বিদ্যাভূষণ পাড়ায় আমাদের উত্থন পূর্বপুরুষরা বসতি স্থাপন করেন এবং পাড়ার সমিকটে বিশাল মন্দির গড়ে কুলদেবী কাত্যায়নী সহ কালীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে এই মন্দির বানিয়াচঙ্গ কালীবাড়ি নামে খ্যাত। মন্দিরে এই দুই বিগ্রহ নিত্য পূজিত হচ্ছেন। প্রসদত বলে রাখি আমাদের আদিপুরুষ কেশব মিশ্রই ঐতিহাসিক বানিয়াচঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

বানিয়াচঙ্গ বিদ্যাভূষণ পাড়াতেই কেটেছে আমার বাল্যকাল। সেখানেই লালচান্দ প্রাথমিক স্কুলে করেছি পড়াশোনা। স্কুল কামাই করা ছিল আমার স্বভাব। প্রায়শই নানা অজুহাতে স্কুলে অনুপস্থিত থাকা ছিল আমার অভ্যেস। বাল্যে আমার বন্ধুবন্ধব বেশি ছিল না। তবু পাড়া বেড়াতাম। দাদারা পাড়ার গাছ থেকে আম-জাম-পেয়ারা-কুল পেড়ে দিতেন।

জ্ঞাতিভাই নীলুর সঙ্গে কিছু ভাব ছিল, তার সঙ্গে স্কুলে আসা-যাওয়া করতাম। পরে দেশভাগজনিত কারণে নীলুরা দেশস্তরী হলে জ্ঞাতিভাই গণেশের সঙ্গে কিছু ভাব হয়েছিল। পরে তো নিরাপত্তার অভাব বোধ করে নিজেরাই ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে এলাম ভারতে।

বাল্যকালে স্কুল থেকে এসে ভাত খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে প্রায়শই আমি হেমস্টেডের দিনে দ্রুত পদে চলে যেতাম সন্ধিকটে অবস্থিত আমাদের পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরে (বাড়িতে); স্বর্ণসনে উপবিষ্ট আমাদের কুলদেবী পাশাশের কাত্যায়নী তথা নামা স্বর্ণলঙ্কারে ভূষিত কালী প্রতিমাকে করতাম সাটাঙ্গ প্রণাম। তারপর সাধকোত্তম টিন টিন বাবাজীর সমাধি ক্ষেত্রে প্রণাম জানিয়ে চলে যেতাম তার পাখষ্টিত শিবমন্দিরে। সে মন্দিরে বহু শিবলিঙ্গের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে চলে যেতাম পরমহংস স্বামী শ্যামানন্দের মন্দিরে। সে মন্দিরের বারান্দায় জলচৌকিতে বসে থাকতেন আজানুলহিত বাহ, পঞ্চপ্লাশ লোচন, অরূপ বর্ণ তথা ব্রহ্মকমল পদবিশিষ্ট সাক্ষাৎ বিগ্রহস্তরূপ মহা সাধক স্বামী শ্যামানন্দ মহারাজ। তাঁকে ভক্তিপূর্ণ সাটাঙ্গ প্রণাম করে তাঁরাই সামনে নীরবে বসে থাকতাম অনেকক্ষণ। এভাবেই কেটেছে আমার বাল্যকাল।

রবিবার : আপনার পড়াশোনা, জীবিকার পাশাপাশি কবিতা লেখার সূচনা কীভাবে ঘটল ?

উত্তর : বাল্যকালে প্রায়ই বাবা আমাকে তাঁর অগ্রজ ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস এবং তাঁর জ্যাঠামশাই পশ্চিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের জীবনকথা বলতেন। তাঁর কথাবার্তা থেকে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতাম পদ্মনাথ-রামনাথ হচ্ছেন আদর্শ মানুষ, অনুসরণযোগ্য দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি। সেকারণে বাল্যকাল থেকেই ওই দুজন ছিলেন আমার আদর্শ। কবিতা লেখার সামান্য প্রতিভা ছিল, তাই কবিতা লেখালেখি করে ওই দুই মহান ব্যক্তির পদাক্ষ করেছি অনুসরণ। আমার লেখালেখির জন্য তাঁদের প্রেরণা অনেক। সে-কারণে শিলঙ্গের মতো জায়গা থেকে বাংলার সাহিত্য জগতে উঠে আসতে আমার তেমন অসুবিধা হয়নি। কেননা আমি জেনে নিয়েছিলাম স্বল্পে সুখ নাস্তি। পারিবারিক সূত্রে এ-দুজনের প্রেরণাতেই দীর্ঘদিন ধরে লিখতে পারছি।

রবিবার : শুধু কবিতা নয়, গদ্যের জগতেও আপনি বেশ স্বচ্ছন্দ। গদ্য না কবিতা লিখতে আপনার ভালো লাগে ? কেন ?

উত্তর : কবিতা বা গদ্য দু-ধরনের রচনাই আমি যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে লিখি—বলা ভালো প্রাগ্মন ঢেলে সৃষ্টি করি। সে কারণে গদ্যের জগতেও আমাকে স্বচ্ছন্দ মনে হতে পারে। তবে কবিতা লিখতেই আমার ভালো লাগে—কবিতা সৃষ্টিতেই আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করি—কাব্যরচনা করেই পেয়ে থাকি অসীম আনন্দ। একটি কবিতা লেখার সময়ে এক অবাঙ্গমনসগোচর আনন্দবেদনার শ্রেতে ভাসতে থাকে আমার অস্তরাষ্ট্রা আর আমার কলম থেকে শাদা পঞ্চায় বারতে থাকে একের পর এক কবিতার পঙ্ক্তি। একসময় বারেনা আর পঙ্ক্তি। সে মুহূর্তেই অবয়ব পায় একটি কবিতা বা জন্ম নেয় নতুন একটি কবিতা।

বলি, কবিতার প্রথম পঙ্ক্তি হঠাতে করেই আসে। তার পরপরই আনন্দ-বেদনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে আমার সমগ্র সন্তা। সে মুহূর্তেই আবেশাক্রান্ত আমার হাতে আসে কলম—প্রায় এক অজানা প্রক্রিয়ায় রচনা করতে থাকি একটি কবিতা। আর কবিতাটি লেখা হয়ে গেলে সে কী আনন্দ! সে কী বিস্ময়! এ কারণে কবিতা লিখতে করি স্বচ্ছদ্বোধ। আর গদ্য? গদ্য তো পুরোপুরি নির্মিত শিল্প। প্রতিটি শব্দ ভেবে চিন্তে ব্যবহার করতে হয় গদ্যে, স্পষ্টতা তার প্রধান গুণ, গদ্যে পদে-পদে প্রয়োজন মুক্তি শৃঙ্খলা। প্রয়োজনে আমি গদ্য লিখি, প্রেরণাতাড়িত হয়ে লিখি কবিতা, কবিতা রচনা করেই হয় আমার আত্ম-উন্মোচন।

রবিবার : উন্নর-পূর্ব ভারতের কবিতায় এক স্বতন্ত্র স্বর রয়েছে—আপনি কি একমত?

উন্নর : এখন পর্যন্ত উন্নর-পূর্ব ভারতের সাহিত্যে খুব বড় কবি বা কবিকুলের আবির্ভাব হয়নি। এ-কথা ঐতিহাসিক সত্য। সাহিত্য জগতে, কোনও বড় কবি বা কবিকুলের কলমেই উঠে আসে ‘স্বতন্ত্র স্বর’। গত শতকের ষাটের দশক থেকে এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে কবিতার চর্চা। যে ক'জন কবির লেখা, এ অঞ্চলের সীমারেখা অতিক্রম করে বৃহস্তর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তাঁদের রচনায় আছে স্বকীয়তা, তবে তাঁদের ওপর মূলশ্রেণীতের প্রভাবও কম নয়। তা ছাড়া, তাঁদের কাব্যজগৎ নয় বিস্তৃত পটভূমির ওপর দাঁড়নো। দু-এক জনের লেখায় নিশ্চয় আছে যোলো আনা ‘স্বতন্ত্র স্বর’; তাঁদের লেখার ভুবনও অনেক বড়। তবে তা একেবারেই গবেষণা সাপেক্ষে।

উন্নর-পূর্ব ভারতের কবিতায় বহুক্ষণ প্রকৃতির পদধরনি, তার আলাপচারিতা। প্রকৃতির বাণ্ময় উপস্থিতিতেই উন্নর পূর্বাঞ্চলের কবিতা ঝদ্দ। এটাই এ-অঞ্চলের কবিতার বৈশিষ্ট্য।

রবিবার : একটি কবিতায় হয়ে ওঠা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

উন্নর : যুগপৎ প্রেরণা আর নির্মাণের হরপার্বতী যোগেই সৃষ্টি হয় একটি কবিতা। প্রেরণা আর নির্মাণ সাপেক্ষে কবিতা নামের শিল্প। একটি কবিতা নির্মাণের প্রেক্ষিতে রয়েছে এ-দুটির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।

নানাভাবে হয়ে ওঠে একটি কবিতা। একটি কবিতার হয়ে ওঠার অনুযায়ী কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতি ক্রিয়াশীল নয়। প্রধানত কল্পনার দাক্ষিণ্যেই প্রেরণা-তাড়িত কবির অনুভব-অভিজ্ঞতা পায় ভাষা। কল্পনার সহযোগেই কবিতার শরীরে উৎপন্ন হয় প্রতীক-চিত্রকল্প, উপমা-অলংকার, ব্যঙ্গনা-দ্যোতনা, আবেদন ইত্যাকার অনুপম গুণ। কল্পনা-প্রতিভা-প্রেরণা, কবির অনুভব-অভিজ্ঞতা এবং তাঁর নির্মাণ ক্ষমতার সুবম সমন্বয়েই গড়ে ওঠে একটি কবিতা। দীর্ঘদিনের কবিতা লেখার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি বড়ই রহস্যময় পদ্ধতিতে জন্ম নেয় একটি কবিতা। গদ্যের মতো কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই কবিতা রচনায়।

রবিবার : আপনার সমসাময়িক কবিদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের কিছু ঘটনা শুনতে চাইছি।

উন্নর : স মসাময়িক কবিদের সঙ্গে আমার তেমন করে সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। বরং

অসমিয়া কবিতার অনুবাদ সূত্রে অসমের বিখ্যাত কবি নীলমণি ফুকন ও নবকান্ত বৰুৱা এবং অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট কবির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠে। তাঁদের কাছ থেকে বিশেষ করে নীলমণি ফুকন ও নবকান্ত বৰুৱার কাছ থেকেই সাহিত্যপথে চলার উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সুপরামর্শ পেয়েছি প্রচুর। এই দুজন কবির বাংলা সাহিত্যের ওপর অগাধ অধিকার। তাঁরা বাংলা সাহিত্যের রাখেন পুঞ্জানুপুঞ্জ খবর। নবকান্ত তো শাস্তিনিকেনেরই স্নাতক। বাংলা সাহিত্যের ওপর নীলমণির পড়শোনা দেখে বিস্ময় জাগে। সে-কারণে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের উপদেশ আমাকে সতত করেছে ঝুঁক আর গড়ে উঠেছে তাঁদের সঙ্গে শ্রদ্ধামধুর সম্পর্ক।

গত শতকের সপ্তরের দশকে কবি শ্যামলকান্তি দাশের সঙ্গে আমার বহু চিঠিপত্র বিনিময় হয়েছিল। সেসময়ে তিনি আমার অনেক কবিতা পশ্চিমবঙ্গের নানা পত্রিকায় ছাপতে দিতেন। আনন্দবাজার পত্রিকার একটি সংখ্যায় আমার ‘লৌকিক বৃত্তের ভিতরে’ কাব্যগ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনাও তিনি করেছিলেন। সাম্প্রতিককালে তাঁর সঙ্গে আবার যোগাযোগ হয়েছে। কবি মতি মুখোপাধ্যায় ও অন্য দুজন কবির সঙ্গে ‘অলিঙ্গে সূর্যের হাওয়া’ নামে যৌথভাবে আমার একটি কবিতার বই বেরিয়েছিল। সেই সুবাদে আমার কবিতা সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা। তিনি প্রদীপকুমার চৌধুরী সম্পাদিত ‘সাহিত্যসাগর’ (কলকাতা)-এর একটি সংখ্যায় আমার ‘নির্বাচিত সন্তোষ’ এবং শিবনাথ রায় সম্পাদিত ‘জিজ্ঞাসা’র একটি সংখ্যায় করেছিলেন আমার ‘লুইতের পদবলী’র আলোচনা। আলোচনা দুটি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। সপ্তরের দশকে কঁধি (মেদিনীপুর) থেকে প্রণব মাইতি বের করতেন ‘সম্প্রতি’ নামে একটি উন্নত কবিতার কাগজ। পত্রিকাটিতে আমি লিখতাম। এই পত্রিকাটির একটি বিশেষ কাব্য সংকলন বেরিয়েছিল ১৯৭৯ সালে। সপ্তরের দশকের অস্তিম লগ্নে প্রকাশিত এই সংকলনটি ছিল ওই দশকের একটি উন্নত সংকলন। এই দশক শেষ হয়ে যাচ্ছে বলেই প্রণব সংকলনটি করেছিলেন। আশৰ্য, ‘আজীয়তা’ নামে আমার কবিতাটি ছিল সেই সংকলনটির প্রথম কবিতা, যেসব গুণজন গুণ্যতা কবিতার আলোচনা করেছেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই এ কবিতায় উঠে আস। চিরকালের মানুবের অনন্ত প্রকৃতিলগ্নতার ছবিটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এই সুযোগে প্রণবকে জানাই অফুরন্ত কৃতজ্ঞতা।

কলকাতার বিশিষ্ট প্রকাশক প্রয়াত দেবকুমার বসুর কাছেও আমি ঝীণী। তাঁর সম্পাদিত বিখ্যাত কবিতার পত্রিকা ‘সময়ানুগ’-এ (মার্চ, ১৯৭৮) অর্বৎ সেনের সুলিখিত সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সহ প্রকাশ পেয়েছিল আমার একগুচ্ছ কবিতা (যোলোটি কবিতা), শক্তি চট্টোপাধ্যায় সহ অনেক বিখ্যাত কবির কবিতাও প্রকাশ পেয়েছিল এই সংখ্যাটিতে। এ পত্রিকাটিতে আমি প্রায়শই কবিতা লিখতাম।

২০০৫-এর অক্টোবর মাসে স্বর্গপ্রসূ কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতায় আমার পরিচয় হয়। আমার ‘নির্বাচিত কবিতা’র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে গেছে। এটি তাঁকে

পড়তে দিই। বইটির প্রথম গ্রন্থিত পনেরো-কুড়িটি কবিতা পড়েই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘এই বইয়ের ভূমিকা লিখবে কে?’ বললাম, ‘আপনিই তো লিখতে পারেন।’ বললেন, ‘হবে।’ কিছুদিন পর বইটির পাশুলিপি আমি তাঁর কাছে পাঠালে যথারীতি তিনি বইটির একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা লিখে পাঠালেন। বইটি প্রকাশিত হলে বহু পত্রিকায় এটির দীর্ঘ-নাতিদীর্ঘ-সংক্ষিপ্ত আলোচনা বেরলো। আমার কবিতাও তাঁর সম্প্রদাদিত বিখ্যাত কবিতার পত্রিকা ‘কবিপত্র’ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ তথ্য বহির্বঙ্গের বহু পত্রিকায় বেশি করে প্রকাশিত হতে লাগল। সম্প্রতি আমার কবিতার প্রতি তাঁর শুভদৃষ্টি আরও সম্প্রসারিত হল। তাঁরই ঐকাস্তিক ইচ্ছায়, তাঁর স্নেহধন্য কবি-প্রাবণ্ধিক গবেষক পার্থ শৰ্মা তাঁর সম্প্রদাদিত কবিতার কাগজ ‘মগ্নিঙ্গ’-র বিশেষ সংখ্যা করেছেন কবি রমানাথ ভট্টাচার্য-এর ওপর এবং প্রচুর পরিশ্রম করে লিখেছেন তাঁর গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ‘কবি রমানাথ : জীবন ও সাহিত্য’। পার্থ এখানেই থেমে থাকেননি। ২০১২-এর ৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আমার ৭২ তম জন্মদিন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ সভায়েরে জ্ঞানীগুণীর এক বিপুল সমাবেশে তাঁর লিখিত গ্রন্থটি ও তাঁর সম্প্রদাদিত ‘মগ্নিঙ্গ’-এর সংখ্যাটি বিশিষ্ট শুণিজনের দ্বারা উমেচন করিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে আমার কবিতা নিয়ে গুণিজনেরা করেছিলেন আলোচনা; অনেক বাচিকশিল্পীও আমার কবিতা পাঠ করেছিলেন।

রবিবার : প্রতিবছর মার্চ মাসে রমানাথ ফাউন্ডেশনের একটি অনুষ্ঠান হয় গুয়াহাটিতে। অথচ এর প্রধান কার্যালয় মুঁয়াইতে। কেন এই বৈপরীত্য?

উত্তর : আমার নামে গঠিত ফাউন্ডেশন ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর জীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনার জন্য পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ সাহিত্য পুরস্কারে ভূবিত করছে অসমিয়া ভাষার একজন বিশিষ্ট কবিকে। অনুরূপভাবে রামানাথ বিশ্বাস সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করছে বাংলাভাষার একজন বিশিষ্ট কবিকে। দুটি পুরস্কারই দেওয়া হচ্ছে আমাদের এ-দুজন পূর্বপুরুষের পুণ্যস্মৃতিতে। এঁরা দুজনই ছিলেন অবিভক্ত অসমের নক্ষত্রস্থরূপ। এই কারণে গুয়াহাটিতেই বড় আকারের অনুষ্ঠান করে দুটি পুরস্কার দেওয়া হয়। একই মধ্যে অসমিয়া ও বাংলা ভাষার দুজন কবি পুরস্কৃত হচ্ছেন বলে গুয়াহাটিতেই হয়ে থাকে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। আমার জ্ঞাতিদাদু পদ্মনাথের কর্মজীবন ও সাহিত্যজীবনের বিরাট অংশ গুয়াহাটিতেই অতিবাহিত হয়েছে বলে পুরস্কার দুটি গুখানেই দেওয়া হয়। সর্বোপরি আমার বাসভবনই তো গুয়াহাটিতে। এসব কারণে গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত হয় এ দুটি পুরস্কার প্রদান সভা।

রবিবার : আপনার কবিতা সম্পর্কে একটা মনু অভিযোগ আছে যে দ্বিষৎ যৌনগন্ধী কবিতা লিখেছেন আপনি। এবিষয়ে আপনার কী মত?

উত্তর : মূলশ্বেতের বহু লিটল ম্যাগাজিনে গুণিজন করেছেন আমার কবিতার আলোচনা। কারণ কলম থেকেই এরকম উক্তি উঠে আসেনি আমার কবিতার ভাগ্যে। আমার জীবনের সিংহভাগ কেটেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শৈলশহর শিলং এবং অসমের

রাজধানী গুয়াহাটিতে। এই দুটি শহরে বসেই দীর্ঘদিন লিখেছি কবিতা, করেছি অসমিয়া কবিতার বাংলা ভাষাত্তর। ২০১০ সালে বার্দ্ধক্যজনিত কারণে ছেলে নিয়ে এসেছে মুষ্টাইয়ে। আছি তাঁরই যত্নে। মূলত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লোক হওয়ার সুবাদে আমি এ-অঞ্চলের বাঙালির মনের মধ্যযুগীয়, বলা ভালো বৈদিক যুগীয় আবহাওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। রবীন্দ্রনাথের মতো আমি অগার্থিব বা অতীলিয় প্রেমের কবিতা বেশি করে লিখতে পারি না—কালিদাস-ভর্তুহরির কবিতা বা বাংলার বৈষ্ণব পদাবলিতে যে প্রেমশ্রোত প্রবাহিত তারই এক তরঙ্গবিভঙ্গ আমার কবিতা। সে কারণে আমাদের অঞ্চলের রসিকজন যাঁরা মানসিকতার দিক থেকে আদৌ আধুনিক নন তাঁরা আমার কবিতা, ‘ঈষৎ যৌনগঙ্কী’ ভাবতেই পারেন। তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আমার বহু প্রেমের কবিতা যে শরীরী সৌরভ ছড়ায় সে সম্পর্কে আমি নিজেও সচেতন। সেকারণে আমার ‘নির্বাচিত সনেট’ গ্রন্থের ছাপা যথন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সে-মুহূর্তে আমি প্রস্তুতির শেষ কবিতাটি তুলে নিতে চেয়েছিলাম। তখন আমি দীর্ঘলিপুখুরি বরয়া এজেন্সিতে প্রফ দেখেছিলাম, কাছেই বসে ছিলেন ওই প্রকাশনার তরঙ্গ কবিতারসিক জয়স্ত বরয়া। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একাজে বাধা দিয়ে বললেন : আপনি আগে কোণার্কের সূর্যমন্দিরের আশ্চর্যসূন্দর মিথুন মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলুন, তারপর কবিতাটি প্রস্তুত থেকে বাদ দেবেন। এ প্রসঙ্গে একটি চিন্তাকর্ক খবর জানাই। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে একবার কোণার্কে বসেছে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। গান্ধীজি দুর্ভাবনায় পড়লেন। ভাবলেন বিদেশি সাংবাদিকরা কোণার্কের মিথুন মূর্তিগুলির ফোটো তুলে পত্রিকায় ছাপিয়ে প্রচার চালাবে ভারতীয়রা অসভ্য। সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি নন্দলাল বসুকে শাস্তিনিকেতন থেকে দিল্লিতে ডেকে পাঠালেন। নন্দলাল গান্ধীকে বললেন : কোণার্কের মিথুনমূর্তির জন্য যদি আমরা অসভ্য হয়ে থাকি তাহলে আমাদের চোদ্ধুরূপ অসভ্য। গান্ধীজি শাস্তি পেলেন। প্রথমনাথ চৌধুরী গীতগোবিন্দ রচনার জন্য কবি জয়দেবকে লম্পট বলেছেন, নীরদচন্দ্র চৌধুরী কালিদাসের কবিতা বা আধুনিক বাংলা কবিতা পছন্দ করতেন না, সেজন্য এ-তিনটি অচ্ছুত হয়ে যায়নি। আমি অনেক কবিতায় নারীর রূপমাধুরী বা তাঁর দেহসৌন্দর্য উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছি। আমার কবিতার এই দিকটা কিছু কটুরপন্থী রসিকের ভালো নাও লাগতে পারে। তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তবে তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার সবিনয় নিবেদন আমরা তো পুরুষানুক্রমে বল্পনা করছি এই বলে ‘সমুদ্র মেখলা দেবী পর্বত স্তনমণ্ডলে’। মা কামাখ্যাকে প্রণাম করি ‘যোনিমুদ্রে’ বলে। তার বেলা ?

রবিবার : পেশাদারি জীবনে যেমন অবসরের বয়স থাকে, কবিদের ক্ষেত্রেও কি সেটা হওয়া উচিত?

উত্তর : একজন মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে পেশা ভিন্ন নান্যৎ পছ্টা অর্থাৎ যে কোনও পেশা নিতেই হয়। একসময়ে তাঁর পেশাদারি জীবনের সমাপ্তি ঘটে। তাঁকে অবসর প্রাপ্ত করতে হয়। কিন্তু কবিতা লেখা যেহেতু কোনও পেশাদারি কাজ নয়—মহৎ শিল্পকর্ম, সে

কারণে আমৃত্যু কবিকে লিখতে হবে। কবি অবসর গ্রহণ করলে সমূহ ক্ষতি—অনেক মহৎ কবিতার আস্থাদন থেকে রসিকজন হবেন বাধিত। সর্বোপরি কবিতা মাত্রই প্রেরণাসংগ্রাম শিঙ্গ। প্রেরণাতাড়িত হয়েই কবি লেখেন কবিতা। সেকারণে পোশাদারি জীবনে যেরকম অবসরের বয়স থাকে কবির ক্ষেত্রে সেটা সন্তুষ্ট নয়, উচিত নয়।

রবিবার : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাঙালি কবিদের ক্রম তৈরি করতে হলে আপনি প্রথম পাঁচে কাকে কাকে রাখবেন ? কেন ?

উত্তর : আমি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বর্ষায়ান কবি। আমার পক্ষে এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া ঠিক নয়। সেকারণে এ অঞ্চল থেকে প্রকাশিত নামি লিটল ম্যাগাজিন ‘সাহিত্য’-এর সম্পাদক কবি বিজিঞ্চকুমার ভট্টাচার্যকে লেখা পশ্চিমবঙ্গের শ্যামনগরবাসী শ্যামলকুমার বিশ্বাসের চিঠিটির কিয়দংশ পড়ে শোনাছিই প্রশ্নটির একটি সন্তান্য উত্তর হিসেবে। তিনি লিখেছেন—‘আপনার বইগুলি প্রায় সবই পড়ে ফেলেছি। সত্যি কথা বলতে কী উত্তর পূর্বের বিষয়ে আমি তেমন কিছুই জানতাম না। বীরেন্দ্রনাথ (বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত) মুখে কিছু শোনা এবং ইতস্তত উদয়ন ঘোষ, শক্তিপদ ব্ৰহ্মচাৰী, পীযুষ রাউত, রমানাথ ভট্টাচার্য এবং আপনার কিছু লেখা পড়া ছাড়া।’ বীরেন্দ্রনাথ মূলত গত শতকের পঞ্চাশের কবি। এ অঞ্চলে শহর শিলং ও গুয়াহাটি মহানগরে পরিব্যাপ্ত ছিল তার কর্মজীবন। সেকারণে তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিজগণেও স্বীকৃত। শ্যামলকুমারের বক্তব্য থেকে বোধা যাচ্ছে রমানাথ ভট্টাচার্য ছাড়াও বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত এবং অন্য চারজন কবির লেখা তাঁদের রচনাশৈলীর গুণে অতিক্রম করেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সীমারেখা। সেকারণে আমার মনে হচ্ছে এ অঞ্চলের প্রথম পাঁচজন কবির সন্তান্য ক্রম হতে পারে এরকম— বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, শক্তিপদ ব্ৰহ্মচাৰী, বিজিঞ্চকুমার ভট্টাচার্য, উদয়ন ঘোষ ও পীযুষ রাউত।

রবিবার : অসমিয়া কবিতা অনুবাদের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের প্রতি বেশি লক্ষ্য রাখা উচিত ?

উত্তর : শুধু অসমিয়া কবিতা নয়, যে কোনও ভাষার কবিতা অনুবাদে কিছু বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা খুবই প্রয়োজন। প্রথমত মূল কবিতাটিকে হতে হবে রসোভীৰ্ণ, আবেদন সংক্ষারী; হতে হবে চিৱকালীন তথা বিশ্বজনীন। দ্বিতীয়ত মূল ভাষা তথা যে ভাষায় কবিতা অনুদিত হবে সে ভাষায় অনুবাদক হবেন পারদর্শী।

অসমিয়া কবিতার বাংলা ভাষাস্তরে কিছু সমস্যাও আছে। দুটি ভাষার মধ্যে আছে ব্যথেষ্ট মিল। কিন্তু দুটি ভাষাতেই উপসর্গ-অনুসর্গ, কারক-বিভক্তি, কাল-প্রত্যয়ের ব্যবহার এবং বাক্যনির্মাণের পদ্ধতি অনেক স্বতন্ত্র। সেকারণে অনুবাদককে রাখতে হবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। নচেৎ ভাসা-ভাসা হবে অসমিয়া কবিতার বাংলা ভাষাস্তর। মূল কবিতাটির উজ্জ্বল মুখ, দেখতে পাবেন না বাঙালি পাঠক। সবচেয়ে বড় কথা, কবিতা অনুবাদ—কবিতা সৃষ্টির মতোই অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ; একমাত্র ঘোলো আনা সৎ অনুবাদকই করতে পারেন কবিতার উত্তম তথা মূলানুগ অনুবাদ।